

আমাদের কথা

আবহমানকাল থেকেই কৃষি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কৃষি শুধু আমাদের উন্নয়নের প্রধান কাণ্ডারি নয় বরং কৃষি আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির ধারক। সাম্প্রতিক সময়ের কৃষি অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি, পরিবর্তিত জলবায়ু এসব কিছুই কৃষিকে করে তুলেছে অনেক চ্যালেঞ্জিং।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সব সময়ই কৃষিবান্ধব হিসেবে কৃষি ও কৃষকের পাশে থেকে উন্নয়নের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লাগসই জাত এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, সার, বীজসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস ও সহজলভ্য করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান, বিভিন্ন ঋণসুবিধা সহজলভ্য করা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহযোগিতা প্রদান, ই-কৃষির প্রসার এসব উদ্যোগের সাথে বর্তমান সরকার সমরোপযোগী বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের ফলে দেশ আজ দানাদার খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয় বরং খাদ্য উৎপাদনে দেশ হিসেবে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করতে পারছে। বর্তমান সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ, মেহনতী কৃষকের শ্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণকারী, বিজ্ঞানীসহ সবার ঐকান্তিক প্রয়াসেই ধান উৎপাদনে বিশ্বে আমরা চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে উন্নীত হতে পেরেছি। আলু, ফলসহ অন্যান্য ফসলেরও উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। উৎপাদনের এ ধারাকে আমাদের টেকসই রূপ দিতে হবে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করে স্বল্প উৎপাদন খরচে অধিক ফলনের দিকে আমাদের আরও মনোযোগী হতে হবে।

১৯৬১ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিসের জন্মগ্ণ থেকেই কৃষির আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস গণমাধ্যমের অমিত শক্তিকে ব্যবহার করে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি গণমাধ্যমে কৃষির আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষক, সম্প্রসারণকারী, বিজ্ঞানীসহ আপামর কৃষিজীবীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসছে। প্রিন্ট গণমাধ্যমে ‘কৃষিকথা’, ‘সম্প্রসারণবার্তা’সহ বিভিন্ন মুদ্রণসামগ্রী প্রকাশ ও বিতরণ, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে কৃষি অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং আইসিটি মাধ্যমে ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩), মোবাইল অ্যাপস, ই-বুক এসবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কাছে কৃষির আধুনিক বার্তা সরবরাহ করে যাচ্ছে কৃষি তথ্য সার্ভিস।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে প্রতি বছরের মতো এবারও প্রকাশিত হলো ‘কৃষি ডাইরি’। এতে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শুধু যোগাযোগ ঠিকানায় নয় এতে সংযোজিত থাকে কৃষির বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্য উপাত্ত। সঙ্গতকারণেই কৃষিসংশ্লিষ্টদের কাছে এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিণীম। কৃষি ডাইরি সংশ্লিষ্ট সবার উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করছি। কৃষি ডাইরি ২০১৭ প্রকাশে যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সে সাথে কৃষি তথ্য সার্ভিসে আমার সহকর্মীবৃন্দ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ডাইরিটি সময়মতো প্রকাশে অবদান রেখেছেন, তাদের সবার জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। নতুন বছর সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক। সমৃদ্ধতর হোক আমাদের কৃষি। সবার জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।



(কৃষিবিদ মিজানুর রহমান)

পরিচালক

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

জানুয়ারি, ২০১৭

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কৃষিতে বর্তমান সরকারের সাফল্য (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কৃষি এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা আদিকাল থেকে কৃষিকে লালন করে আসছে। এ দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টির মূলে রয়েছে কৃষি।

বর্তমান সরকারের একটি মহৎ রূপকল্প হলো ভিশন-২০২১। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সনাতনী কৃষি ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন আনা। কৃষিবান্ধব এই সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষি ও কৃষকের অনুকূলে শ্রোতশ্রমী নদীর মতো উজানে এগিয়ে গিয়ে উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির গোলা ভরে দেয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের কৃষিভিত্তিক এ কার্যক্রমগুলো কৃষি অর্থনীতিতে ধনাত্মক ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের অতিবাহিত সময়কালে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদসহ কৃষি সেক্টরে যেসব ব্যতিক্রমী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হলো—

- ◆ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। বার্ষিক খাদ্যশস্য (চাল, গম, ভুট্টা) উৎপাদন ৩ কোটি ৮৪ লাখ ১৯ হাজার মে.টন;
- ◆ ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ, বিদেশে চাল রপ্তানি;
- ◆ সবজি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ তৃতীয়। ২০১৫-১৬ বছরে মোট সবজি উৎপাদন ১ কোটি ৫২ লাখ ৬৪ হাজার মে.টন;
- ◆ ২০১৫-১৬ বছরে আলু উৎপাদন ৯৪ লাখ ৬৪ হাজার মে.টন ও মিষ্টি আলু উৎপাদন ৭ লাখ ২৯ হাজার মে.টন;
- ◆ খাটো জাতের নারিকেলের প্রবর্তন;
- ◆ দেশী ও তোষা পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকর ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন;
- ◆ ফসলের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন ১৫৬টি;
- ◆ বোরো ধানের উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ (২০১৫-১৬ বছরে জাতীয় চাহিদার ৮৫.৯৮%, ২০০৮-০৯ বছরে ৩৮%);
- ◆ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ৯ লাখ ৮১ হাজার ১৯৮ হেক্টর;
- ◆ সার, জ্বালানি ও সেচ কাজে বিদ্যুতের ভর্তুকি প্রদান ৫৬ হাজার ৭৬৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা;
- ◆ খামার যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান ১৬৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা;
- ◆ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান ২ কোটি ৮ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন;
- ◆ খুচরা সার বিক্রোতা নিয়োগ ৩৬ হাজার ৩৪৯ জন;
- ◆ ১০ টাকায় কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮টি;
- ◆ ৪ দফা নন-ইউরিয়া সারের মূল্যহ্রাস করে (কেজিপ্রতি) টিএসপি ২২ টাকা, এমওপি ১৫ টাকা, ডিএপি ২৫ টাকা মূল্য নির্ধারণ;
- ◆ নিয়োগ/কর্মসংস্থান ৭ হাজার ৭১৬ জন;
- ◆ মাটি ও জলবায়ু ভিত্তিতে ফসলের ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন ১৭টি;
- ◆ ডিজিটাল কৃষি তথ্য ই-কৃষির প্রবর্তন (৪৯৯টি এআইসিসি, কৃষি কল সেন্টার, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, সব সংস্থার তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার, ই-বুক, ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি);
- ◆ জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩সহ বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন।

তথ্য সূত্র : কৃষি মন্ত্রণালয়-২০১৬

এক নজরে বাংলাদেশ

ভৌগোলিক অবস্থান	: বাংলাদেশ ২০°৩৪' ও ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' ও ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত
মোট আয়তন	: ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল
বিভাগ	: ৭টি
জেলা	: ৬৪টি
উপজেলা/থানা	: ৫৪৫টি
ইউনিয়ন	: ৪৫৪৩টি
সিটি কর্পোরেশন	: ১১টি
মিউনিসিপালিটি	: ৩২১টি (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়-২০১৪)
গ্রাম	: ৮৭,২২৩টি
খানা	: ৩,২১,৭৩,৬৩০টি
দেশের মোট জনসংখ্যা	: ১৪,৪০,৪৩,৬৯৭ (Enumerated)
মুসলমান	: ১৩,০২,০৪,৮৬০
হিন্দু	: ১,২২,৯৯,৯৪০
বৌদ্ধ	: ৮,৮৯,৭২১
খ্রিস্টান	: ৪,৪৭,০০৯
অন্যান্য	: ২,০২,১৬৭
দেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত	: ১০০.৩ : ১০০
বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	: ১.৩৭
জনসংখ্যার ঘনত্ব	: ১০৭৭ (প্রতি বর্গকিলোমিটার)
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল	: ৭০.৯ বছর
পুরুষ	: ৬৯.৪
মহিলা	: ৭২.০
শিক্ষার হার (৭+)%	: ৬৩.৬
পুরুষ	: ৬৫.৬
মহিলা	: ৬১.৬
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	: ৭.০৫ (২০১৫-১৬) (P)
কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার	: ২.৬০ (২০১৫-১৬) (P)
মাথাপিছু আয়	: ১৪১৬ (US\$) (২০১৫-১৬) (P)
গ্রামে বসবাস করে	: ১১,০৪,৮০৫১৪
শহরে বসবাস করে	: ৩,৩৫,৬৩,১৮৩

তথ্য সূত্র : বিবিএস-২০১৬

এক নজরে কৃষি

মোট পরিবার/খানা	: ২,৮৬,৯৫,৭৬৩	কৃষি শুমারি-২০০৮
মোট কৃষি পরিবার/খানা	: ১,৫১,৮৩,১৮৩	
কৃষি বহির্ভূত পরিবার/খানা	: ১,৩৫,১২,৫৮০	
মোট আবাদযোগ্য জমি	: ৮৫,৬০,৯৬৪.৭৫ হেক্টর	এগ্রিকালচার উইং ২০১৪-১৫
মোট সেচকৃত জমি	: ৭৪,০৬,৮২২.৮৭ হেক্টর	
আবাদযোগ্য পতিত	: ২,১০,০২৭.৯২ হেক্টর	
ফসলের নিবিড়তা	: ১৯২	
এক ফসলি জমি	: ২৩,৫৪,৮২১.৭৪ হেক্টর	
দুই ফসলি জমি	: ৩৮,৪৭,২৭৪.৪৯ হেক্টর	
তিন ফসলি জমি	: ১৭,১৫,৪৩০.৩৮ হেক্টর	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
নিট ফসলি জমি	: ৭৯,৩০,০৭১.৬৩ হেক্টর	
মোট ফসলি জমি	: ১,৫২,৪৫৮৪১.৯৩ হেক্টর	
জিডিপিতে কৃষি খাতে অবদান	: ১৪.৭৫% (স্থির মূল্যে) ২০১৫-১৬ P	
কৃষি নিয়োজিত জনশক্তি	: ২,৫৭,৬৬,০০০ (১৫ বছর এ তদূর্ধ্ব)	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং শ্রমশক্তি জরিপ- ২০১৫
মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন	: ৩,৮৫,০৩,৪২৪ মেট্রিক টন	এগ্রিকালচার উইং- ২০১৫-১৬
ক. বিবিএস প্রদত্ত (চাল ও গম)	: চাল-৩,৪৭,০৯৬৬০ (মেট্রিক টন)	
	: গম-১,৩৪,৮১৮৬ (মেট্রিক টন)	এগ্রিকালচার উইং- ২০১৫-১৬
খ. ভুট্টা	: ভুট্টা-২,৪৪,৫৫৭৮ (মেট্রিক টন)	

এক নজরে প্রাণিসম্পদ

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-১৬) (প্রতিশতাংশ) :	১.৬৬%
জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান (২০১৫-১৬) (প্রতিশতাংশ) :	৩.২১%
কৃষি উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ (২০১৫-১৬)(প্রতিশতাংশ) :	১৪.২১%
আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (প্রত্যক্ষভাবে) :	২০%
আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (পরোক্ষভাবে) :	৫০%
পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন (কোটি টাকা হারে) :	প্রায় ৩২,৯১০ কোটি টাকা
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন (শুধু চামড়া থেকে) :	৪.৩১%
জমি চাষ :	৫০%
জৈব সার উৎপাদন :	১২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন
গৃহস্থালি জ্বালানি সরবরাহ :	২৫%

পশুপাখির সংখ্যা (মিলিয়ন)

পশুপাখি	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
গরু	২৩.০৫	২৩.১২	২৩.১৯৫	২৩.৩৪১	২৩.৪৮৮	২৩.৬৩৬	২৩.৭৮৫
মহিষ	১.৩৪৯	১.৩৯৪	১.৪৪৩	১.৪৫০	১.৪৫৭	১.৪৬৪	১.৪৭১
ছাগল	২৩.২৭	২৪.১৪৯	২৫.১১৬	২৫.২৭৬	২৫.৪৩৯	২৫.৬০২	৩.৩৩৫
ভেড়া	২.৯৭	৩.০০২	৩.০৮২	৩.১৪৩	৩.২০৬	৩.২৭০	২৫.৭৬৬
মোট গবাদিপশু	৬২.৭৮	৫১.৬৮৪	৫২.৮৩৬	৫৩.২১১	৫৩.৫৯০	৫৩.৯৭২	৫৪.৩৫৭
মোরগ-মুরগি	২২৮.০৩	২৩৪.৬৮৬	২৪২.৮৬৬	২৪৯.০১০	২৫৫.৩১১	২৬১.৭৭০	২৬৮.৩৯৩
হাঁস	৪২.৬৭	৪৪.১২০	৪৫.৭০০	৪৭.২৫৩	৪৮.৮৬১	৫০.৫২২	৫২.২৪০
মোট হাঁস-মুরগি	২৭০.৭০	২৭৮.৮০৬	২৮৮.৫৬৬	২৯৬.২৬৪	৩০৪.১৭২	৩১২.২৯৩	৩২০.৬৩৩

২০১৫-১৬ সালের মাংস, দুধ ও ডিমের তথ্য

পণ্য	দেশের চাহিদা	দেশের উৎপাদন	জনপ্রতি চাহিদা	জনপ্রতি প্রাপ্যতা	ঘাটতির পরিমাণ
দুধ	১৪.৬৯১ মিলিয়ন মেট্রিক টন	৭.২৭৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২৫০ মিলি লিটার/দিন	১২৫.৫৯ মিলি লিটার (দিন/জন)	৭.৪১৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন
মাংস	৭.০৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন	৬.১৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন	১২০ গ্রাম/দিন	১০৬.২১ গ্রাম/দিন/জন	০.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন
ডিম	১৬৭৪৪.০০ মিলিয়ন টি	১১৯১২.৪০ মিলিয়ন টি	১০৪টি (বছরে)	৭৫.০৬টি (বছর/জন)	৪৮৩১.৬০ মিলিয়ন টি

সিমেন্ট উৎপাদন, চিকিৎসা, টিকা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর					
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
সিমেন্ট উৎপাদন	২.৪৪২	৩.৪২৯	৩.৪৫২	৩.৮২৪	৩.৭১৯	৪.১৫০
গবাদি পশুর চিকিৎসা	৬.১৯৮	৫.১৫৬	৫.৪০৮	৫.৫৪৫	৬.৭৫৪	১০.৭৫৭
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা	৪৪.৮৪	৪০.৫৫	৫১.০৪	৫৭.১৪	৭০.৭৪৭	৮০.১৭৪
গবাদি পশুর টিকা প্রদান	১১.৮৩	১০.৭৫	১০.৫৮	১০.৬৫	১২.৬৫	১৩.৭৪
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান	২১৭.৯০	১৬৯.৯৫	১৫৮.৭৮	১৬৬.৪৫	১৮৬.৬৩	২২৭.৯৪
প্রশিক্ষণ	০.৯৮১	০.৯৫২	১.০০৮	১.০৫১	১.১০৪	১.২৬৫

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম

- ❖ পশুপাখি ও গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন ও বিতরণ ও প্রয়োগ;
- ❖ পোলট্রি খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও বিতরণ;
- ❖ পশুপাখি ও গবাদিপশুর চিকিৎসা;
- ❖ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- ❖ ডেইরি খামার ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন;
- ❖ ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও শূকর উন্নয়ন খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- ❖ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে পশুখাদ্য আইন এবং বিধিমালা বাস্তবায়ন;
- ❖ পশুপুষ্টি গবেষণার কার্যক্রম ও ঘাস চাষ সম্প্রসারণ;
- ❖ ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ কার্যক্রম;
- ❖ প্রাণীর আমিষের (দুধ, মাংস, ডিম) উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ;
- ❖ মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম
- ❖ চিড়িয়াখানার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন, বন্য প্রাণী প্রজনন ও সংরক্ষণ এবং জুু এডুকেশন।

হাঁস-মুরগি পালন করুন
বারো মাস সুখে থাকুন

এক নজরে বাংলাদেশের বনাঞ্চল

ক্রমিক নং	বনের ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)	বনভূমির শতকরা (পরিমাণ%)	মন্তব্য
১.	পাহাড়ি বন (৬৪৭.০ হাজার হেক্টর)	১৩৭৭.০	৪৪.৩৬	*দেশের আয়তনের ২১.০৫% বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত
২.	অশ্রেণীভুক্ত পাহাড়ি বন (৭৩০.০ হাজার হেক্টর)			
৩.	শালবন	১২০.০	৩.৮৬	
৪.	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ (সুন্দরবন)	৬১০.০	১৯.৬৫	
৫.	বন বিভাগ সৃজিত ম্যানগ্রোভ (উপকূলীয় বন)	২০০.০	৬.৪৪	
৬.	জলাভূমির বন	২৩.০	০.৭৫	
৭.	গ্রামীণ বন	৭৭৪.০	২৪.৯৪	
	মোট বনাঞ্চল	৩১০৪.০	১০০.০	

২০১৫-২০১৬ সালের প্রধান প্রধান বনজন্মব্যবহারের বিবরণী

ক্রঃ নং	বনজন্মব্যবহারের বিবরণ	সর্বমোট
১.	কাঠ (ঘনফুট)	২৯,৮৮,১৬৬.৩৯
২.	জ্বালানি (ঘনফুট)	২২,১৯,৫৮২.২৯
৩.	বল্লি (টি)	৭,৪৪,৭৪৪
৪.	বাঁশ (টি)	৪,১৬,৬০,১৮৫
৫.	মধু (মণ)	১,৯২৪.০০
৬.	গোলপাতা (মণ)	৩,১০৫.৭১
৭.	বেত (দৈর্ঘ্য ফুট)	৬,৮৬,৫৫১.২২
৮.	পাল্লউড (ঘনফুট)	২,০৫,৪২২.০০
৯.	গেওয়া (ঘনফুট)	৫৪০.৮২
১০.	কয়লা (কেজি)	৬,৬১০.০০

এক নজরে মৎস্য সম্পদ

অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ

ক. বদ্ধ জলাশয়	: ৭,৯৪,৩৬১ হেক্টর
○ পুকুর	: ৩,৭২,৩৯৭ হেক্টর
○ অল্পবো লেক (বাঁওড়)	: ৫,৪৮৮ হেক্টর
○ চিংড়ি খামার	: ২,৭৫,৫৮৩ হেক্টর
○ পেন কালচার	: ৭,৫৫৩ হেক্টর
○ খাঁচায় মাছ চাষ	: ১০ হেক্টর
○ মৌসুমি জলাশয়	: ১,৩৩,৩৩০ হেক্টর
খ. উন্মুক্ত জলাশয়	: ৩৯,০৬,৪৩৪ হেক্টর
○ নদী ও মোহনা	: ৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর
○ সুন্দরবন	: ১,৭৭,৭০০ হেক্টর
○ বিল	: ১,১৪,১৬১ হেক্টর
○ কাণ্ডাই লেক	: ৬৮,৮০০ হেক্টর
○ প্লাবন ভূমি	: ২,৬৯,১৯১ হেক্টর

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

○ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	: ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার
○ সমুদ্রসীমা (তটরেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	: ৯,০৬০ বর্গকিলোমিটার
○ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	: ১,৪০,৮৬০ বর্গকিলোমিটার
○ মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	: ২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
○ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	: ৭১০ কিলোমিটার
○ জেলের সংখ্যা	: ১৩.১৬ লাখ
○ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	: ৮.০০ লাখ
○ সামুদ্রিক জেলে	: ৫.১৬ লাখ

মৎস্য চাষ

○ মৎস্য চাষ	: ১৪৬.৯৭ লাখ
○ চিংড়ি চাষ	: ১৩৮.৬৪ লাখ

মৎস্য উৎপাদন

○ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	: ৩০,৮৪,৩৯৯ মেট্রিক টন
○ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	: ১০,২৩,৯৯১ মেট্রিক টন
○ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	: ২০,৬০,৪০৮ মেট্রিক টন
○ সামুদ্রিক মৎস্য	: ৫,৯৯,৮৪৬ মেট্রিক টন
○ ট্রলার দ্বারা আহরণ	: ৮৪,৮৪৬ মেট্রিক টন

○ ইঞ্জিনচালিত নৌকা দ্বারা আহরণ মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রফতানি	: ৫,১৫,০০০ মেট্রিক টন
○ পরিমাণ	: ৮৩,৫২৪ মেট্রিক টন
○ মূল্য	: ৪,৬৬০,৬০ মিলিয়ন কোটি টাকা
○ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	: মোট ১০০টি (ইইউ অনুমোদিত-৭৬)
○ জাতীয় মোট রফতানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	: ১.৯২%

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান

○ জিডিপিতে অবদান (২০১৪-১৫)	: ৩.৬৯%
○ কৃষি খাতে অবদান (২০১৪-১৫)	: ২৩.১২%

মৎস্য গ্রহণ ও চাহিদা

○ মাছের বার্ষিক চাহিদা	: ৩৭.৬৫ লাখ মেট্রিক টন
○ জনপ্রতি মাছের বার্ষিক চাহিদা	: ২১.৯০ কেজি
○ জনপ্রতি বার্ষিক মাছ গ্রহণ	: ১৯.৭১ কেজি
○ জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	: ৬০ গ্রাম
○ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান	: ৬০%

মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি

○ মৎস্য হ্যাচারি	: ৯৬৪টি
○ সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (৭৮টি হ্যাচারি সুবিধাসহ)	: ১৩৬টি
○ বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	: ৮৬৮টি
○ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	: ৫,৪৭,৫৪৯ কেজি
○ সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৫)	: ১০,৪৬০ কেজি
○ বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৫)	: ৫,৩৬,৯৮৩ কেজি
○ গলদা হ্যাচারি (সরকারি ১৭টিসহ)	: ৩৬টি
○ বাগদা হ্যাচারি	: ৪৯টি
○ গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	: ৪.৩০ কোটি
○ বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন	: ১২৪৪.০৫ কোটি
○ প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ	: ৪,৪১২ কেজি

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)

○ বাণিজ্যিক ট্রলার	: ২৪৭টি
○ মোট নৌযানের সংখ্যা	: ৬৭,৬৬৯টি
○ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	: ৩২,৮৫৯টি
○ ইঞ্জিনবিহীন নৌকা	: ৩৪,৮১০টি
○ জাল ও অন্যান্য	: ১,৮৮,৭০৭টি

মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)

○ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	: ২৬০টি
○ বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	: ১২টি
○ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	: ২৪টি
○ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	: ৪৭৫টি
○ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	: ৩৬টি

মানবসম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো

মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি	: ০১টি
মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট	: ০৩টি
মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	: ০৬টি
চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	: ০২টি
চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	: ২০টি
মৎস্য সেক্টরের জনবল	

অনুমোদিত জনবল

মৎস্য অধিদপ্তর	: ১ম শ্রেণী ১,৬০১ জন
	: দ্বিতীয় শ্রেণী ৬৫৫ জন
	: তৃতীয় শ্রেণী ২,০৭৯ জন
	: চতুর্থ শ্রেণী ১,৪৯০ জন
	: সর্বমোট ৫,৮২৫ জন

তথ্য সূত্র : মৎস্য স্ম হ্রদ জরিপ, মৎস্য অধিদপ্তর-২০১৬

চরের মাটি বালি কণা
চষতে পারলে হয়গো সোনা

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিএডিসি কর্তৃক
আমদানিকৃত সারের বিবরণী

(লাখ মে. টন)

অর্থবছর	কার্যক্রম	সারের পরিমাণ			
		টিএসপি	এমওপি	ডিএপি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩+৪+৫)
২০০৮-০৯	আমদানি	১.৪৯	০.৮০	০.০০	২.২৯
	বিতরণ	০.৩৮	০.১২	০.০০	০.৫০
২০০৯-১০	আমদানি	১.৫২	১.৫৪	০.০০	৩.০৬
	বিতরণ	১.৬৯	০.৯৩	০.০০	২.৬২
২০১০-১১	আমদানি	২.০৬	১.৮৫	০.৯৯	৪.৯০
	বিতরণ	২.২৩	২.৬২	০.২৪	৫.০৯
২০১১-১২	আমদানি	২.৩৪	২.৬৪	১.৩১	৬.২৯
	বিতরণ	২.১০	২.৩১	০.৭২	৫.১৩
২০১২-১৩	আমদানি	৩.১৩	৪.১৭	০.৫২	৭.৮২
	বিতরণ	২.৮৯	১.৮৪	০.৬৫	৫.৩৮
২০১৩-১৪	আমদানি	২.৮৭	৩.৮২	০.৫১	৭.২০
	বিতরণ	৩.৪১	৫.৩৮	১.০৯	৯.৮৮
২০১৪-১৫	আমদানি	৪.১৭	৩.৭৮	১.৫৬	৯.৫২
	বিতরণ	৩.৭৫	৪.১০	১.১৪	৮.৯৯
২০১৫-১৬	আমদানি	৩.৬৮	৪.৫১	১.৩১	৯.৫০
	বিতরণ	৩.৭২	৪.৭২	১.৪৬	৯.৯০
২০১৬-১৭ (০৮/০৯/২০১৬ পর্যন্ত)	আমদানি	০.৭৯	০.৯৭	০.০০	১.৭৬
	বিতরণ	০.২৪	০.৫১	০.১৫	০.৯০

লাঙল ফেলে ট্রাক্টরে
বাড়ছে ফসল ব্যাপক হারে

ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের কার্যক্রম (জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের আওতায়	কর্মসূচির আওতায়	মোট
০১.	খাল খনন/পুনঃখনন (কিমি.)	৩৪৪৫.৩৭	৩৩৬৯.৫	৬৮১৪.৮৭
০২.	বেড়িবাঁধ নির্মাণ (কিমি.)	৭৩.৩৫	৯১.৯৮	১৬৫.৩৩
০৩.	সেচনালা নির্মাণ (কিমি.)	১,৭৪৯.৩	১০৬২.১৮	২,৮১১.৪৮
০৪.	গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	১৫১৬	-	১,৫১৬
০৫.	গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	১,১২১	৩০০	১,৪২১
০৬.	অগভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	২০২	-	২০২
০৭.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণ (কিমি.)	৭,৭৯১.৩৫	-	৭,৭৯১.৩৫
০৮.	শক্তিশালিত পাম্প স্থাপন (টি)	২,১২৩	৩৫২২	৫,৬৪৫
০৯.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (টি)	২,৭১৭	৩৭৩৫	৬,৪৫২
১০.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকীকরণ (টি)	২,৩৮৪	৬৪৩	৩,০২৭
১১.	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ (টি)	৫১৮	-	৫১৮
১২.	পাম্প শেড নির্মাণ (টি)	৭৩৯	-	৭৩৯
১৩.	সাবমার্জডওয়্যার নির্মাণ (টি)	২২	-	২২
১৪.	স্মার্টকার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন (টি)	২,১৪৭	-	২,১৪৭
১৫.	ওভারহেড আরসিসি নালা (মিটার)	১,৭৯০	-	১,৭৯০
১৬.	সেনিপা সংগ্রহ এবং বিতরণ (টি)	-	৩০০০০	৩০০০০
১৭.	সৌরবিদ্যুৎ পাম্প সেট সংগ্রহ এবং স্থাপন (টি)	-	১১	১১
১৮.	রাবার ড্যাম নির্মাণ (টি)	৬	-	৬
১৯.	ফিতা পাইপ (মিটার)	১,১২,২০০	-	১,১২,২০০
২০.	প্রশিক্ষণ (সংখ্যা) কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজার	৮৩,৫৭৩	৩৮,২৬৫	১,২১,৮৩৮
২১.	সেচযন্ত্র সংগ্রহ (সংখ্যা)	-	৩,৭৯২	৩,৭৯২
২২.	ডাগওয়েল (সংখ্যা)	-	৬৮	৬৮
২৩.	টেস্ট বোরিং (সংখ্যা)	-	১৮০	১৮০
২৪.	সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ন (সংখ্যা)	-	৯২৬	৯২৬

বিএডিসি স্কুদসেচ উইংয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা	মোট লক্ষ্যমাত্রা
০১.	খাল খনন/পুনঃখনন	কিমি.	২৯৩.৩৬	৪১	৩৩৪.৩৬
০২.	বেড়িবাঁধ নির্মাণ (সকল)	কিমি.	৩	-	৩
০৩.	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	মি.	-	৩৮৫	৩৮৫
০৪.	ভূপরিষ্ক সেচনালা নির্মাণ	কিমি.	২৮.৩	-	২৮.৩
০৫.	গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	সংখ্যা	২৯	-	২৯
০৬.	গভীর নলকূপ খনন/স্থাপন	সংখ্যা	১৪৬	১২	১৫৮
০৭.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (বারিড পাইপ)	কিমি.	৪৮০.৭	৪৩.৮৫	৫২৪.৫৫
০৮.	শক্তিচালিত পাম্প ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	৫২০	২৫	৫৪৫
০৯.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২৮৬	-	২৮৬
১০.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিককরণ	সংখ্যা	৫৮২	৩১	৬১৩
১১.	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	-	৫০
১২.	পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	-	১৪
১৩.	সাবমার্জডওয়্যার নির্মাণ	সংখ্যা	৭	-	৭
১৪.	স্মার্ট কার্ড বেজড প্রিপেইড মিটার	সংখ্যা	২৯১	-	২৯১
১৫.	ফিতা পাইপ সরবরাহ	মি.	৮,০০০	-	৮,০০০
১৬.	প্রশিক্ষণ কৃষক/ম্যানেজার/ফিল্ডম্যান	জন	১,১২০	৬৬০	১,৭৮০
১৭.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৭	-	৭
১৮.	পুকুর খনন	সংখ্যা	১৪	২	১৬
১৯.	সোলার পাম্প	সংখ্যা	৯	৫	১৪
২০.	টার্ফিং	বর্গ মি.	-	৯৩,০০০	৯৩,০০০
২১.	ক্যাটল ক্রসিং	সংখ্যা	-	২৭	২৭
২২.	আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	-	২৪০	২৪০
২৩.	ওয়াটার কনডুইট	সংখ্যা	-	২৯	২৯
২৪.	২-কিউসেক (বিদ্যুৎ চালিত) ফোর্সমোড নলকূপের সাবমার্জিবল পাম্প-মটর, ট্রান্সফর্মার, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সেট	-	৫	৫
২৫.	১-কিউসেক (বিদ্যুৎ চালিত) ফোর্সমোড নলকূপের সাবমার্জিবল পাম্প-মটর, ট্রান্সফর্মার, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সেট	-	৮	৮
২৬.	সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ	সংখ্যা	১১২০	৬৬০	১৭৮০

বিএডিসির বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ ও ভিশন ২০২০-২১

বীজ ফসলের নাম	ক্রমিক পরিমাণ (লাখ হেক্টর)	কৃষি ডায়েরি চালিত (মোট)	বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা					বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ					ভিশন ২০২০-২১			
			২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০					
			পরিমাণ	শতকরা হার (%)	পরিমাণ	শতকরা হার (%)	পরিমাণ	শতকরা হার (%)	পরিমাণ	শতকরা হার (%)	পরিমাণ	শতকরা হার (%)				
আউশ	৯	২২৫০০	১০৭৭	৫	৪৫০০	২০	১৩৫৯	৬	৫০০০	২২	৬৫০০	২২	৬৫০০	২২	১০০০০	৪৪
আমন	৪০	১০০৩৫	১৯৬০	১৯	২৬০০০	২৬	১৮৫৭২	১৯	২০০৫	১৮	৩৪৭০০	৩৫	৪২৪০০	৪২	৫০০০০	৫০
বোরো	১৪	১০১৮৫	৬০৫৯	৫৯	৬৮৬৮০	৬৭	৯৯৬২৯	৫৯	৬৯৫৭০	৬৮	৬৯৭৭০	৬৮	৬৯৭৭০	৬৮	৭০০০০	৬৯
বোরো হাইব্রিড	৭	১১২২	০২২	৪	৩৫০০	৩১	৫৮০	৫	৩০০৪	৩৬	৩০০৪	৩৬	৩০০৪	৩৬	৭০০০	৬২
মোট ধান বীজ	৬৯	২৩৯৫০	১১৬৮৫	৩৫	১০২৬০	৪৪	১০১৪	৩৪	১১৫৭১	৩৪	১১৫৭১	৩৪	১১৫৭১	৩৪	১৩৭০০	৫৮
গম	৪	৫৩২৫	১৩৫৩	২৯	৩২৫৫	৫৮	৩২৫৫	৩২	৩৩৫২	৩৬	৩৩৫২	৩৬	৩৩৫২	৩৬	৩৫০০	৬২
ভুট্টা	২	০০৪৭	০	০	২২৩	৩৬	১৬	০	২৩২	২২	২৩২	২২	২৩২	২২	২৫০০	৩০
মোট দানা শস্যবীজ	১০৩	৩০০৬২	১৯২২২	৩৩	১৩৭৬৩	৪৬	৯৭৩৫	৩৩	১৪১৪১	৩৬	১৪১৪১	৩৬	১৪১৪১	৩৬	১৭৪০০	৫৮
আলু বীজ	৫	০০০৫৭	২৩৩৫	৫	৩৯৬০	৭	৩২৯০	৬	৩৫৬৪	৭	৩৫৬৪	৭	৩৫৬৪	৭	৬০০০	১০
ডাল বীজ	৬	৪৭৩৩	১৬৯৯	৬	৩১৫	১৪	২১৫	৯	৩৭৩	৬	৩৭৩	৬	৩৭৩	৬	৬৩০০	২৭
ভেল বীজ	৭	৪৪১৭	১৫৬৭	৯	২৮৭৫	১৬	১৫১	৭	৩২২	৭	৩২২	৭	৩২২	৭	৪৩০০	২৪
পাট বীজ	৬	৪৫৬	০৭৭	৪	২১৪	৩৫	৯৫	৩	২২৩	৬	২২৩	৬	২২৩	৬	২৫০০	১১
সবজি বীজ	৭	৪৫৫	৬৭	৩	১৬৬	৬	৮৫	৩	১৬৬	৬	১৬৬	৬	১৬৬	৬	২০০	৭
মসলা বীজ	৫	১৬৫৪৫	৯৫	০	১২৬৫	১	৭১	০	১২৬৫	১	১২৬৫	১	১২৬৫	১	২০০	১
সর্বমোট	১৪৩	১০১৩৯৩	১১৬৮৫	১২	১৮৬৩১	১৭	১৩৩৬৯	১২	১৪৩৬৬	১২	১৪৩৬৬	১২	১৪৩৬৬	১২	২৪৪০০	২৩

(মোট)

২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত বিএডিসির মাধ্যমে
বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

(মে.টন)

ফসলের নাম	২০১১-১২		২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ
আউশ	১৭১৬	১৭২৩	৩০৪০	২৩৮২	১৩৬৬	১৩৭২	৯৫৬	১৪৯০	১০৭৭	১৫২২
আমন	২৬২২৭	১৯৪৫৮	২১৬৬১	১৮৮০৫	২২৫৭৮	১৮৪৫৬	২৩৫২১	২০৬৬৫	১৯৫৬০	১৯৫২৫
বোরো	৫৯৯৫৯	৬১১৩০	৫৭২১৮	৫০৩৮৫	৫৯৯৭৫	৫৭৭৯২	৫৮০৩৪	৫৪৫৩৪	৬০৫৯১	৫২৯৫১
বোরো হাইব্রিড	৭১৪	৭০৩	১৬৬১	৭২১	১০১৬	১৬৬১	১৬১৩	১০৪৪	৪৫৭	৬০৯
মোট ধান বীজ	৮৮৬১৬	৮৩০১৪	৮৩৫৮০	৭২২৯৩	৮৪৯৩৫	৭৯২৮২	৮৪১২৫	৭৭৭৩২	৮১৬৮৫	৭৪৬০৭
গম	২৭৩০৩	১৪৫৩৭	২৪৯৯৭	২০১২৯	২৭২০৮	২৫৭৬৮	২৮২৫৫	২৭০৬২	১৬৫৩২	২০৮৮৬
ভুট্টা	২৯৫	২৯৫	২৫৬	১৫২	২৩৮	১২৩	২১৩	২৪০	৫	৫৬
সরগম, কাউন, বার্লি, চীনা	৪	৪	৩	২	১	১	১	১		০
মোট দানাদার বীজ	১১৬২১৮	৯৭৮৪৯	১০৮৮৩৬	৯২৫৭৬	১১২৩৮৩	১০৫১৭৪	১১২৫৯৪	১০৫০৩৬	৯৮২২২	৯৫৫৪৮
পাট	১২১৫	৯১২	১০৯৪	১০৬৪	১০১৩	৯৬৬	১০৪৪	৯৪৪	৮৮০	৭২৫
আলু	২০৪৪২	২০৩৪১	১৯৩২১	১৯৩২১	২২৫৮৬	২১৯৬২	২৫১৭৯	১৮১৭৫	২৬৩১৫	২৫১৩৪
ডাল	১৪২৬	১৪২৬	১৬৯৯	১৬৯৯	২৩৫৩	২০৩৬	১৭২৬	১৩৬৩	১৬৯৯	১৩১৪
তেল	১০৯২	১০৯২	১৪৬৯	১৪৬৯	১৭৮২	১৫৭৯	১৪২১	১৬৬১	১৫৬৭	১১৮৮
সবজি	১১০	১১০	১২৬	১০৯	১২৫	১২৫	১২৩	১১০	৮৭	৭৬
মসলা	১০৭	৯৭	১০৩	১০৩	১০৮	১১৭	১০৯	১০৩	৯৫	৪৭
মোট বীজ	১৪০৬১০	১২১৮২৬	১৩২৬৪৮	১১৬৩৪১	১৪০৩৩৩	১৩১৯৫৯	১৪২১৯৫	১২৭৩৯২	১২৮৮৬৫	১২৪০৩৩

তথ্য সূত্র : বিএডিসি-২০১৬

বিভিন্ন ফসলের দ্বারা মাটি থেকে খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ

ফসল	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)			
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	সালফার
উফশী ধান	৬.০০	১০৮	১৮	১২০	১১
উফশী গম	৫.০০	১৪৮	২৮	১২৩	২১
ভুট্টা	৬.০০	১২০	২২	১০০	২৫
আলু	৩২.০০	১১৩	২১	১০০	২৫
পাট (আঁশ/বেল)	৪.০০	১৩০	২৬	২৬৬	২০
তুলা (কেজি লিট/হেক্টর)	১০০	২৬	০৯	৭০	১৫
তামাক	২.০০	১৩০	১৮	১৯৯	১০
আখ	১২০.০০	৮১	৬৭	৩০৬	৪২
সরিষা	১.৫০	৮২	১৫	৯১	৩২
চীনাবাদাম	২.০০	১৭০	১৩	৯১	৩২
সয়াবিন	৩.০০	২২০	১৮	১৪১	২০
তিল	১.২০	৬২	১০	৫৩	১৪
সূর্যমুখী	৩.০০	১২০	২৬	১৯৯	১৫
ছোলা	১.৫০	৯১	০৬	৪৭	১৩
মসুর	২.০০	১১৪	১৩	৩৫	৮
মাসকলাই	০.৯০	৭১	০৬	৪৯	৫
মটর	১.০০	১০৬	২১	৫৯	৬
অড়হর	১.২০	৮৫	০৮	১৬	০৯
বাঁধাকপি	৭০.০০	৩৭০	৩৭	৩৯৮	৮০
ফুলকপি	৫০.০০	৩৫০	৪৪	২৯০	১৫
টমেটো	৫০.০০	১৪০	২৯	১৫৮	৩০
গাজর	৩০.০০	১২৫	২৪	১৬৭	২০
শসা	৪০.০০	৭০	২২	১০০	১০
বেগুন	৬০.০০	১৭৫	১৭	২৫০	৩০
মুলা	২০.০০	১২০	২৬	১০০	২০
মিষ্টিকুমড়া	৫০.০০	৯০	৩১	১৩৩	১৫

প্রতি কেজি খাদ্য উপাদানের জন্য সার ব্যবহারের পরিমাণ

১ কেজি নাইট্রোজেন	= ২.১৭ কেজি	ইউরিয়া
	= ৪.৭৬ কেজি	এমোনিয়াম সালফেট
	= ৫.৫৫ কেজি	ডিএপি
১ কেজি ফসফরাস	= ১২.৫০ কেজি	এসএসপি
	= ৫.০০ কেজি	টিএসপি/ডিএপি
১ কেজি পটাশিয়াম	= ২.০০ কেজি	এমওপি
	= ২.৩০ কেজি	সালফেট অব পটাশ
১ কেজি দস্তা	= ২.৭৮ কেজি	জিঙ্ক সালফেট
১ কেজি সালফার	= ৫.৫ কেজি	জিপসাম
১ কেজি বোরন	= ৫.৮৮ কেজি	বরিক এসিড

জৈব সারে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ (শতকরা)

জৈব সার	অর্দ্রতা	এন	পি	কে
গোবর	১৫-২০	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৫
খামারজাত সার	১৫-২০	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৯
মুরগির বিষ্ঠা	১২-১৫	১.৬	১.৫	০.৮৫
কম্পোস্ট (সাধারণ)	১৪-১৮	০.৪-০.৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০
কম্পোস্ট (শহর)	১৪-১৮	০.৫-০.৮	০.৪-০.৬	০.৮-১.০
কচুরিপানা কম্পোস্ট	১৫-২০	৩.০	২.০	৩.০
বায়োস্লারি (গোবর)	১২-১৫	১.৩০	২.৮	০.৮
বায়োস্লারি (মুরগির বিষ্ঠা)	৮-১২	২.৭	৩.৩	০.৮
প্রেসমাড	১৫-২০	১.০	২.০	২.২
সরিষার খৈল	১২-১৫	৫.০	১.৮	১.২
ভিসি খৈল	১২-১৫	৫.৫	১.৪	১.২
তিল খৈল	১৫-১.৫	৬.২	২.০	১.২
চীনাবাদাম খৈল	১২-১৫	৭.০	১.৫	১.৩
হাড়ের গুঁড়া	৮.০	৩.৫	৯.০	০.২
শুকনা রক্ত	৮-১০	১১.০	১.১	০.৭
গুঁটকি গুঁড়া	৮-১০	৭.০০	৩.৫০	১.০
সবুজ সার				
ধৈষগ	৮০	০.৭	০.৪	০.৪
মুগডাল	৭০	০.৮	০.২	০.৫
মাসকলাই	৭০	০.৮	০.২	০.৫
অড়হর	৭০	০.৭	০.১৫	০.৫
কুসুমফুল	৭০	০.৭	০.১২	০.৫
ধানের খড়	৮	০.৫	০.৩	১.২
গমের খড়	৭	০.৬	০.৩	০.৮
আখের পাতা	৬	০.৪	০.৩	০.৮

তথ্য সূত্র : বিএআরসি-২০১৩

গাছ একটি আমানত
পরিবারের রক্ষা কবচ

বিভিন্ন সময়ে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ

(মে. টন)

বছর	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এমওপি	জিৎসাম	জিৎক	এএসপি	অন্যান্য	এনপিকেএস	মোট
১৯৯২-৯৩	১৫৪৭৪০৭	৪০৭০০২	২০১০	১১৯৮২৮	১২৬০৮৩	১০৮১৪০	৭২২	৪৯৯২	-	-	২৩১৬১৮৪
১৯৯৩-৯৪	১৫৭৮৯৫৫	২৩৪১৮৫	২৮৬৭৫	১৭০৬০৮	১০৩৮৭৫	৮৬০৫১	৫২০০	১০০৩৬	৯৭	-	২২১৭৬৮২
১৯৯৪-৯৫	১৭৪৮৪৫৯	১২২৯৪৭	১৮৩৭	৫৩৩৪৮৫	১৫৪২৪০	৭৭১৬১	-	২৪৯১	-	-	২৬৪০৬২০
১৯৯৫-৯৬	২০৪৫৫৩৫	১১১০৯৫	-	৫৯৬৮৮১	১৫৫৮৮১	১০৩৫৭৭	১০২৯	৮৬৯২	-	-	৩০২২৬৯০
১৯৯৬-৯৭	২১১৯৮৮৩	৭২৬২৯	-	৫২৫২৮৫	২১৯৩০২	৮৬৬১১	১১৬১	১১৬৯২	-	-	৩০৩৬৫৬৩
১৯৯৭-৯৮	১৭৯৯২৩৬	৫৭২০৫	৫৭৭৮	৪৫০৩৬৪	১৯০৬৮৩	১০৬৩৬২	৬৩৭	৮৪৬১	-	-	২৬১৮৭২৬
১৯৯৮-৯৯	১৯০২০২৪	১৭০২৪৭	৩৮৬৩৩	৩৬২৩৭০	২১০৭৪৮	১২৮২১৫	২৬৯	১২৪১৮	-	-	২৮২৪৯২৪
১৯৯৯-০০	১৯২৩২৮১	২২৫৩৫৪	৯৪৯১৭	১৯৭১৯৯	২০৪৬২৩	১৫৮০৪৪	৯০৪	২২১০০	-	-	২৮২৬৪২২
২০০০-০১	২১২১০৯৬	৩৯৯৪২৮	৯০০৭৭	১৩৮৫৮৮	১২৩৭৮৮	১০২২৬০	৩০০৬	১৩০২০	-	-	২৯৯১২৬৪
২০০১-০২	২২৪৭৪২২	৪০১৪৬৪	১২৭০৩৩	১২৭১২৩	২৩৩২৪৯	১১৫৫৭৮	২৩৮	২০০৮৩	-	-	১২৮৭৬
২০০২-০৩	২২৪৭০০০	৩৭৫১৩০	১২২০১০	১৩২৫২৭	২৭০৬২০	১৫০৫২০	৫০০০	১০০০০	-	-	৩৩৩৮৮০৭
২০০৩-০৪	২৩২৪০৮০	৩৬১০০০	৯০০০০	১৪৮০০০	২৪০০০০	১৪০০০০	৭০০০	৯০০০	-	-	৪৫০০০
২০০৪-০৫	২৫২৩৩৯৫	৪২০০২৯	১৪০৭১৮	১৭০৯৩১	২৬০৩৮৫	১৩৫৭০৪	৮০০০	৫৫৯২	-	-	৯০০০০
২০০৫-০৬	২৪৫১৩৭০	৪৩৬৪৭০	১৪৫০০০	১৩০৩৯০	২৯০৬৭০	১০৪৯৫০	৭৫০০	৬৩২০	-	-	১১০০০০
২০০৬-০৭	২৫৭৫০০০	৩৪০০০০	১১৫০০০	১২২০০০	২৩০০০০	৭২০০০	২৬০০০	৬০০০	-	-	১২৫০০০
২০০৭-০৮	২৬৮৫০০০	৩৮০০০০	২৪০০০০	১০০০০০	৩৮০০০০	১৬০০০০	৪৫০০০	-	-	-	১০০০০০
২০০৮-০৯	২৪০০০০০	২০০০০০	৫০০০০	২৫০০০	১৫০০০০	১০০০০০	৩০০০০	-	-	-	৫০০০০
২০০৯-১০	২৩০০০০০	৩০০০০০	৯০০০০	-	২১০০০০	১০০০০০	৩২০০০	-	-	-	১,০২,০০০
২০১০-১১	২৫৪০০০০	৪৩৫০০০	২৪০০০০	-	৩৬৫০০০	১০৫০০০	৩৮০০০	-	৭০০০	৭২০০০	৩৮০২০০০
২০১১-১২	২২৯৩০০০	৬৭৮০০০	৪০৯০০০	-	৬১৩০০০	১,৪০,০০০	৪৫০০০	-	৩০০০০	২৫০০০	৪২৩০,০০০
২০১২-১৩	২২৪৭০০০	৫৯৬০০০	৪৫১০০০	-	৬১৫০০০	১৮৫০০০	৪৮০০০	-	৪৫০০০	২৪০০০	৪২১১০০০
২০১৩-১৪	২৪২১০০০	৪৮৬০০০	৪,০০,০০০	-	৪৭৭০০০	১২৬০০০	৪২০০০	-	১৬০০০	২৭০০০	৩৯,৯৫,০০০
২০১৪-১৫	২৬৩৮০০০	৭২২০০০	৫৯৭০০০	-	৬৪০০০০	১২২০০০	৩৯০০০	-	১৬০০০	২৭০০০	৪৮০১০০০
২০১৫-২০১৬	২২৬৯২২৬	৫৮৫১০৭	৫১৬১১৬	-	৫৭৯৮২৩	২৮৬২৮১	৬২৭৮৫	-	-	৪৭১৩৭	৪৩৪৬৪৭৫

মাঠ ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

জমি : লাখ হেক্টর; উৎপাদন : লাখ মেট্রিক টন, ফলন : মেট্রিক টন/ হেক্টর; পাট ও তুলার ক্ষেত্রে : লাখ বেল

ক্রম	ফসলের নাম	২০১৫-১৬			২০১৬-১৭			২০১৬-১৭		
		আবাদ লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			অগ্রগতি (ডিএই)					
		জমি লাখ হেক্টর	উৎপাদন লাখ মে. টন	ফলন মে. টন/ হে.	জমি লাখ হে.	উৎপাদন লাখ মে. টন	ফলন মে. টন/ হে.	জমি লাখ হে.	উৎপাদন লাখ মে. টন	ফলন মে. টন/ হে.
১(ক)	আউশ									
	হাইব্রিড	০.৫০৩	১.৭৫০	৩.৬২০	০.৫৫০	১.৬৩০	২.৯৬৪	০.৩৬৯		
	উফশী	৭.৮১১	২০.২৮০	২.৬২০	২০.২৯০	২.৫২০	৭.৩৬৮	৭.৩৬৮		
	স্থানীয়	১.৯৩৯	২.৬৫০	১.৩৯০	২.২০০	২.৮৬০	১.৩০০	১.৬৭৮		
	মোট আউশ	১০.২৫০	২৪.৬৮০	২.৪৪০	১০.৮০০	২৪.৭৮০	২.২৯৪	৯.৪১৫		
১(খ)	রোপা আমন									
	হাইব্রিড	০.৭৮৮	২.৬০০	৩.৩০০	০.৭৮৮	২.৬০০	৩.৩০০	০.৯২৮		
	উফশী	৪০.৮৮০	১১১.১১২	২.৭১৮	৪০.৮৮০	১১১.১১২	২.৭১৮	৪২.৬০৩		
	স্থানীয়	১০.৯৪৫	১৮.২৭৮	১.৬৭০	১০.৯৪৫	১৮.২৭৮	১.৬৭০	১০.২৭৩		
	মোট রোপা আমন	৫২.৬১৩	১৩১.৯৯০	২.৫০৯	৫২.৬১৩	১৩১.৯৯০	২.৫০৯	৫৩.৮৩০		
	বোনা আমন	৩.২৯১	৩.৯২০	১.১৯২	২.৯০০	৩.৪৫০	১.১৯০	৩.১০০		
	মোট আমন	৫৫.৯০৪	১৩৫.৯১৪	২.৪৩১	৫৫.৫১৩	১৩৫.৪৪০	২.৪৪০	৫৬.৮৮১		
১(গ)	বোরো	লক্ষ্যমাত্রা								
	হাইব্রিড	৭.০১৩	৩৩.৯৮৯	৪.৮৫০						
	উফশী	৩৯.১৮০	১৫৫.০৯২	৩.৯৬০						
	স্থানীয়	০.৬৫৮	০.৯৩০	১.৪১০						
	মোট বোরো	৪৬.৮৫১	০.৬৫৮	৪.০৬০						
ধানের মোট জমি ও চাল :										
২	গম	৪.৮৯০	১৩.৫৫০	২.৭৮০						
৩	ভুট্টা (রবি)	৩.২৩৫	২৩.১৬০	৭.১৬০						
	ভুট্টা (খরিফ)	০.৭২০	৪.৪২৮	৬.১৫০	০.৭২০	৪.৩৯০	৬.১০০	০.৮১০	৫.০২২	৬.২০০
	মোট ভুট্টা	৩.৯৫৫	২৭.৫৯০	৬.৯৭৬	০.৭২০	৪.৩৯০	৬.১০০			
৪	আলু	৪.৯৬৩	১০৩.০৪০	২০.৭৭০						
৫	মিষ্টিআলু	৪.৪৩১	৭.২৯০	১৬.৯১০						
৬	ইক্ষু (মিলবহির্ভূত)	০.৩২১								

ক্রম	ফসলের নাম	২০১৫-১৬			২০১৬-১৭			২০১৬-১৭		
		আবাদ লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			অগ্রগতি (ডিএই)					
		জমি লাখ হেক্টর	উৎপাদন লাখ মে. টন	ফলন মে. টন/ হে.	জমি লাখ হে.	উৎপাদন লাখ মে. টন	ফলন মে. টন/ হে.	জমি লাখ হে.	উৎপাদন লাখ মে. টন	ফলন মে. টন/ হে.
৭	পাট (দেশী)	০.৪৫০	৩.৯৮০	৮.৮৫০	০.৫০০	৪.৬৩০	৯.২৬০	০.৪৬৩		
	পাট (তোষা)	৬.৪৫১	৬৮.৮৫০	১০.৬৭০	৬.৪০০	৭০.৭২০	১১.০৫০	৭.২৮৫		
	পাট-মেন্টা-কেনাফ	০.৩৫৬	২.৭৭০	৭.৭৬০	০.৩১০	২.৬০০	৮.৪২০	০.৪২৬		
	মোট পাট	৭.২৫৭	৭৫.৬০০	১০.৪২০	৭.২১০	৭৭.৯৫০	১০.৮১০	৮.১৭৪		
৮	সবজি (রবি)	৫.২৭৮	১০৭.৩০০	২০.৩২৯						
	সবজি (খরিফ)	৩.০৩৯	৪৫.৩৪০	১৪.৯২০	৩.০০০	৪৫.০০০	১৫.০০০	৩.০৭৪	৪৬.৩৫৬	১৫.০৮০
	মোট সবজি	৮.৩১৭	১৫২.৬৪০	১৮.৩৫৩						
তেল জাতীয় ফসল										
৯	সরিষা	৫.৮১০	৭.০৩০	১.২১০						
১০	চীনাবাদাম (রবি)	০.৭৫০	১.২০০	১.৬০০						
	চীনাবাদাম (খরিফ)	০.০৭৪	০.১২০	১.৬১০	০.০৭০	০.১১০	১.৫৭০	০.০৭৯	০.১৩০	১.৬৫০
	মোট চীনাবাদাম :	০.৮২৪	১.৩১৯	১.৬০০						
১১	তিসি	০.০৪৪	০.০৪০	০.৯৫০						
	তিল (রবি)	০.১০১	০.১০৬	১.০৫০						
	তিল (খরিফ)	০.৯২১	০.৯৩০	১.০১০	০.৯৩০	০.৯৩০	১.০০০	০.৮০৬	০.৮২২	১.০২০
	মোট তিল	১.০২২	১.০৩৬	১.০১০						
১২	সয়াবিন	০.৮০৪	০.১৫২	১.১৮০						
	সূর্যমুখী	০.০২৬	০.৪৫০	১.৭৪০						
	মোট তেল	৮.৫৩০	১০.০২৭	১.১৭৫						
ডাল জাতীয় ফসল										
১৩	মসুর	২.৪৯৩	২.৬৯০	১.০৮০						
১৪	ছোলা	০.০৫৮	০.৬৮০	১.১৮০						
১৫	মুগ (রবি)	১.৫২৯	১.৬০৫	১.০৫০						
	মুগ (খরিফ)	০.৫২৮	০.৬৫০	১.২৩১	০.৫৫০	০.৬৯০	১.২৫০	০.৪৯৪	০.৫৮২	১.১৮০
	মোট মুগ	২.০৫৭	২.২৫৫	১.১০০						
১৬	মাসকলাই	০.৬৮৭	০.৬৩১	১.০২০						
১৭	খেসারি	২.৯৫১	৩.০৬৯	১.০৪০						
১৮	মটর	০.১০৭	০.১৩১	১.২৩০						
১৯	অড়হর	০.০০৫	০.০০৫	১.১২০						
২০	ফেলন	০.৪৯৯	০.৫৯০	১.১৯০						
	মোট ডাল	৮.৮৫৭	১০.০৫১	১.১৩৫						

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০১৫-১৬			২০১৬-১৭			২০১৬-১৭		
					আবাদ লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			অগ্রগতি (ডিএই)		
		জমি	উৎপাদন	ফলন	জমি	উৎপাদন	ফলন	জমি	উৎপাদন	ফলন
লাখ হেক্টর	লাখ মে. টন	মে. টন/ হে.	লাখ হে.	লাখ মে. টন	মে. টন/ হে.	লাখ হে.	লাখ মে. টন	মে. টন/ হে.		
মসলা জাতীয় ফসল										
২১	পেঁয়াজ	২.১৬২	২১.৩০০	৯.৮৫০						
২২	রসুন	০.৭৬১	৫.১২৭	৬.৭৪০						
২৩	ধনিয়া	০.৪৮৪	৬১০.০০০	১.২৬০						
২৪	মরিচ (রবি) শুকনা	১.৪২৫	২.২৬৫	১.৫৮৯						
	মরিচ (খরিফ) শুকনা	০.৩৯৮	০.৬৬৮	১.৮৩৪	০.৩৮০	০.৬৯৯	১.৮৪০	০.৩৫৬	০.৬৬৫	
	মোট মরিচ	১.৮২৩	২.৯৩৩	১.৬১০						
২৫	আদা	০.১৭৭	২.১৮৭	১২.৩৮০	০.২০০	২.৫৫৪	১২.৮০০	০.১৮০		
২৬	হলুদ	০.৪৪৬	১.৬৪৩	৩.৬৮০	০.৪৪০	১.৭৬০	৪.০০০	০.৪২৮		
২৭	তুলা	০.০৬০	০.১৮৫	৩.০৬০						
*বিঃদ্র: কোনো কোনো ফসল এক অর্থবছরে রোপণ/বপন করে পরবর্তী অর্থ বছরে কর্তন করা হয় (যেমন- আউশ, বোনা আমন, পাট, আখ, আদা, হলুদ)										

তথ্য সূত্র : সরেজমিন উইং, ডিএই-২০১৬

এসো ভাই দেশ গড়ি
তুলা চাষ বৃদ্ধি করি

ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের বৈশিষ্ট্য, ১৯৭০-২০১৬

ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) ^১	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (মে. টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
বিআর১ (চান্দিনা)	বোরো	৮৮	১৫০	চাল খাটো, মোটা	৫.৫	১৯৭০
	আউশ	৮৮	১২০		৪.০	
বিআর২ (মালা)	বোরো	১২০	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০	১৯৭১
	আউশ	১২০	১২৫		৪.০	
বিআর৩ (বিপ্লব)	বোরো	৯৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা ও	৬.৫	১৯৭৩
	আউশ	১০০	১৩০	পেটে সাদা দাগ আছে	৪.০	
	আমন	১০০	১৪৫		৪.০	
বিআর৪ (ত্রিশাইল)	আমন	১২৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৭৫
বিআর৫ (দুলাভোগ)	আমন	১২০	১৫০	চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি	৩.০	১৯৭৬
বিআর৬	বোরো	১০০	১৪০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৪.৫	১৯৭৭
	আউশ	১১৩	১১০		৩.৫	
বিআর৭ (ব্রি বালাম)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন	৪.৫	১৯৭৭
	আউশ	১২৫	১৩০		৩.৫	
বিআর৮ (আশা)	বোরো	১২৫	১৬০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে	৬.০	১৯৭৮
	আউশ	১২৫	১২৫	দাগ আছে এবং শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী	৫.০	
বিআর৯ (সুফলা)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা	৬.০	১৯৭৮
	আউশ	১২৫	১২০	ও সাদা এবং শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী	৫.০	
বিআর১০ (প্রগতি)	আমন	১১৫	১৫০	চাল মাঝারি চিকন	৫.৫	১৯৮০
বিআর১১ (মুক্তা)	আমন	১১৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা	৫.৫	১৯৮০
বিআর১২ (ময়না)	বোরো	১০৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৫	১৯৮৩
	আউশ	১০৫	১৩০		৪.৫	
বিআর১৪ (গাজী)	বোরো	১২০	১৬০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.০	১৯৮৩
	আউশ	১২০	১২০		৫.০	
বিআর১৫ (মোহিনী)	বোরো	৯০	১৬৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.৫	১৯৮৩
	আউশ	১০০	১২৫		৫.০	
বিআর১৬ (শাহীবালাম)	বোরো	৯০	১৬৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৬.০	১৯৮৩
	আউশ	১১০	১৩০		৫.০	
বিআর১৭ (হাসি)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫

বিআর১৮ (শাহজালাল) বোরো	১১৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫	
বিআর১৯ (মঙ্গল) বোরো	১১০	১৭০	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫	
বিআর২০ (নিজামী)* আউশ	১২০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৮৬	
বিআর২১ (নিয়ামত)* আউশ	১০০	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযোগ্য	৩.০	১৯৮৬	
বিআর২২ (কিরণ)** আমন	১২৫	১৫০	চাল খাটো, মোটা ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.০	১৯৮৮	
বিআর২৩ (দিশারী)** আমন	১২০	১৫০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.৫	১৯৮৮	
বিআর২৪ (রহমত)* আউশ	১০৫	১০৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৯২	
বিআর২৫ (নয়াপাজাম) আমন	১৩৮	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	৪.৫	১৯৯২	
বিআর২৬ (শ্রাবণী) আউশ	১১৫	১১৫	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং অ্যামাইলোজ কম	৪.০	১৯৯৩	
ব্রি ধান২৭	আউশ	১৪০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী	৪.০	১৯৯৪
ব্রি ধান২৮	বোরো	৯০	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৬.০	১৯৯৪
ব্রি ধান২৯	বোরো	৯৫	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৭.৫	১৯৯৪
ব্রি ধান৩০	আমন	১২০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩১	আমন	১১৫	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩২	আমন	১২০	১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩৩	আমন	১০০	১১৮	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে এবং আগাম জাত	৪.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৪	আমন	১১৭	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৫	বোরো	১০৫	১৫৫	চাল খাটো, মোটা এবং বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী	৫.০	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৬	বোরো	৯০	১৪০	চাল লম্বা, চিকন এবং ঠাণ্ডাসহিষ্ণু	৫.০	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৭	আমন	১২৫	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৮	আমন	১২৫	১৪০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৯	আমন	১০৬	১২২	চাল লম্বা ও চিকন	৪.৫	১৯৯৯
ব্রি ধান৪০	আমন	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০০৩

ব্রি ধান৪১	আমন	১১৫	১৪৮	চাল লম্বাটে মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০০৩
ব্রি ধান৪২***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা ও খরাসহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৩***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা এবং খরাসহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৪	আমন	১৩০	১৪৫	চাল মোটা ও উপকূলীয় অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী	৫.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৫	বোরো	১০০	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৬**	আমন	১০৫	১৫০	চাল মাঝারি মোটা, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য	৪.৭	২০০৭
ব্রি ধান৪৭	বোরো	১০৫	১৫২	চাল মাঝারি মোটা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৬ ডিএস/মিটার লবণাক্ততা সহনশীল	৬.০	২০০৭
ব্রি ধান৪৮	আউশ	১০৫	১১০	চাল মাঝারি মোটা, ভাত বরবরে	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৪৯	আমন	১০০	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, নাইজার-শাইলের মতো এবং বিআর১১ থেকে ৭ দিন আগাম	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি) বোরো	৮২	১৫৫	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা	৬.০	২০০৮
ব্রি ধান৫১	আমন	৯০	১৪২	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা (জলমগ্ন না হলে) এবং জলমগ্ন সহনশীল (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫২	আমন	১১৬	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও জলমগ্ন (জলমগ্ন না হলে)	৫.০	২০১০
ব্রি ধান৫৩	আমন	১০৫	১২৫	চাল মাঝারি চিকন, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৪	আমন	১১৫	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৫	বোরো	১০০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন ও লম্বা, মধ্যম মানের লবণ, খরা ও ঠাণ্ডা সহনশীল	৭.০	২০১১
ব্রি ধান৫৬	আউশ	১০০	১০৫	চাল লম্বা, মোটা ও রঙ সাদা এবং খরা সহনশীল, প্রজনন পর্যায়ে ১৪-২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না	৫.০	২০১১

২৩						
ব্রি ধান৫৭	আমন	১১৫	১০৫	লম্বা, সরু চাল এবং খরা পরিহারকারী, প্রজনন পর্যায়ে ১০-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না	৪.০	২০১১
ব্রি ধান৫৮	বোরো	১০০	১৫৫	দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মতো, তবে সামান্য চিকন	৭.২	২০১২
ব্রি ধান৫৯	বোরো	৮৩	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগপাতা খাঁড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না	৭.১	২০১৩
ব্রি ধান৬০	বোরো	৯৮	১৫১	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা	৭.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬১	বোরো	৯৬	১৫০	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল	৬.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬২	আমন	১০২	১০০	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ এবং আগামজাত	৪.৫	২০১৩
ব্রি ধান৬৩	বোরো	৮৬	১৪৮	চাল বাসমতির মতো চিকন ও লম্বা, অধিক ফলনশীল সরু বালাম ধানের জাত	৭.০	২০১৪
ব্রি ধান৬৪	বোরো	১১০	১৫২	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৪ মিলিগ্রাম/কেজি)	৬.৫	২০১৪
ব্রি ধান ৬৫	আউশ	৮৮	৯৯	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগপাতা খাঁড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না ও খরাসহিষ্ণু	৩.৫	২০১৪
ব্রি ধান৬৬	আমন	১২০	১১৩	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	৪.৫	২০১৪
ব্রি ধান৬৭	বোরো	১০০	১৪৩	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৬.০	২০১৪
ব্রি ধান৬৮	বোরো	৯৭	১৪৯	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগপাতা সবুজ থাকে	৭.৩	২০১৪
ব্রি ধান৬৯	বোরো	১০৫	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগপাতা খাঁড়া প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত	৭.৩	২০১৪
ব্রি ধান৭০	আমন	১২৫	১৩০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি যুক্ত	৫.০	২০১৫
ব্রি ধান৭১	আমন	১০৮	১১৫	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল। খরা কবলিত হলে জাতটির ফলন ৪.০-৪.৫ মে. টন, না হলে ৫.০-৫.৫ মে. টন	৫.৫	২০১৫

২৪						
ব্রি ধান৭২	আমন	১১৬	১২৫	জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত (২২.৮ মিলিগ্রাম/কেজি) যা স্বল্প ইউরিয়া প্রয়োগেও স্বাভাবিক ফলন দিতে সক্ষম। চাল লম্বাটে মোটা ও সাদা, ডিগপাতা চওড়া, ছড়ার ১/২টি দানায় ছোট গুণ্ড থাকে	৬.০	২০১৫
ব্রি ধান৭৩	আমন	১২০	১৩০	চাল মাঝারি চিকন এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল (লবণাক্ততার মাত্রাভেদে ফলন ৩.৫-৬.০ মে. টন)	৩.৫-৬.০	২০১৫
ব্রি ধান৭৪	বোরো	৯৫	১৪৭	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা। প্রতি কেজি চালে ২৪.২ মিলিগ্রাম জিঙ্ক রয়েছে, প্রচলিত জাতের চেয়ে ৮.২ মিলিগ্রাম/কেজি বেশি। এটি একটি মধ্যম মাত্রার ব্লাস্টরোধী জাত	৭.১	২০১৫
ব্রি ধান৭৫	আমন	১১০	১১৭	চাল লম্বা ও চিকন, রান্নার পর হালকা সুগন্ধ পাওয়া যায়, স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন	৫.৫	২০১৬
ব্রি ধান৭৬	আমন	১৪০	১৬৩	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী, ধান পাকার পরও গাছ সহজে হেলে পড়ে না	৫.০	২০১৬
ব্রি ধান৭৭	আমন	১৪০	১৫৫	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী, ধান পাকার পরও গাছ সহজে হেলে পড়ে না	৫.০	২০১৬
ব্রি ধান৭৮	আমন	১২০	১৩৫	জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জলমুগ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত। চারা ও ফুল ফোটা অবস্থায় ডিএস পার মিটার মাত্রা পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫-৪.৭ (৬-৮ ডিএস/মিটার) ৫.০-৫.৫ (৪-৫ ডিএস/মিটার)	২০১৬
ব্রি হাইব্রিড ধান১	বোরো	১১০	১৫৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা	৮.৫	২০০১
ব্রি হাইব্রিড ধান২	বোরো	১০৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৮.০	২০০৮
ব্রি হাইব্রিড ধান৩	বোরো	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৯.০	২০০৯
ব্রি হাইব্রিড ধান৪	আমন	১১২	১১৮	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	৬.৫	২০১০

জীবনকাল বপনের সময়ের ওপর নির্ভর করে কম-বেশি হয়। *বিআর২০, বিআর২১ ও বিআর২৪ বৃষ্টিবহুল এলাকার উপযোগী। **আলোক-সংবেদনশীল। ***ব্রি ধান৪২ এবং ব্রি ধান৪৩ বৃষ্টিবহুল এবং খরাপ্রবণ উভয় অঞ্চলের উপযোগী।

তথ্য সূত্র : ব্রি-২০১৬

বিএআরআইয়ের উদ্ভাবিত জাতের বিবরণী

গম

প্রযুক্তি/ফসল/ জাত	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
			মে. টন/হেক্টর		
বারি গম-১৯ (সৌরভ)	১৯৯৮	রবি	৩.৫-৪.৬	১০২-১১০	কুশির সংখ্যা ৫-৬। পাতা চওড়া এবং হেলানো। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৮টি। দানার রঙ সাদা এবং আকার মাঝারি। হাজার দানার ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা বলসানো রোগ সহনশীল।
বারি গম-২০ (গৌরব)	১৯৯৮	রবি	৩.৬-৪.৮	১০০-১০৮	কুশির সংখ্যা ৫-৬টি। প্রতি শীষে ৪৫-৫০টি দানা থাকে। দানার রঙ সাদা, আকারে মাঝারি, হাজার দানার ওজন ৪০-৪৮ গ্রাম। উপযুক্ত সময় ছাড়াও নারিতে বপন করা যায়। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা বলসানো রোগ সহনশীল।
বারি গম-২১ (শতাব্দী)	২০০০	রবি	৩.৬-৪.৮	১০৮-১১৫	কুশির সংখ্যা ৫-৬টি। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪০-৪৫টি। দানার রঙ সাদা, আকারে মাঝারি। হাজার দানার ওজন ৪৬-৪৮ গ্রাম। পাতার মরিচা রোগ এবং পাতা বলসানো রোগ প্রতিরোধী।
বারি গম-২২ (সুফী)	২০০৫	রবি	৩.৬-৪.৩	১০০-১১০	কুশির সংখ্যা ৪-৫টি। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৫০-৫৫টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে কিছুটা ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৬-৪২ গ্রাম)। পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি তাপসহিষ্ণু ও চিটা প্রতিরোধী। পাউরুটি তৈরির জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
বারি গম-২৩ (বিজয়)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.০	১০৪-১১২	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা (৩৫-৪০টি)। দানার রঙ সাদা, চকচকে, হাজার দানার ওজন ৪৭-৫২ গ্রাম। জাতটি পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। তাপসহিষ্ণু হওয়ায় আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনেও জাতটি ভালো ফলন দিতে সক্ষম। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম-২৪ (প্রদীপ)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.১	১০৪-১১০	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫৫ গ্রাম)। জাতটি পাতা বলসানো রোগ সহনশীল তবে পাতার মরিচা রোগে সংবেদনশীল। পাউরুটি তৈরির জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।

প্রযুক্তি/ফসল/ জাত	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
			মে. টন/হেক্টর		
বারি গম- ২৫	২০১০	রবি	৩.৮-৫.০	১০২-১১০	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতা বলসানো রোগ সহনশীল ও পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপসহিষ্ণু। জাতটি লবণাক্ততাসহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত ৮-১০ মিলিমস/সেমি.) এলাকাসহ দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম- ২৬	২০১০	রবি	৪.০-৫.০	১০৪-১১০	পাঁচ-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। শীষ মাঝারি এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। তাছাড়া কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধে কার্যকর। জাতটি তাপসহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনেও শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ ফলন বেশি দেয়। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম- ২৭	২০১২	রবি	৪.০-৫.৪	১০৬-১১২	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। দেশের সর্বত্র সময়মত আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম-২৮	২০১২	রবি	৪.০-৫.৫	১০২-১০৮	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৩-৪৮ গ্রাম)। জাতটি তাপসহিষ্ণু, পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে প্রায় ১০ দিন আগে পাকে এবং দেরিতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।
বারি গম- ২৯	২০১ ৪	রবি	৪.০-৫.০	১০৫-১১০	তিন-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮গ্রাম)। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) ও পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা বলসানো রোগ সহনশীল। জাতটি খাটো ও কাণ্ড শক্ত থাকায় সহজে হেলে পুড়ে না। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম- ৩০	২০১৪	রবি	৪.৫-৫.৫	১০০-১০৫	চার-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি স্বল্পমেয়াদি, তাপসহিষ্ণু, পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।

প্রযুক্তি/ফসল/জাত	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি ট্রিটিকেলি-১	২০০৯	রবি	বপনের ৪০ দিন পর একবার ঘাস হিসেবে কাটলে হেক্টরপ্রতি ৪.৩-৪.৫ মে. টন দানা এবং ১০-১২ মে. টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়	১০৬-১১২	এ জাতটি থেকে দানা ও সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। জাতটি স্বল্পমেয়াদি, তবে বোনোর ৪০ দিন পর মাটি থেকে সামান্য ওপরে একবার ঘাস কাটলে পাকার সময় ৯-১২ দিন বেশি লাগে। দানার রঙ সাদা ও আকারে বড়। হাজার দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগরোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
বারি ট্রিটিকেলি-২	২০০৯	রবি	বপনের ৪০ দিন পর একবার ঘাস হিসেবে কাটলে হেক্টরপ্রতি ৪.৩-৪.৬ মে. টন দানা এবং ১০-১২ মে. টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়	১১০-১১৬	এ জাতটি থেকে দানা ও সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। বপনের ৪০ দিন বয়সে মাটি থেকে সামান্য ওপরে গাছ কেটে নিলে সবুজ ঘাস পাওয়া যায় এবং গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং যথারীতি পাকার পর দানা পাওয়া যায়। দানা লালচে এবং আকারে মাঝারি। হাজার দানার ওজন ৩৮-৪২ গ্রাম। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি., কাণ্ড শক্ত এবং সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি পাতার মরিচা ও দাগ রোগ প্রতিরোধী।

ভুট্টা

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
গুহ্রা	১৯৮৬	রবি	৪.৫-৫.৫	১৩৫-১৪৫	দানা সাদা, সেমিফ্লিন্ট।
বর্ণালী	১৯৮৬	রবি	৫.৫-৬.০	১৪০-১৪৫	দানা সোনালি হলুদ, সেমিফ্লিন্ট।
খৈ ভুট্টা	১৯৮৬	রবি	৩.৫-৪.০	১২৫-১৩০	দানা উজ্জ্বল হলুদ, ফ্লিন্ট।
মোহর	১৯৯১	রবি	৫.০-৫.৫	১৩৫-১৪৫	দানা উজ্জ্বল হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি ভুট্টা -৫	১৯৯৮	রবি	৫.০-৫.৫	১৪৫-১৫৫	দানা উজ্জ্বল হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি ভুট্টা -৬	১৯৯৮	রবি	৬.৫-৭.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, সেমিফ্লিন্ট।
বারি ভুট্টা -৭	২০০২	রবি	৬.৫-৭.৫	১৪৫-১৫৫	দানা হলুদ, ডেন্ট।
বারি মিষ্টি ভুট্টা-১	২০০২	রবি	১০.০-১০.৫	১১৫-১২০ (কাঁচা মোচা)	পরিপক্ব দানা হলুদ, সংকুচিত।
বারি ব্রস হাইব্রিড ভুট্টা -১	২০০২	রবি	৮.৫-৯.৫	১৪০-১৫০	দানা কমলা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -২	২০০২	রবি	৮.০-৯.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, সেমিফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৩	২০০২	রবি	৯.৫-১০.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৪	২০০২	রবি	৭.৫-৮.৫	১৪০-১৪৫	দানা কমলা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৫	২০০৪	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫	দানা কমলা হলুদ, ফ্লিন্ট (কিউ পি এম জাত)।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৬	২০০৬	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫	দানা হালকা হলুদ, সেমিফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৭	২০০৬	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪০-১৪৫	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৮	২০০৭	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৯	২০০৭	রবি	১১.৫-১২.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -১০	২০০৯	রবি	১০.০-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা -১১	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৫০-১৫৫	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি বেবী কর্ণ -১	২০১৩	রবি	১.২৭-১.৩০ (খোসা বিহীন)	৮৫-১০০	প্রতি গাছে দুইটি মোচা।

কাউন

তিতাস	১৯৮৯	রবি/খরিক	২.০-২.৫	৯০-১১০	উচ্চফলনশীল
বারি কাউন-২	২০০১	রবি/খরিক	২.৭৫-৩.০	১২০-১২৫	উচ্চফলনশীল
বারি কাউন-৩	২০০১	রবি/খরিক	২.৫-৩.০০	১২০-১২৫	খাটো জাত

চিনা

ভুয়ার	১৯৮৯	রবি	২.৫-৩.০	৯০-৯৫	আগাম জাত
--------	------	-----	---------	-------	----------

বার্লি

বারি বার্লি-১	১৯৯৪	রবি	২.০-২.৫	১০৮-১১২	দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-২	১৯৯৪	রবি	২.০-২.২	১১০-১১৫	দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৩	২০০১	রবি	২.২-২.৫	৯৫-১০০	দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৪	২০০১	রবি	১.৭৫-২.০	৯৫-১০০	লবণাক্ততাসহিষ্ণু
বারি বার্লি-৫	২০০৫	রবি	২.৫-৩.০	৯৫-৯৮	আগাম জাত
বারি বার্লি-৬	২০০৫	রবি	২.৫-২.৭৫	৯৮-১০২	দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৭	২০১৫	রবি	২.২-২.৫	৯০-১০৫	লবণাক্ততাসহিষ্ণু (b ds/m) ও দানা খোসামুক্ত

হোলা

ডাল ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
নবীন	১৯৮৭	রবি	১.৭-১.৮	১১৫-১২০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছের রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা সবুজ। গাছগুলো খাঁড়া এবং ৬৫-৭০ সেমি. উঁচু হয়। বীজের রঙ মসৃণ ও উজ্জ্বল। এ জাতের বৈশিষ্ট্য হলো বীজ প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০-৩৫ ভাগ বড়।
বারি হোলা-২	১৯৯৩	রবি	১.৮-১.৯	১২০-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির, উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি.। গাছের রঙ সবুজ, বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে ৪০-৫০% বড়। ১০০ বীজের ওজন ১৫-১৬ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেষ্টিংস প্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি ছোলা-৩	১৯৯৩	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	এ জাতের গাছ খাঁড়া প্রকৃতির। গাছের রঙ হালকা সবুজ। পত্রফলকগুলো বেশ বড় এবং ডগা সতেজ। বীজের আকার প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ বড় এবং অনুমোদিত জাত নবীনের চেয়ে ৪০-৪৫ ভাগ বড়। ১০০ বীজের ওজন ১৮/১৯ গ্রাম। এ জাত বরেন্দ্র অঞ্চলে চাষাবাদ করার জন্য বেশ উপযোগী।
বারি ছোলা-৪	১৯৯৬	রবি	১.৭-১.৮	১২০-১২৫ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একই বৃক্ষে দুটি ফুল ও ফল ধরে। তবে সব বৃক্ষেই দুটি ফুল ও ফল হয় না। গাছ মাঝারি খাঁড়া প্রকৃতির। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের। কাণ্ডে খয়েরি রঙ এর পিগমেন্টেশন দেখা যায়। বীজ দুই পাশে সামান্য চ্যাপ্টা, গা মসৃণ, রঙ হালকা বাদামি।
বারি ছোলা-৫	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির, উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি.। গাছের রঙ হালকা সবুজ, বীজের আকার ছোট ধূসর বাদামি বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১১.৫ গ্রাম।
বারি ছোলা-৬	১৯৯৬	রবি	১.৮-২.০	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির, উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি. পত্র ফলকগুলো মাঝারি আকারের, বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি বা মসৃণ, রঙ উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১৭-১৮ গ্রাম।
বারি ছোলা-৭	১৯৯৮	রবি	২.৫-২.৮	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি. গাছের আকার কিছুটা গোলাকৃতি বা মসৃণ, রঙ উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১৭-১৮ গ্রাম।
বারি ছোলা-৮	১৯৯৮	রবি	১.৫০-১.৬০	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	কার্বুলি টাইপ, গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি. পত্র ফলকগুলো বড় আকারের। বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি বা মসৃণ, রঙ সাদা। ১০০ বীজের ওজন ২৬.৭-২৭.০ গ্রাম।
বারি ছোলা-৯	২০১১	রবি	১.৫০-২.৫	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি. গাছের কাণ্ড খাঁড়া প্রকৃতির। ১০০ বীজের ওজন ১৮-২২ গ্রাম।

মসুর

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেষ্টিংস প্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
উৎফলা	১৯৯১	রবি	১.৭-১.৮	১০৫-১১০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	কাণ্ডে কোনো প্রকার রঙ দেখা যায় না। গাছের আকৃতি মধ্যম ও উপরিভাগ লতানো হয় না। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ এবং সূক্ষ্ম টেক্সট্রাল যুক্ত। কাণ্ড হালকা সবুজ। ফুলের রঙ সাদা।
বারি মসুর-২	১৯৯৩	রবি	১.৭-১.৮	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	কাণ্ডে কোনো প্রকার রঙ দেখা যায় না। গাছের আকৃতি মধ্যম ও গাছের উপরিভাগ সামান্য লতানো হয় এবং পত্রাংশগুলোতে সরু টেক্সট্রাল থাকে। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ড হালকা সবুজ এবং ফুল সাদা রঙের হয়। মরিচা ও বলসে যাওয়া রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৩	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	কাণ্ডে গোড়ার অংশে খয়েরি পিগমেন্ট আছে। পাতার রঙ সবুজ ও ফুলের রঙ সাদা। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৪	১৯৯৬	রবি	১.৯-২.০	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	গাছের রঙ হালকা সবুজ। বীজের আকার স্থানীয় জাত থেকে বড় ও চ্যাপ্টা ধরনের। ফুলের রঙ সাদা। বীজের রঙ লালচে বাদামি। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৫	২০০৬	রবি	২.০-২.২	১১০-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	পাতা ও গাছের রঙ সবুজ, পাতার অগ্রভাগে ছোট আকারের টেক্সট্রাল থাকে, বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, বীজের রঙ লালচে বাদামি। ১০০০ বীজের ওজন ২২.০-২৩.০ গ্রাম।

বারি মসুর-৬	২০০৬	রবি	২.০-২.৩	১১০-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, পাতার অগ্রভাগে ছোট আকারের টেক্সট্রাল থাকে না, উচ্চতা ৩৫-৪০ সেমি, হয়ে থাকে। বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, বীজের রঙ লালচে বাদামি। ১০০০ বীজের ওজন ২২.০-২৩.০ গ্রাম।
বারি মসুর-৭	২০১১	রবি	১.৬০-২.২	১১৫-১২০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	গাছের উচ্চতা ৪৫-৫৫ সেমি.। বীজের আকার বড়, বীজের রঙ লালচে বাদামি। ১০০০ বীজের ওজন ২৩.০-২৫.০ গ্রাম।
বারি মসুর-৮	২০১৫	রবি	২.২-২.৩	১১৫-১২০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ)	গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি.। বীজের আকার বড়, বীজের রঙ লালচে বাদামি। ১০০০ বীজের ওজন ২২.০-২৩.০ গ্রাম। দেরিতে বপনযোগ্য।

খেসারি

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেষ্টিংস প্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি খেসারি-১	১৯৯৩	রবি	১.৪-১.৬	১২৫-১৩০ (নভেম্বর-মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি., ফুল বড় এবং গাঢ় নীল, পাপড়ির শিরা খুব স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত ফুলের রঙ সামান্য লাল পরিলক্ষিত হয়। ১০০ বীজের ওজন ৬.৬ গ্রাম।
বারি খেসারি - ২	১৯৯৬	রবি	১.৫০-২.০	১২৫-১৩০ (নভেম্বর-মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি., এই জাতটির ফুল বড় এবং গাঢ় নীল, এর পাপড়ির শিরা খুব স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত ফুলের রঙ সামান্য লাল পরিলক্ষিত হয় এবং শেষ পত্রাংশটি পরিবর্তিত হয়ে টেক্সট্রলে পরিণত হয়। ওডাপ (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৬%। ১০০ বীজের ওজন ৭.১ গ্রাম।
বারি খেসারি- ৩	২০১১	রবি	১.৫-১.৭	১৩০-১৩৫ (নভেম্বর-মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৬২-৬৫ সেমি.। প্রতি গাছে কাণ্ডের সংখ্যা ৩৫-৩৭টি। ১০০০ বীজের ওজন ৫৩-৫৮ গ্রাম। ওডাপ (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৪%। ১০০ বীজের ওজন ৭.৮ গ্রাম।
বারি খেসারি- ৪	২০১৪	রবি	০.৭২-১.০৮	১১৪-১১৭	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭০ সেমি.। পরিপকু অবস্থায় বেশ বোপাগো হয়। পাতা হালকা সবুজ এবং পত্রাংশগুলো বেশ ছোট হয়। প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ১৭-২৩টি। পডগুলো একটু লম্বাকৃতির।

মুগ

বারি মুগ-৩	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩ ১.৩-১.৪ ১.০-১.১	৬০-৬৫	গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি., বীজের রঙ বাদামি সবুজ ও মসৃণ বর্ণের, সারকোম্পোরা ও হলুদ মৌজাইক রোগ সহনশীল এবং দিন নিরপেক্ষ। ১০০০ বীজের ওজন ২৯.৪০ গ্রাম।
বারি মুগ-৪	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৩-১.৪ ১.৪-১.৫ ১.২-১.৩	৬০-৬৫	গাছের উচ্চতা ৫২-৫৭ সেমি.। বীজের রঙ হালকা সবুজ ও মসৃণ, সারকোম্পোরা ও হলুদ মৌজাইক রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ। ১০০০ বীজের ওজন ৩১.৯০ গ্রাম।
বারি মুগ-৫	১৯৯৭	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৭-১.৮ ২.০-২.১ ১.৫-১.৬	৫৫-৬০	গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি., বীজের রঙ সবুজ, দানা বড়, সারকোম্পোরা ও হলুদ মৌজাইক রোগ সহনশীল। প্রায় সবগুলো ফল একসঙ্গে পাকে। ১০০০ বীজের ওজন ৪১.৯০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মুগ-৬	২০০৩	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.১ ১.৭-১.৮	৫৫-৫৮	গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি., বীজের রঙ সবুজ ও আকারে অনেক বড়, সারকোম্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল, সবগুলো ফল একসঙ্গে পাকে। ১০০০ বীজের ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম।
বারি মুগ-৭	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.২ ১.৭-১.৮	৬০-৬২	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রতি গাছের পড়ের সংখ্যা ২৫-৩০টি। বীজের রঙ সবুজ ও দানার আকার বড়। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম। সারকোম্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল, সবগুলো ফল প্রায় একসঙ্গে পাকে।
বারি মুগ-৮	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭ ১.৫-১.৬	৬০-৬২	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি., বীজের রঙ সোনালি ও দানার আকার ছোট। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৩২ গ্রাম। সারকোম্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল, সবগুলো ফল প্রায় একসঙ্গে পাকে।
মাসকলাই					
বারি মাস-১	১৯৯০	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭	৭০-৭৫	এ জাতটির প্রধান শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য হলো এর পত্রফলকগুলো আকারে লম্বা হয় এবং মাথা বেশ সরু। প্রচলিত জাতগুলোর মতো এর উপরিভাগ লতানো হয় না। বীজের রঙ কালচে বাদামি ও বীজের আকার বড় (১০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.৯ গ্রাম)। এ গাছের উচ্চতা ৩২-৩৬ সেমি।
বারি মাস-২	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬	৭০-৭৫	গাছের উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি., স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয় না। পাকা ফলের রঙ কালো, ফলগুলো খাঁড়া, ফলের গায়ে লোমশ (Hair) আছে। এ জাতটি দিন নিরপেক্ষ। বীজের রঙ কাল। বংশগতভাবে জাতটি হলুদ ভাইরাস ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল।
বারি মাস-৩	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৬-১.৭ ১.৬-১.৭ ১.৮-১.৯	৭০-৭৫	চারায় খয়েরি পিগমেন্ট আছে। ফল পাকলে কালো হয় এবং ফলের গায়ে ঘন ঝঁড় (Hair) আছে। বীজের রঙ কালচে ধরনের। গাছের উচ্চতা ৩৫-৩৮ সেন্টিমিটার। হলুদ মোজাইক ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ।

ফেলন

বারি ফেলন-১	১৯৯৩	রবি	১.৫-১.৬	১২৫-১৩৫	উচ্চতা ৫০-৭৫ সেমি। গাছের ডগা ও পাতা হালকা সবুজ রঙের, প্রতি গাছে ৪-৮টা শাখা হয়ে থাকে। প্রতি গাছে ১০ থেকে ২০টি পর্বস্ত শিম (Pods) হয়ে থাকে। প্রতিটি পড ১৩ সেমি. থেকে ১৭ সেমি. পর্বস্ত লম্বা হয়ে থাকে। প্রতিটি পডে ১২ থেকে ১৬টি বীজ থাকে। বীজের ওপরের আবরণ ছাই (Grey) রঙের হয়ে থাকে। এ জাতটির ১০০ বীজের ওজন ৯০ থেকে ৯৫ গ্রাম। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা শিম খোসা ছাড়ানোর পর ৭৫-৮০ গ্রাম বীজ পাওয়া যায়।
-------------	------	-----	---------	---------	--

মটর

বারি মটর-১	২০১৩	রবি	১.৫-১.৮	১১০-১১৫	গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেমি। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ১২-২০টি। ১০০ বীজের ওজন ৫-৫.৫ গ্রাম। পাউডারি মিলডিউ রোগ সহনশীল।
বারি মটর-২	২০১৫	রবি	১.০৮-১.১৪	৭৫-৮০	গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৪-৬টি। ১০০০ বীজের ওজন ২৪০-২৫০ গ্রাম। পাউডারি মিলডিউ রোগ সহনশীল।

তেল বীজ ফসল					
জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
সরিষা					
বারি সরিষা-১১	২০০১	রবি	২.০-২.৫	১০৫-১১০	গাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সেমি, পাতা হালকা সবুজ, অমসৃণ, শুটির সংখ্যা ১০০-১৫০টি/গাছ, বীজের রঙ পিঙ্গল বর্ণের, জাতটি খরা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু, পাতা বলসানো রোগ সহনশীল ও অরোবার্থিক প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
বারি সরিষা-১২	২০০১	রবি	১.৪৫-১.৬৫	৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ৬৫-৮০ সেমি। গাছ খাটো, ফুলের পাপড়ি হলুদে, ফল ২ কক্ষবিশিষ্ট, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০টি, বীজের রঙ পিঙ্গল বর্ণের, তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।
বারি সরিষা-১৩	২০০৪	রবি	২.২০-২.৮০	৯০-৯৫	গাছের উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি। পাতা গাঢ় সবুজ, মসৃণ ও লোমহীন। গাছে দীর্ঘদিন ধরে ফুল ধরে, ফুলের পাপড়ির রঙ হলুদ, ফল ২ কক্ষবিশিষ্ট, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ২৮-৩০টি, বীজের রঙ পিঙ্গল, জাতটি কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৩%।
বারি সরিষা-১৪	২০০৬	রবি	১.৪-১.৬	৭৫-৮০	গাছের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি। পাতা হালকা সবুজ, মসৃণ, শুটির সংখ্যা ৮০-১০০ টি/গাছ, ফুলের রঙ হলুদ, বীজের রঙ হলুদ, জাতটি স্বল্পমেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।
বারি সরিষা-১৫	২০০৬	রবি	১.৪-১.৭	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি। পাতা হালকা সবুজ, মসৃণ, শুটির সংখ্যা ৭০-৮০টি/গাছ, ফুলের রঙ সাদা, বীজের রঙ হলুদ, জাতটি স্বল্পমেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।
বারি সরিষা-১৬	২০০৯	রবি	২.২-২.৫	১০৫-১১০	গাছের উচ্চতা ১৭৫-১৯৫ সেমি। পাতা হালকা সবুজ, অমসৃণ শুটির সংখ্যা ১৮০-২০০টি/গাছ, ফুলের রঙ হলুদ, বীজের রঙ পিঙ্গল, পাতা বলসানো রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল ও অরোবার্থিক প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
বারি সরিষা-১৭	২০১৩	রবি	১.৭-১.৮	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৯৫-৯৭ সেমি। পাতা হালকা সবুজ, মসৃণ, শুটির সংখ্যা ৮৫-১০৫ টি/গাছ, ফুলের রঙ হলুদ, বীজের রঙ হলুদ, জাতটি স্বল্পমেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।

তিল

বারি তিল-২	২০০১	খরিফ	১.২০-১.৩০	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ১০০-১২০ সেমি। পাতা হালকা সবুজ, অপেক্ষাকৃত চওড়া বর্ষাকৃতির। ফুলের পাপড়ির রঙ গোলাপি, প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি, বীজের রঙ কালচে।
বারি তিল-৩	২০০১	খরিফ	১.২-১.৪	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। পাতা গাঢ় সবুজ ও অমসৃণ, শাখা ৩-৫টি, ফুলের রঙ হালকা সাদা, শুটির সংখ্যা ৬০-৬৫টি/গাছ, ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, বীজের রঙ লালচে বাদামি তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।
বারি তিল-৪	২০০৯	খরিফ	১.৪-১.৫	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৯০-১২০ সেমি। পাতা গাঢ় সবুজ ও অমসৃণ, ফুলের রঙ গোলাপি সাদা, শুটির সংখ্যা ৮৫-৯০টি/গাছ, অধিকবংশ শুটি ৮ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, বীজের রঙ লালচে বাদামি, কাণ্ডপাতা রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
চীনাবাদাম					
ঝিন্দাবাদাম	১৯৮৮	রবি খরিফ	২.৪-২.৬	১৪৫-১৫৫ ১৩০-১৪০	গাছ খাঁড়া, বীজ মধ্যম চ্যাপ্টা, হালকা বাদামি, বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম/১০০ বাদাম, ২-৪ বীজ/বাদাম, বাদামের খোসা খসখসে ও শক্ত এবং শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট।
বারি চীনাবাদাম-৫	১৯৯৮	রবি খরিফ	২.৭-৩.০ ২.২-২.৫	১৩৫-১৫০ ১১৫-১২৫	গাছ মাঝারি উঁচু, বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম/১০০ বাদাম, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট, সুগুণ্ডা ১০-১৫ দিন।
বারি চীনাবাদাম-৬	১৯৯৮	রবি খরিফ	২.৫-২.৮ ২.০-২.৪	১৩৫-১৫০ ১১৫-১২৫	গাছ মাঝারি উঁচু, বীজ বড়, বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম/১০০ বাদাম, খোসা নরম, মসৃণ ও সাদাটে, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট।

বারি চীনাবাদাম-৭	২০০৪	রবি খরিফ	২.৮-৩.০ ২.০-২.৫	১৩৫-১৫০ ১২০-১৩০	গাছ মাঝারি উঁচু, বীজ বড়, বীজের ওজন ৫৫-৫৮ গ্রাম/১০০ বাদাম, খোসা নরম, মসৃণ ও সাদাটে, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট।
বারি চীনাবাদাম-৮	২০০৬	রবি খরিফ	২.৩-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩৫-১৪০	গাছের উচ্চতা ৩৫-৪২ সেমি, বাদাম গুচ্ছকারে জন্মায়, খোসা মসৃণ, নরম, সাদাটে, প্রতি গাছে বাদামের সংখ্যা ২০-২৫টি বাদাম, বীজের রঙ লালচে, সেলিং হার ৬৫-৭০%, পাতা দাগ রোগ সহনশীল ও শোষক পোকা সহনশীল এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।
বারি চীনাবাদাম-৯	২০১০	রবি খরিফ	২.৩-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩০-১৩৫	গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি, খোসা অমসৃণ, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট, প্রতি গাছে বাদামের সংখ্যা ২২-২৫ টি, বীজের রঙ হালকা বাদামি, সেলিং হার ৬৫-৭০%, বীজে তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।

সয়াবিন

সয়াবিন-৪	১৯৯৪	রবি খরিফ	১.৫-২.২	১২০-২২০ ৮৫-৯৫	গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি, বীজের আকার ছোট, হাজার বীজের ওজন ৬০-৭০ গ্রাম, বীজের রঙ সবুজাভ হলুদ, জাতটি পাতার হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি সয়াবিন-৫	২০০১	রবি খরিফ	১.৬-২.০	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৪০-৬০ সেমি, শত বীজের ওজন ৯-১৪ গ্রাম, বীজের রঙ ক্রিম বর্ণের, জাতটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি সয়াবিন -৬	২০০৯	রবি খরিফ	২.০-২.২ ১.৬-১.৮	১০০-১১০	গাছের উচ্চতা ৩৫-৪২ সেমি, ফুলের রঙ গোলাপি, গুঁটির সংখ্যা ৫০-৫৫ টি/ গাছ, বীজের রঙ ক্রিম বর্ণের, বীজের আকৃতি মাঝারি, জাতটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল, বীজে তেলের পরিমাণ ২০-২১%।
সূর্যমুখী					
কিরণী (ডিএস-১)	১৯৮৪	রবি খরিফ	১.৬-১.৮	১০০-১১০ ৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৯০-১১০ সেমি, বীজ লম্বা ও চ্যেপ্টা, হাজার বীজের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম, বীজের রঙ কালো, প্রতি গাছে একটি করে মাঝারি আকারের পুষ্পস্তবক ধরে, বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%।
বারি সূর্যমুখী-২	২০০৪	রবি খরিফ	২.০-২.৩ ১.৫-১.৮	৯৫-১০০ ৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ১২৫-১৪০ সেমি., পরিপক্ব পুষ্পযুগবী বা মাথার ব্যাস ১৫-১৮ সেমি, প্রতি মাথায় বীজের সংখ্যা ৩৫০-৪৫০টি, বীজের রঙ কালো, বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%।
গর্জন তিল					
শোভা	১৯৮৮	রবি	১.০৫-১.১৫	১০৫-১১০	গাছের উচ্চতা ৬৫-৯৫ সেমি., অনুর্বর মাটিতে চাষ করা যায়, নদীর চরে বেলে মাটিতে আবাদ সম্ভব, বীজ চিকন ও লম্বা, হাজার বীজের ওজন ৩-৪ গ্রাম, ফুলের রঙ গাঢ় ধূসর, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪২%।
তিসি					
নীলা	১৯৮৮	রবি	০.৯৫-১.১	১০০-১১৫	গাছের উচ্চতা ৭০-১০০ সেমি., বীজ ছোট ও চ্যেপ্টা, ফল ডিম্বাকৃতির, হাজার বীজের ওজন ৩-৩.৫ গ্রাম, ফুলের রঙ নীল, বীজ হাতে ধরলে পিচ্ছিল অনুভূত হয়, জাতটি খরা সহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪২%।
কুসুমফুল					
বারি সেফ-১	১৯৯৯	রবি	১.১০-১.২০	১০০-১২০	গাছের পাতা কাটায়ুক্ত, বীজের খোসা মোটা, খরাসহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭-৩৮%।

সবজি					
জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি টমেটো-১ (মানিক)	১৯৮৬	রবি	৮৫-৯০	১০৫-১১০	বাংলাদেশে এটি একটি জনপ্রিয় টমেটোর জাত। উচ্চফলনশীল এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। আকর্ষণীয় লাল রঙের ফল কিছুটা লম্বাটে।
বারি টমেটো-২ (রতন)	১৯৮৬	রবি	৮০-৮৫	১০৫-১১০	উচ্চফলনশীল এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। আকর্ষণীয় লাল রঙের গোলাকার ফল। গড় ফলের ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম।
বারি টমেটো-৩	১৯৯৬	রবি	৮৫-৯০	১১০-১১৫	গাঢ় লাল রঙের ফল। ফল মাংসল এবং কিছুটা চ্যাপ্টা আকৃতির। গড় ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-৪	১৯৯৬	খরিফ	২০-২২	৯০-৯৫	উচ্চ তাপ সহনশীল ধীক্ষকালীন জাত। ফলের রঙ লাল এবং গোলাকার। ফলের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম।
বারি টমেটো-৫	১৯৯৬	খরিফ	২০-২২	৯৫-১০০	উচ্চ তাপ সহনশীল ধীক্ষকালীন জাত। হৃৎপিণ্ডাকৃতির ফল। ফলের ওজন ৪০-৫০ গ্রাম ব্যাকটেরিয়া জনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	১৯৯৮	রবি খরিফ	৮৫-৯০ ৪৫-৫০	১০০-১১০	উচ্চফলনশীল এবং উচ্চতাপসহনশীল জাত। গোলাকৃতির এবং হালকা লাল রঙের ফল। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম।
বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব)	১৯৯৮	রবি	৯৫-১০০	১০০-১১০	ফলের রঙ গাঢ় হলুদ থেকে কমলা। ফল সামান্য চ্যাপ্টা এবং বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। ফলের ওজন ১৪৫-১৫৫ গ্রাম। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-৮ (শিলা)	১৯৯৮	রবি	৯০-৯৫	১০০-১১০	গোলাকৃতির এবং হালকা লাল রঙের ফল। ফল মাংসল এবং ত্বক অত্যন্ত পুরু ও শক্ত। ফলের ওজন ১০০-১১৫ গ্রাম। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-৯ (লালিমা)	১৯৯৮	রবি	৮৫-৯০	৯৫-১০৫	ডিম্বাকৃতির ফল। উচ্চতাপ সহনশীল জাত। ফলের ওজন ৭৫ গ্রাম ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	১৯৯৮	খরিফ	৪৫-৫৫	৯০-১০০	ধীক্ষকালীন সংকর (হাইব্রিড) জাত। ডিম্বাকৃতির ফল। উচ্চ তাপ সহনশীল। হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই ফল ধারণে সক্ষম। ফলের ওজন ২৫-৩০ গ্রাম। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা)	২০০০	রবি	৪০-৫০	১০০-১১০	ফলের ওজন ৮-১০ গ্রাম। প্রতি গুচ্ছে ১৫-২০টি ফল আঙুরের মতো থাকায় থাকায় ধরে।
বারি টমেটো-১২ (সিদুর)	২০০০	রবি	৭৫-৮৫	১০০-১২০	ফলের ওজন ৮০-৮৫ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি টমেটো-১৩ (শ্রাবণী)	২০০০	খরিফ	৪০-৪৫	১২০-১৩০	ধীক্ষকালীন সংকর হাইব্রিড জাত। হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই ফল ধারণে সক্ষম ফলের ওজন ২৫ গ্রাম।
বারি টমেটো-১৪	২০০৭	রবি	৯০-৯৫	১৫০-১৬০	আগাম শীত এবং শীত পরবর্তী সময়ের জন্য অনুমোদিত। আকর্ষণীয় লাল মাংসল এবং বড় গোলাকার ফল (৯০-৯৫ গ্রাম)। দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ উপযোগী (৪৫-৬০ দিন)। অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-১৫	২০০৯	রবি	৮০-৮৫	১৫০-১৬০	আকর্ষণীয় লাল রঙের ফল, বীজ কম। পুরন চামড়া হওয়ায় অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। ফলের ওজন ৭৫ গ্রাম। হলুদ পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস প্রতিরোধী।
বারি টমেটো-১৬	২০১৫	রবি	৭১-৮০	১৬০-১৮০	উচ্চফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল গাঢ় লাল, অনেকটা অর্ধ গোলাকৃতির, তবে ফলে বীজের সংখ্যা অনেক কম। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়। হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি টমেটো-১৭	২০১৫	রবি	৭০-৭৫	১২০-১৩০	ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। ফলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম। প্রতি গাছে ২৩-২৬টি ফল ধরে। প্রথমবারের মতো বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বড় আকারের ফল। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। ব্যাকটেরিয়াল উইন্ট এবং হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (ধীক্ষকালীন)	২০০৬	খরিফ	৪০-৪৫	১২০-১৩০	উচ্চ তাপসহিষ্ণু ধীক্ষকালীন সংকর (হাইব্রিড) জাত। ফল অনেকটা কুলবরই আকৃতির। প্রতিটি গাছে গড়ে ৩৫টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩৫ গ্রাম।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ (ধীক্ষকালীন)	২০০৬	খরিফ	৪০-৫০	১২০-১৩০	উচ্চ তাপসহিষ্ণু ধীক্ষকালীন সংকর (হাইব্রিড) জাত। হরমোন ছাড়াই ধীক্ষ-বর্ষা ঋতুতে ফল উৎপাদনে সক্ষম গোলাকৃতি বড় ফলের গড় ওজন ৫০ গ্রাম। গাছপ্রতি ফল সংখ্যা ২০-২৫টি। অধিক দিন সংরক্ষণযোগ্য। ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৫	২০০৮	রবি	৯৫-১০০	১২০-১৩০	অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাল শীসযুক্ত ফল। পাকা ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য টমেটোর চেয়ে বেশি। ফল বেশ বড় এবং চ্যাপ্টা-গোলাকার ধরনের। প্রতিটি ফলের ওজন ১০০ গ্রামের উপরে। ব্যাকটেরিয়াল উইন্ট এবং ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেটেরথতি ফলন (মে.টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি হাইব্রিড টমেটো-৬	২০০৮	রবি	৯০-৯৫	১২০-১৩০	ফল আকর্ষণীয় লাল শাঁসযুক্ত এবং গোলাকার ধরনের। ফলের আকার বেশ বড় এর প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-৯৫ গ্রাম। ফলের সংরক্ষণক্ষমতা ভালো। আইরাস ও ব্যাকটেরিয়াল উইন্ট রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৭	২০১১	রবি	৯০-১০০	১৩০-১৫০	আকর্ষণীয় লাল বর্ণবিশিষ্ট ত্বক এবং শ্বাস ফল বেশ মাংসল ফলের আকৃতি obovoid ধরনের
বারি হাইব্রিড টমেটো-৮	২০১১	খরিপ	৯০-৯৫	১৪০-১৫০	উচ্চ তাপসহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর (হাইব্রিড) জাত। উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম। আকর্ষণীয় লাল বর্ণবিশিষ্ট ত্বক এবং শ্বাস ফল বেশ মাংসল। ফলের আকৃতি flattened round ধরনের। পুরু ত্বক বিশিষ্ট এবং অধিক সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৯	২০১৫	রবি	৭৫-৮০	১৪০-১৫০	উচ্চফলনশীল শীতকালীন জাত। উচ্চফলনশীল লাইন দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য (৪৫-৫৫ দিন)। এ লাইনটির আগামত্বের বৈশিষ্ট্য সন্তোষজনক (৪৭-৫০ দিনে প্রথম ফুল আসে), ফল মাঝারি আকারের গোলাকার, লাল রঙের, টিএসএস ৪.২০%, যুক্ত পাঁচ প্রকোষ্ঠ (locule) বিশিষ্ট মাংসল ফল যার ১০০% উৎপাদনযোগ্য। ফলের গড় ওজন ৯১-৯৬ গ্রাম। প্রতি গাছে ৫১-৫৪ টি ফল ধরে। ফল গোলাকার এবং ফলে বীজের সংখ্যা কম। এ জাতটি টমেটো হলুদ পাতা কুকড়ানো আইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বেগুন					
বারি বেগুন-১ (উত্তরা)	১৯৮৬	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৪০	এ জাতের গাছ মাঝারি আকৃতির এবং ছড়ানো। ফল সরু ও ১৮-২০ সেমি লম্বা। প্রতিটি গাছে গড়ে ৭০-৮০টি ফল ধরে। রাজশাহী এলাকায় এ জাতের ব্যাপক চাষ হয়।
বারি বেগুন-২ (শুকতারা)	১৯৯২	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০	উচ্চফলনশীল সংকরজাত। এ জাতটির ফলের আকার লম্বা, রঙ উজ্জ্বল কালচে-বেগুনি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।
বারি বেগুন-৩ (তারাপুরী)	১৯৯২	রবি	৫০-৫৫	১১০-১৪০	উচ্চফলনশীল সংকরজাত। এ জাতটির ফলের আকার মাঝারি লম্বাকৃতি, রঙ কালচে-বেগুনি ও চকচকে। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২০-২৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১৪০-১৬০ গ্রাম।
বারি বেগুন-৪ (কাজলা)	১৯৯৮	রবি	৫০-৫৫	১৫০-১৯০	এ জাতটির আকার মাঝারি লম্বাকৃতি, রঙ কালচে-বেগুনি ও চকচকে। এ জাতটির গাছ খাঁড়া আকৃতির। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।
বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	১৩০-১৫০	জাতটির গাছ খাঁড়া আকৃতির। ফল গোলাকার, রঙ উজ্জ্বল লালচে-বেগুনি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১২-১৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১৫০-১৭০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়।
বারি বেগুন-৬	২০০৬	রবি	৪৫-৫০	১৪০-১৫০	ফল ডিম্বাকৃতি, রঙ হালকা সবুজ। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১৫-১৭টি। প্রতি ফলের ওজন ২২০-২৫০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেটেরথতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি বেগুন-৭	২০০৬	রবি	৪০-৪৫	১৫০-১৬০	ফল লম্বা, চিকন এবং রঙ উজ্জ্বল কালচে-বেগুনি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫টি। প্রতি ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম।
বারি বেগুন-৮	২০০৬	রবি-খরিপ	২০-২৫ ৪০-৪৫	১৫০-১৬০	এ জাতটি মূলত গ্রীষ্মকালে চাষাবাদের জন্য। তবে তাপসহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। ফল লম্বা, রঙ উজ্জ্বল কালচে-বেগুনি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২০-২৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১০০-১২০ গ্রাম। জাতটি ব্যাকটেরিয়াল উইন্ট, ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।
বারি বেগুন-৯	২০০৯	রবি	৪৫-৫০	১৮০-১৯০	গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১৭-২০টি। ডিম্বাকৃতির গাঢ় সবুজ রঙের ফল, নিচের দিকে সাদাটে দাগ। ফলের ওজন ১৫০-১৬০ গ্রাম।
বারি বেগুন-১০	২০০৯	রবি-খরিপ	২৫-৩০ ৪৫-৫০	১৮০-১৯০	তাপ সহনশীল হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। লম্বা বেগুনি রঙের ফল। ফলের ওজন ১১০-১৩০ গ্রাম। ব্যাকটেরিয়াল উইন্ট, ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা সহনশীল।
বারি হাইব্রিড বেগুন-৩	২০১১	রবি	৫০-৫৫	১৪০-১৫০	নল আকৃতির গাঢ় বেগুনি রঙের ফল। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০টি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১১০-১২০ গ্রাম।
বারি হাইব্রিড বেগুন-৪	২০১১	রবি	৫০-৫৫	১৪০-১৫০	হালকা সবুজ রঙের ডিম্বাকৃতি ফল। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৪৫টি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯০-১০০। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সহনশীল।
বারি বিটি বেগুন-১	২০১৩	রবি	৫০-৫৫	১২০-১৩০	গাছের উচ্চতা ৭০-৮০ সেমি। গুচ্ছাকারে ফল ধরে। ফলের বোঁটার রঙ বাদামি ফলের আকৃতি Elliptical। ফলের রঙ গোলাপি। প্রতি ফলের গড় ওজন ৭০-৮০ গ্রাম।
বারি বিটি বেগুন-২	২০১৩	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৪০	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেমি। গুচ্ছাকারে ফল ধরে। ফলের বোঁটার রঙ বাদামি। ফলের আকৃতি সিলিন্ডারাকৃতি। ফলের রঙ কালচে বেগুনি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।
বারি বিটি বেগুন-৩	২০১৩	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০	গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সে.মি. ফল ধরার ধরন একক। ফলের বোঁটার রঙ সবুজ বাদামি। লম্বাকৃতির ফল। ফলের রঙ কালচে বেগুনি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১৫০-১৭০ গ্রাম।
বারি বিটি বেগুন-৪	২০১৩	রবি	৪৫-৫০	১৩০-১৪০	গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি. ফল ধরার ধরন একক। ফলের বোঁটার রঙ বাদামি ডিম্বাকৃতির ফল। ফলের রঙ সবুজ। প্রতি ফলের গড় ওজন ২২০-২৫০ গ্রাম।
বারি ফুলকপি- ১ (রূপা)	১৯৯৮	রবি	২৫-২৮	৯০-১০৫	বীজ উৎপাদনক্ষম জাত। কপি সাদাটে ক্রিম রঙের। ফুল কপির ওজন ৮৫০-১০০০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি চিনাকপি-১	১৯৯৬	রবি	৪৫-৫০	১১০-১২০	বাঁধাকপির মতো সবুজ পাতা জাতীয় সবজি। বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়।
বারি ফুলকপি-২	২০০৬	রবি	২৫-২৭	৯০-১০৫	বীজ উৎপাদনক্ষম জাত। কপি সাদাটে ক্রিম রঙের। কপি সাদাটে ক্রিম রঙের। ফুলকপির ওজন ৮০০-৯০০ গ্রাম।
বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী)	১৯৮৬	রবি	৫০-৬০	১০০-১১০	বীজ উৎপাদনক্ষম জাত। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি।
বারি বাঁধাকপি-২ (অধদূত)	১৯৯৮	রবি	৫৫-৫৬	১০০-১১০	গোলাকৃতির এবং ওপর নিচ চোটা প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি এ জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।
বারি মুলা-১ (তাসাকীসান মুলা)	১৯৮৪	রবি	৭০-৮০	৬৫-৭৫ (মুলা জন্ম) ১৪৫-১৫৫ (বীজের জন্ম)	ট্রিপিক্যাল, মুক্ত পরাগায়িত মুলার জাত শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে চাষ করা যায় বীজের ফলন : ১.৫-২.০ মে. টন/হেক্টর।
বারি মুলা-২ (পিংকি)	১৯৯৬	রবি	৫৫-৬০	৭০-৮০ (মুলা জন্ম) ১৪৫-১৫৫ (বীজের জন্ম)	ট্রিপিক্যাল, মুক্ত পরাগায়িত মুলার জাত মুলা। আকর্ষণীয় গোলাপি বর্ণের বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায় এবং ৭৫ দিন পর্যন্ত ভক্ষণযোগ্য বীজের ফলন : ১.০ মে. টন/হেক্টর।
বারি মুলা-৩ (দ্রুতি)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	৫৫-৬০	এ জাতটি অনেকটা নলাকৃতির; এ জাতের মুলার রঙ সাদা; দ্রুতবর্ধনশীল জাত মুলার গড় ওজন ৫০০ গ্রাম ও লম্বা ২৫সেমি বীজের ফলন ১ মে. টন/হেক্টর।
বারি মুলা-৪	২০০৮	রবি	৬৫-৭০	৬০-৭০	মুলা দেখতে আকর্ষণীয় দুধের মতো সাদা স্থানীয় আবহাওয়ায় জাতটি পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম; বীজের ফলন ১.৫ মে. টন/হেক্টর।
বারি বাটিশাক	১৯৮৪	রবি	৪০-৫০	১১০-১২০	দ্রুতবর্ধনশীল সারা বছরই চাষ উপযোগী। বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়।
বারি চিনাশাক	১৯৮৪	রবি	৪০-৫০	১১০-১২০	দ্রুতবর্ধনশীল সারা বছরই চাষ উপযোগী বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়।
বারি লাউ-১	১৯৯৬	রবি	৪২-৪৫	১২০-১৪০	ফল লম্বাটে ৪০-৪৫ সেমি এবং ফলের ব্যাস ১০ সেমি। হালকা সবুজ রঙের জাত। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৫-১.৭ কেজি। গাছপ্রতি প্রায় ১৫-২০টি লাউ ধরে।
বারি লাউ-২	২০০৬	রবি	৪৫-৫০	১২০-১৪০	তাপ ও অতি বৃষ্টিসহিষ্ণু জাত। এটি খাটো (১৭-২০ সেমি) এবং ফলের ব্যাস ১৪-১৭ সেমি। হালকা সবুজ রঙের ফল। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৩-১.৬ কেজি। গাছপ্রতি গড়ে প্রায় ২০-২৫ টি ফল ধরে।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি লাউ-৩	২০১০	রবি	৬০-৬৫	১৩০-১৫০	গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। গড় ফলের ওজন ২.৫-২.৭ কেজি। প্রতি গাছে ফল সংখ্যা ১৫-১৬ টি।
বারি লাউ-৪	২০১০	রবি ও খরিফ	৫৫-৬০	১৩০-১৫০	সারা বছরব্যাপী চাষ করা যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। গড় ফলের ওজন ২.৩-২.৫ কেজি। প্রতি গাছে ফল সংখ্যা ১২-১৫টি।
বারি মিষ্টিকুমড়া-১	২০০৭	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৫০	আগাম জাত। আকর্ষণীয় গাঢ় কমলা রঙের শাঁস। শাঁস চারদিকে সমানভাবে পুরু। শাঁসের মিষ্টতা (টিএসএস) ১১.৫%। ফলের গড় ওজন ৩-৩.৫ কেজি।
বারি মিষ্টিকুমড়া-২	২০০৭	রবি ও খরিফ	২৫-৩০	১৩০-১৫০	সারা বছর চাষ উপযোগী জাত। কাঁচা ফল সবজি হিসাবে ব্যবহারের জন্য উত্তম। গাঢ় কমলা রঙের শাঁস। শাঁসের মিষ্টতা (টিএসএস) ১০.৫%। ফলের গড় ওজন ২.৫-৩.০ কেজি। ফলটি রক্তানি উপযোগী।
বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১	২০১৫	রবি	৩৮-৪২	১৪০-১৫০	উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারি আকারের (১.৫ কেজি), গোলাকার ও চ্যাপ্টা। ফল কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ আকর্ষণীয়, পাকা অবস্থায় সোনালি হলুদ বর্ণের। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৮টি। বারি মিষ্টিকুমড়া-১ এর চেয়ে প্রায় ১.৫ গুণ বেশি।
বারি করলা-১	২০০৬	খরিফ	২২-২৩	১২০-১৩০	ফল মাঝারি আকৃতির (১৮-২০ সেমি. লম্বা) কালচে সবুজ রঙের। গাছপ্রতি ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি। গড় ফল ওজন ১০৫ গ্রাম। পুরু মাংসল বিশিষ্ট ফল (১.০-১.২ সেমি.)।
বারি চালকুমড়া-১	২০০৬	খরিফ	২৫-৩০	১২০-১৩০	উজ্জ্বল হালকা সবুজ রঙের ফল। ফলের দৈর্ঘ্য ১৮-২০ সেমি, ফলের গড় ওজন ১.২-১.৫ কেজি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০-১২টি।
বারি পটোল-১	২০০৬	খরিফ	৩০-৩৫	১১০-১২০	ফল ১১-১২ সেমি লম্বা। বেড় ৩.৫-৪.০ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন প্রায় ৫৫ গ্রাম। প্রতি গাছে সর্বোচ্চ ২৪০টি ফল ধরে।
বারি পটোল-২	২০০৬	খরিফ	৩৮-৪০	১১০-১২০	ফল ৯-১০ সেমি. লম্বা এবং বেড় ৪-৪.৫ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন ৫০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে সর্বোচ্চ ৩৮০টি ফল ধরে।
বারি হাইব্রিড পটোল-১	২০১৫	খরিফ	১০-৪০	১২০-১৩০	ফলের গাঢ় রঙ সবুজাভ, সাদা ডোরা আছে। ফলের দৈর্ঘ্য ১৩-১৪ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১১২-১১৬।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি কিঙা-১	২০০৮	খরিফ	২৫-২৬	১২০-১৩০	আগাম চাষের উপযোগী কিঙা। ফল আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের। প্রতিটি ফলের ওজন ১২৫ গ্রামের মতো। রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।
বারি কিঙা-২	২০১৫	খরিফ	২৩-২৪	১২০-১৩০	প্রতিটি গাছে গড়ে ৪৫টি ফল ধরে। এ ফসলটির ফলের পুষ্টি গুণাগুণ ভালো। বীজবপনের ৫৫-৬০ দিন পর ফসল তোলা যায়।
বারি চিচিনা-১	২০১১	খরিপ	২৫-৩০	১০০-১৩০	আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৫০টি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১০০-১৩০ গ্রাম। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।
বারি শিম-১	১৯৯৬	রবি	২০-২২	২০০-২২০	পড নরম এবং মাংসল। সবুজ বর্ণের শিম। নভেম্বর মাস থেকেই প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয়। প্রতি গাছে ৪৫০-৫০০টি শিম ধরে। ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধী। সারা দেশে চাষাবাদযোগ্য।
বারি শিম-২	১৯৯৬	রবি	১০-১২	১৯০-২১০	প্রতি মঞ্জুরিতে ৫-৬টি শিম ধরে শিমগুলো ধনুকের মতো বাকানো, সবুজ। লম্বায় ১০-১১ সেমি ও পাশে ১.৫-২.০ সেমি, শিমের ওজন ৭-৮ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি করে বাদামি বীজ থাকে। প্রতি গাছে ৩৮০-৪০০টি শিম ধরে।
বারি শিম-৩	২০০৬	রবি ও খরিফ	১৫-২০	১৩০-১৫০	বীজ বপনের ৪৫-৫৫ দিনের মধ্যেই ফুল আসে। শিম গুলো চ্যাপ্টা, নরম এবং সবুজ রঙের। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটার ১৫-২০ দিনের মধ্যেই শিম ঋণ্ডার উপযোগী হয়।
বারি শিম-৪	২০০৭	রবি	২৫-৩০	৮০-৯০	বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই ফুল আসে। শিমগুলো চ্যাপ্টা, নরম এবং সবুজ রঙের নলডক আকৃতির ফল।
বারি শিম-৫ (খাটো)	২০০৯	রবি	১২-১৩	৭৫-৮০	অধিক সংখ্যক ফল ধরে (৬০-৭০টি প্রতি গাছে)। মাচা ছাড়াই চাষ করা যায়। মাচ ৪০-৪৫ দিনে ফল সংগ্রহ করা যায়।
বারি শিম-৬	২০১১	রবি	১৭-২০	২২০-২২৫	ফল কম আঁশযুক্ত, লম্বাটে এবং নলডক টাইপের। প্রতি গাছ গড়ে ৩০০-৩৫০টি ফল ধরে। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।
বারি সবুজ ডাঁটাশাক-১	২০০৬	খরিফ	১০-১২	৪০-৪৫	দ্রুতবর্ধনশীল ও ঝোপালো প্রকৃতির বীজ বপনের ২০ দিন পর থেকেই ঋণ্ডার উপযোগী হয়। প্রতি গাছের উচ্চতা ১৫-২৫ সেমি., পাতার সংখ্যা প্রায় ১২-১৮টি। গাছের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম।
বারি ডাঁটা-১ (লাবনী)	২০০০	খরিফ	৩৫-৪০	৫০-৬০	কাণ্ড হালকা বেগুনি, নরম, কম আঁশযুক্ত। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই ভক্ষণযোগ্য।
বারি ডাঁটা-২	২০০৬	খরিফ	৪৫-৫০	৫০-৬০	বছরের যে কোনো সময় চাষোপযোগী। তবে গ্রীষ্মকালে ফলন বেশি হয়। দ্রুতবর্ধনশীল জাত। বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ভক্ষণ উপযোগী হয়। বারি ডাঁটা ১ এর চেয়ে এর কাণ্ডাংশ অপেক্ষাকৃত বেশি নরম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি লোটুস-১	২০০৭	রবি	২২-২৫	৫৫-৬০	আকর্ষণীয় সবুজ রঙের পাতা। গাছের ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম। স্থানীয় আবহাওয়া বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম।
বারি মিষ্টি মরিচ-১	২০০৯	রবি	১৪-১৫	১২৫-১৩৫	গাছপ্রতি ৭-৯টি ফল পাওয়া যায়। গড় ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম।
বারি মিষ্টিমরিচ-২	২০১৫	রবি	২৫-৩০	১২৫-১৩৫	এটি ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড়। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। গাছপ্রতি ৮-১০টি ফল পাওয়া যায়।
বারি সীতা লাউ-১	২০১১	রবি ও খরিফ	৩০-৩৫	১০-১৫ বছর	বছরে ২ বার ফুল ও ফল ধরে। লতানো সবজি বিধায় মাচা বা গাছের সাহায্যে বেঁচে থাকে। ফল নরম ও মাংসল। গড়ে প্রতিটি ফলের ওজন ৭৫০ গ্রাম। বৃহত্তর চতুর্থাংশ ও সিলেট অঞ্চলের জন্য উপযোগী।
বারি কামরাঙা শিম-১	২০১৫	রবি ও খরিফ	২০-২১	৮০-৯০	কামরাঙা শিম বা চারকোনা সীমের জাতটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উন্নতমানের আমিষসমৃদ্ধ একটি সবজি। জাতটি পোকামাকড় প্রতিরোধী। প্রতিটি শিমের গড় ওজন ১৫.২ গ্রাম।
বারি পালংশাক-১	২০১৫	রবি	৪৫-৫০	৫৫-৬০	পোকামাকড় প্রতিরোধী। খেতে সুস্বাদু এবং শাকটির পুষ্টি গুণাগুণও অত্যন্ত উচ্চমানের। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর থেকে সংগ্রহ করা যায়।
বারি চিনাল-১	২০১৫	রবি	২০-২২	৮০-৯০	উচ্চফলনশীল জাত। ফল দেখতে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, সোনালি হলুদ রঙের। ফলের গড় ওজন ১.৩-১.৪ কেজি। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস (৬.৬৭%), সুগন্ধিযুক্ত ও আঁশবিহীন। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫-৬টি।
বারি ব্রোকলি-১	২০১৫	রবি	১৫-২০	১৩৫-১৪০	উচ্চফলনশীল জাত। গড়ে প্রতিটি বিক্রয়যোগ্য পুস্পমঞ্জুরির ওজন ৪৫০ গ্রাম। চারা রোপণের ৫৩ দিনের মাথায় পুস্পমঞ্জুরি বের হওয়া শুরু হয়, যা ১৫ দিনের মাথায় খাদ্যোপযোগী হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মুক্ত পরাগায়নের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন সম্ভব (প্রতি হেক্টরে প্রায় ৬৩০ কেজি)।

ফল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আম-২	১৯৯৬	খরিফ	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	ফলের শাঁস মধ্যম রসাল, আঁশহীন এবং মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৭.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য। সমগ্র বাংলাদেশেই এর চাষ করা যায়।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আম-৩	১৯৯৬	খরিফ	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নাবি জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাঁড়া। ফল খেতে খুব মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২৩%) খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০.৫%। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়।
বারি আম-৪	২০০২	খরিফ	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নাবি জাত। গাছ বড় ও খাঁড়া। ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও খেতে খুব মিষ্টি (২৪% ত্রিস্রমান)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।
বারি আম-৫	২০০৯	খরিফ	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী	আগাম জাত। ফল মাঝারি (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (বিস্রমান ১৯%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%।

ফল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আম-৬	২০০৯	খরিফ	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	ফলের গড় ওজন ২৮০ গ্রাম, ফলের শাঁস গাছ হলুদে, মধ্যম রসাল, আঁশহীন, মিষ্টি (ত্রিস্রমান ১৮%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ- ৭৭%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৭	২০০৯	খরিফ	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	ফলের গড় ওজন ২৮৫ গ্রাম, ফলের শাঁস হলুদে, মধ্যম রসাল, আঁশহীন, মিষ্টি (ত্রিস্রমান ১৮%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ-৭৭%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৮	২০০৯	খরিফ	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	নাবি জাত। ফলের গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, ফলের শাঁস উজ্জ্বল হলুদে, মধ্যম রসাল, আঁশহীন, খুব মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২২%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ-৭০%। জাতটি (বহুবর্ষজীবী) রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৯	২০১১	খরিফ	১.৩৫ (সাত বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	আগাম জাত। উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, কচকচে, অল্প রসাল, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ত্রিস্রমান ১১%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%।
বারি আম-১০	২০১২	খরিফ	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী	ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২০%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৫%। যে সব এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয় সে এলাকার জন্য উপযোগী।
বারি আম-১১	২০১৫	সারা বছর	২.২ (৬ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	বছরে তিনবার (নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও মে) ফলদানকারী জাত। ফল মাঝারি আকারের (ফলের গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম)। ফল পাকা অবস্থায় হলুদ বর্ণের এবং টিএসএস ১৮.৫৫%। ফলের পাল্ল গাঢ় হলুদ বর্ণের, খেতে সুস্বাদু।
বারি কাঁঠাল- ১	২০০৮	জানুয়ারি	১১৮	বহুবর্ষজীবী	ফল মাঝারি (৯.৫ কেজি)। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত, অত্যন্ত রসাল, নরম এবং দূরসা প্রকৃতির ও মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২২%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫%।
বারি কাঁঠাল- ২	২০১১	সারা বছর	৩৮-৫৮	বহুবর্ষজীবী	ফল মাঝারি (৬.৯৫ কেজি) ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসাল এবং খুব মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২১%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি কাঁঠাল-৩	২০১৪	সারা বছর	১২০-১৩০ (৩২ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	ফল মাঝারি (৫.৫ কেজি) ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসাল এবং খুব মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২৩.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫২.৫%।
বারি কলা -১	২০০০	সারা বছর	৫০-৬০	১২-১৪ মাস	গাছ অমৃতসাগর জাতের চেয়ে খাটো, অথচ ফলন ১.৫-২.০ গুণ বেশি। প্রতি কাঁদির ওজন প্রায় ২৫ কেজি। কাঁদিতে ১৫০-২০০টি কলা পাওয়া যায়। পাকা কলার রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং খেতে সুস্বাদু (ত্রিস্রমান ২৪%)।
বারি কলা -২	২০০০	সারা বছর	৩৫-৪০	১১-১২ মাস	এ জাতের গাছে সাকারের সংখ্যা কম (২-৩টি)। কলার কাঁদির ওজন ১৫-২০ কেজি। কাঁদিতে কলার সংখ্যা ১০০-১৫০টি। ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু।
বারি কলা -৩	২০০৫	সারা বছর	৪০-৫০	১২-১৪ মাস	প্রতি কাঁদিতে ১৪১টি কলা হয় যার ওজন ২৩.৮ কেজি। ফল মধ্যম আকারের (১৪৪ গ্রাম)। পাকা ফল হলুদ রঙের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শাঁস আঠাল, মিষ্টি (ত্রিস্রমান ২৫.৫%)। ফল পাকার পরও ৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়।
শাহী পেঁপে	১৯৯২	সারা বছর	৪০-৬০	৮-১০ মাস	কাণ্ডের খুব নিচ থেকে ফল ধরা শুরু হয়। ফল ডিম্বাকৃতির, ফল প্রতি বীজের সংখ্যা ৫০০-৫৫০টি। শাঁসের পুরুত্ব ২ সেমি. ও রঙ গাঢ় কমলা থেকে লাল। ফল মিষ্টি (ত্রিস্রমান ১২%) ও সুস্বাদু। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৬০টি।
বারি পেয়ারা-২	১৯৯৬	সারা বছর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	গাছ খর্বাকৃতির, মধ্যম বোঁপালো। কমবেশি সারা বছর ফল দেয়। পরিপক্ব ফলের রঙ হলুদাভ সবুজ। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ত্রিস্রমান ১০%) ও কচকচে। গাছপ্রতি বছরে ৬৫ কেজি ফল হয়। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। অ্যান্ড্রাকনোজ ও চলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।
বারি পেয়ারা-৩	২০০৩	সারা বছর	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	ফলের গড় ওজন ১৮০ গ্রাম এবং টিএসএস ৮%। ফলের গাঢ় মসৃণ, পূর্ণ পরিপক্ব অবস্থায় হলুদে সবুজ, শাঁস লাল।
বারি বাতাবি লেবু-৩	২০০২	সারা বছর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	গাছ মাঝারি, মধ্যম খাঁড়া। ফল রসাল, নরম, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১২.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। গাছপ্রতি ১০০-১১০টি ফল ধরে যার ওজন ১০০-১২০ কেজি।
বারি লেবু-১	১৯৯৬	সারা বছর	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে দুইবার ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। বছরে গাছপ্রতি ১৫০টি ফল হয়। ফল এলাচি মসলার গন্ধযুক্ত। ফলে রসের পরিমাণ ২৫%, রসে ৫.৩% এসিড ও ৩২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি লেবু-২	১৯৯৬	সারা বছর	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	গাছপ্রতি বছরে ১৮৬ টি ফল হয়। ফলের শাঁস সাদা, খুব রসাল এবং অল্প টক। ফলে রসের পরিমাণ ৩২.৬%, রসে ৭.২% এসিড ও ৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ডিটামিন 'সি' রয়েছে।
বারি নারিকেল-১	১৯৯৬	সারা বছর	১৩-১৫	বহুবর্ষজীবী	গাছে বছরে ৭৫-৯৫টি নারিকেল হয়। শাঁসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম ও শাঁসের পুরুত্ব ০.৯-১.১ সেমি। তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০%।
বারি নারিকেল-২	১৯৯৭	সারা বছর	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী	বিদেশ থেকে প্রবর্তিত। গাছ প্রতিবছরে ৬৫-৭৫টি নারিকেল হয়। শাঁসের ওজন ৪৩০-৫৫০ গ্রাম, শাঁসের পুরুত্ব ১.১-১.২ সেমি. এবং তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫%।
বারি আমড়া-১	২০০৩	সারা বছর	১৫-১৭	বহুবর্ষজীবী	গাছ খাটো বামনাকৃতির, মধ্যম বোপাল। টবে, ছাদে ও বাড়ির আঙিনায় চাষ করা যায়। ফল ছোট, গড় ওজন ৬০ গ্রাম এবং টক মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ৭.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%।
বারি আমলকী-১	২০১১	সারা বছর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	ফল বড় (৩০ গ্রাম), ফল সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১২%)। উচ্চ ডিটামিন সি সমৃদ্ধ (৩০০ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২%।
বারি বিলাতি গাব-১	২০১১	খরিফ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)	৩০-৩৫	-	ফল উজ্জ্বল লাল বর্ণের। এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭২%।
বারি সফেদা-২	২০০৩	মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। ফল মিষ্টি ও সুস্বাদু, ব্রিক্সের পরিমাণ ১৮%। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১.০%।
বারি সফেদা-৩	২০০৯	রবি (অক্টোবর-নভেম্বর ও জানুয়ারি-এপ্রিল)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে দুবার ফল ধারণকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১%।
বারি কুল-১ (নারকেলি কুল)	২০০৩	রবি (ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় থেকে শেষ সপ্তাহ)	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। ফল খুব মিষ্টি, সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১৩%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২%।
বারি কুল-২ (খাসার কুল)	২০০৩	-	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	ফল আকারে বেশ বড়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১% এবং ব্রিক্সের পরিমাণ ১১.৫%।
বারি কুল-৩	২০০৯	রবি (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)	২২-২৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল মাঝ মৌসুমি জাত। ফল আকারে বড় (৭৫ গ্রাম), খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% এবং খেতে সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১৪%)।
বারি কুল-৪	২০১৩	রবি (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)	৫৫-৬০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% এবং খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১৫%)। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে ডিটামিন সি ৬৫ মি. গ্রাম ও বিটা ক্যারোটিন ১৬.৯৩ মাইক্রোগ্রাম।
বারি আঁশফল-২	২০০৯	খরিফ (আগস্ট)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী খাটো জাত। খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি কামরাঙ-১	২০০৭	প্রায় সারা বছর	৩৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। বছরে ৩ বার ফল দেয়। ফল মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ৭.৫%)।
বারি কামরাঙ-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর	৫০-৫৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। বছরে ৩ বার ফল দেয়। ফল মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ৮%)।
বারি তেঁতুল -১	২০০৯	রবি (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ব্রিক্সমান ৭৫%। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৩%। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি রানুতান-১	২০০৯	খরিফ (জুলাই)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল আকারে বড় (৫০ গ্রাম)। মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%।
বারি লিচু-৩	১৯৯৬	খরিফ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ-জুনের প্রথম সপ্তাহ)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	মাঝ-মৌসুমি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের গড় ওজন ১৯ গ্রাম, ফল মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৫%। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপযোগী।
বারি লিচু-৪	২০০৮	খরিফ (জুনের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	মাঝ-মৌসুমি অতি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উচ্চফলনশীল জাত। পাকা ফলের রঙ উজ্জ্বল লাল। ফল মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৮%। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (রংপুর, দিনাজপুর) জন্য উপযোগী।
বারি লিচু-৫	২০১২	খরিফ (১-১৫ জুন)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের রঙ আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল। ফল মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%। পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য উপযোগী।
বারি জামরুল-২	২০১২	খরিফ (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল-জুলাই)	৪৫-৫০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল এবং বছরে তিন বার ফলদানকারী জাত। মধ্যম আকারের ফল (৪৫ গ্রাম)। ফল আকর্ষণীয় মেরুন রঙের ও মধ্যম মিষ্টি। সারা দেশে চাষ করা যায়।
বারি মিষ্টি লেবু-১	২০১২	রবি (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)	৩৮	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, গোলাকার, বড় আকারের ফল (১৩৫ গ্রাম), খুব রসাল (৩৫.৪%) এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭.২)। সারা বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য একটি জাত।
বারি কমলা-২	২০১৩	রবি (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	৫০০ কেজি (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। ফলের আকার ছোট (৩০-৪০ গ্রাম), খুব রসাল, ডিটামিন- ২১.৬৬ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম রস, ফলের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি মাল্টা-১ (মুসাধি)	২০০৪	রবি (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফালুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৭.৮%)। গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে।
বারি স্ট্রবেরি-১	২০০৭	রবি (নভেম্বর-মার্চ)	১০-১২	বর্ষজীবী	পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুস্বাদু ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)।
বারি স্ট্রবেরি-২	২০১৪	রবি (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য মে)	২০-২৫	বর্ষজীবী	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। ফল দেখতে আকর্ষণীয় লাল রঙের, মিষ্টি ফল ধরুর পরিমাণে ডিটামিন 'সি' বিদ্যমান (৭৬ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরলতা (runner) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার সহজ।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি স্ট্রবেরি-৩	২০১৪	খরিফ/রবি ডিসেম্বর- এপ্রিল	২০-২৫	বর্ষজীবী	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। ফল দেখতে আকর্ষণীয় লাল রঙের, মিষ্টি ফল, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি বিদ্যমান (৭২ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২- ৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরুলতা (runner) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।
বারি ড্রাগন ফল-১	২০১৪	খরিফ/রবি (জুন- ডিসেম্বর)	১৫-২০ (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	সারা বাংলাদেশে চাষযোগ্য লতানো ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। ফলের গড় ওজন ৩৭৫ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮১% ও হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৩%) খেতে সুস্বাদু।
বারি জলপাই-১	২০১৪	রবি (মধ্য নভেম্বর- নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে)	১৫-২০ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। গড় ফলের ওজন ৪৬ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮৫।
বারি কদবেল-১	২০১৪	রবি (অক্টোবর- নভেম্বর)	৫-৮ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী বানান জাতের একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের গড় ওজন ৩৪৪ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৬৯ ভাগ, (টিএসএস ১৮%) খেতে টকমিষ্টি।
মসলা					
বারি মরিচ- ১	২০০১	সারা বছর	১০-১২ (কাঁচা) ২.৫-৩.০ (শুকনা)	১২০-১৫০	গাছ ঝোপালো হওয়ায় বাহির থেকে কাঁচা মরিচ দেখা যায় না। তাই অনিষ্টকারী পাখির উপদ্রব কম হয়। প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি মরিচ ধরে। মরিচ পাকা অবস্থায় চকচকে লাল। কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনীয়। বীজ হার ০.৮-১.০ কেজি/হেক্টর।
বারি মরিচ- ২	২০১৩	খরিফ	২০-২২ (কাঁচা)	২৪০-২৫০	প্রতিটি গাছে ৪৫০-৫০০টি মরিচ ধরে। গাছপ্রতি ৭০০-৭৫০ গ্রাম কাঁচা মরিচ পাওয়া যায়। ১০০০ বীজের ওজন ৪.৫ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি কাঁচা মরিচের ফলন ২০-২২ টন। বীজ হার ০.৮-২.০ কেজি/হেক্টর।
বারি মরিচ- ৩	২০১৩	রবি	৮-১০ (পাকা)	১৬০-১৯০	রোগের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। অপরিপক্ক অবস্থায় হালকা সবুজ এবং পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে। পরিপক্ক লাল ও শুকনা মরিচের অনুপাত ৪:১।
বারি পেঁয়াজ-১	১৯৯৬	রবি	১২-১৮ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দ বাঁকায়ুক্ত। গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৫৫ সেন্টিমিটার। প্রতিটি কন্দের ওজন প্রায় ৩০-৪০ গ্রাম। বীজ হার ৪-৪.৫ কেজি/হেক্টর।
বারি পেঁয়াজ-২	২০০০	খরিফ	১২-১৪ (কন্দ)	৯০-১০৫	কন্দ গোলাকার এবং লালচে বর্ণের। গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৫৫-৬৫ গ্রাম। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর। কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলানোয়ুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি পেঁয়াজ-৩	২০০০	খরিফ	১৪-১৮ (কন্দ)	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৫০-৫৫ গ্রাম। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর। কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি পেঁয়াজ -৪	২০০৮	রবি	১২-১৬ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দ ধূসর লালচে বর্ণের এবং বাঁকায়ুক্ত। গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৬০ সেন্টিমিটার। প্রতিটি শব্দকন্দের গড় ওজন ৬০-৭৫ গ্রাম। বীজ হার ৪-৪.৫ কেজি/হেক্টর।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি পেঁয়াজ -৫	২০০৮	খরিফ	১৬-২২	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম হয়। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর।
বারি রসুন-১	২০০৪	রবি (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	৬-৭	১৩৫-১৫০	গাছের উচ্চতা ৬০-৬২ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন ১৯- ২০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। এ জাতটি উইরান ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি রসুন-২	২০০৬	রবি (মধ্য অক্টোবর-মার্চ) রবি/খরিফ	৭-৮	১৩৫-১৫০	গাছের উচ্চতা ৫৬-৫৮ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন ২২- ২৩ গ্রাম পর্যন্ত হয়। এ জাতটি উইরান ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি হলুদ-১ (সিন্দুরী)	১৯৯৬	এপ্রিল- ফেব্রুয়ারি রবি/খরিফ	২৮-৩২ (কাঁচা)	২৭০-২৮০	গাছের উচ্চতা প্রায় ৮৫-৯০ সেন্টিমিটার। মোথার ওজন প্রায় ১২৫-১৩০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন প্রায় ৪০০-৪২০ গ্রাম। রঙ গাঢ় হলুদ।
বারি হলুদ-২ (ডিমালা)	১৯৯৬	এপ্রিল- ফেব্রুয়ারি রবি/খরিফ	২৫-২৮ (কাঁচা)	২৭০-২৮০	গাছের গড় উচ্চতা ৮৫-৮৭ সেন্টিমিটার। মোথার ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন ৩৭৫-৩৮০ গ্রাম। রঙ গাঢ় হলুদ।
বারি হলুদ-৩	২০০০	এপ্রিল- ফেব্রুয়ারি রবি/খরিফ	২৫-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	গাছের উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১০-১২৫ সেন্টিমিটার। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন প্রায় ৪০০-৪৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। রঙ গাঢ় হলুদ।
বারি হলুদ-৪	২০১৩	মধ্য এপ্রিল- মধ্য ফেব্রুয়ারি রবি/খরিফ	২৮-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেন্টিমিটার। অন্তর রঙ (Core color) কমলা হলুদ (Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২০-২২ ভাগ।
বারি হলুদ-৫	২০১৩	মধ্য এপ্রিল- মধ্য ফেব্রুয়ারি রবি/খরিফ	১৮-২০ (কাঁচা)	২৭০ -৩০০	গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেন্টিমিটার অন্তর রঙ (Core color) গাঢ় কমলা হলুদ (Deep Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২৬-৩০ ভাগ।
বারি আদা-১	২০০৯	এপ্রিল- ফেব্রুয়ারি রবি/খরিফ	৩০-৩২ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	এ জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৭৯-৮২ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছে প্রাইমারি রাইজোমের সংখ্যা ৫৪-৫৭টি ও সেকেন্ডারি রাইজোমের সংখ্যা ৩৯০-৩৯৫টি পর্যন্ত থেকে পারে। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি ধনিয়া-১	১৯৯৬	রবি (নভেম্বর -মার্চ)	৩.৫-৪.০ পাতা	১২০-১৩৫	প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি বীজ হতে পারে। বীজগুলো হরিদ্রা বর্ণের মাঝারি আকারের। পাতা ও বীজ উভয়ই ব্যবহার্য।
বারি বিলাতি ধনিয়া-১	২০১৩	সারা বছর	৩০-৫০ (পাতা) ৩০০-৪০০ কেজি (বীজ)	১৫০-২৮০	পাতা জাতীয় মসলা যা সারা বছর চাষ করা যায়। খুব ভালো ঔষধি গুণাগুণ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশে ও বিদেশে চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া এ ফসল চাষের জন্য বেশ উপযোগী।
বারি কালোজিরা-১	২০০৯	রবি (নভেম্বর -মার্চ)	০.৮-১.০	১২০-১৩৫	এ জাতের প্রতিটি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.০০-৩.২৫ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মেথী-১	২০০০	রবি (নভেম্বর-মার্চ)	১.২-১.৫	১২০-১৩৫	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ৪০-৪৫টি। এ জাতে রোগ বালাই নেই বললেই চলে।
বারি মেথী-২	২০০৬	রবি (মধ্য অক্টোবর - মার্চ)	১.৮-২.১ কেজি	১২০-১৩৫	গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেন্টিমিটার। বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামি বর্ণের। এ জাতটিও রোগ বালাই সহনশীল।
জৈন্তা গোলমরিচ	১৯৮৮	বহুবর্ষী ফসল	২-২.২৫ কেজি/গাছ (প্রতি বছর)	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	উচ্চ পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ এবং উচ্চ মূল্যের মসলা ফসল। চারি রোপনের ৩-৪ বছর পর গাছ ফল দিতে শুরু করে। ৭- ৮ বছর বয়স পর্যন্ত উপযুক্ত পরিচর্যা ফলন দিয়ে থাকে। পৌষ-মাঘ মাস গোলমরিচ তোলার উপযুক্ত সময়।
বারি পান-১	১৯৯৬	বহুবর্ষী ফসল	৩৬ লাখ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-৩টি, খরিপ-৫টি।
বারি পান-২	১৯৯৬	বহুবর্ষী ফসল	৪০ লাখ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-৩টি, খরিপ-৫টি।
বারি পান-৩	১৯৯৮	বহুবর্ষী ফসল	৩২ লাখ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-২টি, খরিপ-৫টি।
বারি আলুবোখার-১	২০১৩	ফেব্রুয়ারি-জুন	৭.০৩	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	ফলগুলো প্রচুর ভিটামিন এবং ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। মাঝামাঝি আকৃতির একটি ফলের ওজন প্রায় ৮.৬ গ্রাম এবং ব্রিন্ন মান ১০.৬%। ফলের প্রায় ৯৭.৪% ভক্ষণযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়া এর চাষের জন্য বেশ উপযোগী।
বারি পাতা পেঁয়াজ-১	২০১৪	সারা বছর	১০-১৩ (পাতা) ৪২০-১৩৪০ কেজি/হে. (বীজ)	৩৬০-৩৬৫	এ জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষের উপযোগী এবং রোগ সহনশীল হওয়ায় ভালো ফলন দেয়। গাছের উচ্চতা প্রায় ৪৩-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি গাছে প্রায় ৬-৮টি গোছা থাকে।
বারি আলু- ২৯ (কারেজ)	২০০৮	রবি	২০-২৬	৮৫-৯০	আলু গোল থেকে ডিম্বাকৃতির। আলুর লাল রঙের, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হলুদাভ সাদা। প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
বারি আলু- ৩০ (মেরিডিয়ান)	২০০৯	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির, রঙ সাদা ও ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ ক্রিম। প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
বারি আলু- ৩১ (সাগিটা)	২০১০	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির, বড়, রঙ হালকা হলুদাভ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু- ৩২ (কুইন্সি)	২০১০	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর আকার বড় আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু- ৩৩ (আলমিরা)	২০১১	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রঙ হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে.টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু- ৩৪ (লরা)	২০১১	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার ও মাঝারি আকৃতির। আলুর রঙ লাল। আলুর শাঁসের রঙ গাঢ় হলুদ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
বারি আলু- ৩৫	২০১২	রবি	৩০-৪৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলু রঙ বাদামি (হলুদাভ)। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৩৬	২০১২	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ লাল। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৩৭	২০১২	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামি (হলুদাভ), চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ ও চোখ অপভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৩৮	২০১২	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামি (হলুদাভ)। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৩৯	২০১২	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামি। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪০	২০১২	রবি	৩৫-৫৫	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪১	২০১২	রবি	৩৮-৪৪	৯০-৯৫	আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রঙ গাঢ় লাল। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪২	২০১২	রবি	২৫-৪০	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪৩	২০১২	রবি	২৫-৫০	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ ক্রিম। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রঙনিযোগ্য ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪৪	২০১২	রবি	২৫-৫০	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ ক্রিম। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪৫	২০১২	রবি	২৫-৫০	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪৬	২০১৩	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ ক্রিম। এ জাতটি নাবি ধরসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু- ৪৭	২০১৪	রবি	৩২.৩৬- ৬৩.০৬	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি ও ছোট থেকে মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৪৮	২০১৪	রবি	২৬.০৫- ৬২.৪১	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৪৮	২০১৪	রবি	২৬.০৫- ৬২.৪১	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৪৯	২০১৪	রবি	২৫.৩২- ৬৬.১১	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলু চামড়ার রঙ হলুদ, শাসের রঙ ক্রিম। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫০	২০১৪	রবি	৩৪.৫২- ৬২.৮৭	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল, শাসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫১	২০১৪	রবি	৩৬.৬৯- ৪৭.৩১	৯০-৯৫	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল, শাসের রঙ হলুদ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫২	২০১৪	রবি	৩০.৬৭- ৫৩.২৪	৯০-৯৫	আলু বড় আকারের খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি। চামড়ার রঙ হলুদ, শাসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৩	২০১৪	রবি	৩২-৩৪	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ গাঢ় লাল। আলুর শাসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৪	২০১৪	রবি	২৫.৫৯- ৫৭.৫১	৯০-৯৫	আলু মাঝারি আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি। চামড়ার রঙ হলুদ, শাসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৫	২০১৪	রবি	৩০-৩৩	৯০-৯৫	আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি। চামড়ার রঙ লাল, শাসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৬	২০১৪	রবি	২৯.৬৪- ৪৫.০১	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল (বেগুনি), চামড়া মসৃণ, শাসের রঙ হলুদ। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫৭	২০১৪	রবি	২৯.৩৪- ৪৫.২৪	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হলুদ, চামড়া মসৃণ, শাসের রঙ সাদা। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫৮	২০১৪	রবি	৪২.৪৬- ৪৬.৬৩	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ, রঙ হলুদ। শাসের রঙ ক্রিম। এ জাতটি খাবার উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৫৯	২০১৪	রবি	৩৯.২৪-৪৮.৮৮	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ। শাসের রঙ ক্রিম এ জাতটি খাবার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-৬০	২০১৪	রবি	৩৫.৭৯-৪৮.২৯	৯০-৯৫	আলু লম্বাটে থেকে বেশি লম্বাটে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ। শাসের রঙ ক্রিম এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৬১	২০১৪	রবি	৩৬.৪৪-৪৩.৫৭	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি এবং বেশি লম্বাটে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি টিপিএস-১	১৯৯৭	রবি	সিডলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫	গোল-ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির ও উজ্জ্বল ক্রিম বর্ণের। শাস ফ্যাকাসে হলুদ, সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন সুগন্ধবহুয় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজজনিত ব্যয় কমানো সম্ভব। চাষিরা নিজের সংগৃহীত দ্বিতীয় বছরের সিডলিং টিউবার পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।
বারি টিপিএস-২	১৯৯৭	রবি	সিডলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫	গোল-ডিম্বাকৃতি, তুচ্ছ মসৃণ। আলু হালকা হলুদ বর্ণের, শাস ফ্যাকাসে হলুদ, চোঁখ কমিষ্ক গভীর। ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন সুগন্ধবহুয় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব। চাষিরা নিজের সংগৃহীত দ্বিতীয় বছরের সিডলিং টিউবার পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।
মিষ্টিআলু					
বারি মিষ্টিআলু-১ (তৃপ্তি)	১৯৮৬	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০	লতার বর্ষ বেগুনি ও লোমশ, কন্দমূলের চামড়া সাদা, শাস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২২.৫%, ভিটামিন-এ ৪৫০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-২ (কমলাসুন্দরী)	১৯৮৬	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০	লতার অর্ধভাগ বেগুনি, কন্দমূলের চামড়া কমলা, শাস গাঢ় কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২০%, ভিটামিন-এ ৭৫০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৩ (দৌলতপুরী)	১৯৮৮	রবি	৩০-৩৫	১৪০-১৫০	কন্দমূলের চামড়া সাদা, শাস সাদা, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩০%, ভিটামিন-এ নাই বললেই চলে।
বারি মিষ্টিআলু-৪	১৯৯৪	রবি	৩০-৩৫	১২০-১৩৫	লতার অর্ধভাগ ও অর্ধভাগের পাতা বেগুনি, পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনি বর্ণের হয়ে থাকে। কন্দমূলের চামড়া ও শাস কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৭%, ভিটামিন-এ ১০৫০ আ.এ./১০০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টল)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মিষ্টিআলু-৫	১৯৯৪	রবি	৩০-৩৫	১২০-১৩৫	কন্দমূলের চামড়া গাঢ় হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩১.০ %, ভিটামিন-এ ১০০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৬ (লাল কুঠি)	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	কন্দমূলের চামড়া হলুদাভ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ২২০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫ %, ভিটামিন-এ ৮০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৭ (কাল মেঘ)	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ২২০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫%, ভিটামিন-এ ৭০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৮	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস মাঝারি হলুদ রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫%, ভিটামিন-এ ৬৫০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৯	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫.৬%, ভিটামিন-এ ৭৩০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১০	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	কন্দমূলের চামড়া বাদামি ও শাঁস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৮.১১%, ভিটামিন-এ ৪০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১১	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫.৪৪%, ভিটামিন-এ ৫০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১২	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৯.৪৬%, ভিটামিন-এ ১৩২০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১৩	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৮.৯৩%, ভিটামিন-এ ৫৮০০ আ.এ./১০০ গ্রাম।

কচু

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টল)	জীবন কাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মুখীকচু-১ (বিলাসী)	১৯৮৮	খরিফ	২৫-৩০	১৮০-২০০	মুখী ডিম্বাকৃতির হয়। সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু। সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায় এবং গলা চুলকানি মুক্ত।
বারি মুখীকচু-২	২০১৩	খরিফ	৩০-৩৫	১৮০-২০০	বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্র ফলকের সংযোগস্থল সবুজ রঙের। মুখী ধূসর রঙের এবং শাঁস সাদা। মুখী সহজে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত।
বারি পানিকচু-১ (লতিরাজ)	১৯৮৮		২৫-৩০ (লতি) ১৫-২০ (রাইজোম)	১৮০-২৭০	লতি লম্বায় ৯০-১০০ সেমি.। লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ এবং গলা চুলকানি মুক্ত হয়। বোঁটা এবং পাতার সংযোগস্থলের উপরিভাগের রঙ বেগুনি।
বারি পানিকচু-২	২০০৮	খরিফ	২৫-৩০ (লতি) ১৮-২২ (রাইজোম)	২৫০-৩০০	বোঁটা সবুজ, বোঁটা ও পাতার সংযোগস্থল সবুজ। জাতটি প্রচুর সংখ্যায় উৎকৃষ্টমানের লতি উৎপাদন করে যার প্রতিটি প্রায় ৪০-৫০ সেমি. লম্বা লতি হালকা সবুজ বর্ণের, গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত মোটা।
বারি পানিকচু-৩	২০০৮	খরিফ	১০-১২ (লতি) ২৫-৩০ (রাইজোম)	২৫০-৩০০	বোঁটা ও পাতার সংযোগস্থল হালকা বেগুনি। পাতার বোঁটায় বেগুনি রঙের ডোরাকাটা দাগ আছে। প্রতিটি কাণ্ড প্রায় ৪০-৫০ সেমি. লম্বা। কাণ্ডই হলো এ ফসলের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ। লতি হালকা সবুজ বর্ণের।
বারি পানিকচু-৪	২০১৩	খরিফ	৫-৮ (লতি) ৩৫-৪৫ (রাইজোম)	২৫০-৩০০	কাণ্ড মোটা এবং গোলাপি রঙের। বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্র ফলকের সংযোগস্থল গোলাপি রঙের। রাইজোম গোলাপি রঙের এবং শাঁস হালকা গোলাপি যা অন্য জাত থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি মূলত রাইজোম উৎপন্ন করে, তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে।
বারি পানিকচু-৫	২০১৩	খরিফ	৫-৭ (লতি) ৪০-৪৫ (রাইজোম)	২৫০-৩০০	কাণ্ড মোটা এবং সবুজ রঙের। বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্র ফলকের সংযোগস্থল সবুজ রঙের। রাইজোম হালকা সবুজ রঙের এবং শাঁস সাদাটে। এটি মূলত রাইজোম উৎপন্ন করে, তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি অর্কিড-১	২০০৩				Long flower stalk with 12-15 florets. Having sweet fragrance and vase life is 25-30 days.
বারি গ্লাডিওলাস-১	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০-২,০০,০০০ স্টিক	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	Long flower stalk with 12-14 numbers of red florets. Distinct yellow colour present in two petals. Vase life is 8-10 days.
বারি গ্লাডিওলাস-২	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০-২,০০,০০০ স্টিক	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	Long flower stalk with 12-14 number florets of deep magenta colour. Distinct cream colour present in two petals and other petals with white stripe. Vase life is 8-10 days
বারি গ্লাডিওলাস-৩	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০-২,০০,০০০ স্টিক	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	ফুলের রঙ সাদা স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি গ্লাডিওলাস-৪	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০-২,০০,০০০ স্টিক	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	ফুলের রঙ আকর্ষণীয় গোলাপি স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি গ্লাডিওলাস-৫	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০-২,০০,০০০ স্টিক	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	ফুলের রঙ আকর্ষণীয় হলুদ এবং ৯.০-৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৮০-৮৫ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-১	২০০৯	রবি	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা প্রায় ২০-৩০টি	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	ফুলের রঙ হলুদ, 'এনিমোন' প্রকৃতির ফুলের সজীবতা প্রায় ৯-১০ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-২	২০০৯	রবি	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫টি	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	ফুলের রঙ সাদা ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩	২০০৯	রবি	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা প্রায় ২০-২৫টি	১২০-১৫০ (মৌসুমি)	ফুলের রঙ মেজেন্টা। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি জারবেরা-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভালো হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা প্রায় ১৮-২০টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	গাছ রোমাবৃত (Hairy) ফুলের রঙ গাঢ় লাল, ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি জারবেরা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভালো হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা প্রায় ২০-২২টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	ফুলের রঙ সাদা ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি অ্যানথুরিয়াম-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভালো হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা প্রায় ৫-৬টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	অ্যানথুরিয়াম কাওহীন হারবেসিয়াস জাতীয় বাহারী পাতা ও ফুলের গাছ। গাঢ় লাল রঙের স্প্যাথ ও হলুদাভ রঙের স্প্যাডিক্স এ জাতটির বৈশিষ্ট্য। ফুলের সজীবতা প্রায় ১৯-২০ দিন।
বারি ডালিয়া-১	২০০৯	রবি	গাছপ্রতি ফুলের সংখ্যা প্রায় ১৪-১৫টি	১২০-১৩০ (মৌসুমি)	এটি লাল এবং সাদা মিশ্রণের ফুল গাছে ফুলের সজীবতা থাকে প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি লিলি-১	২০০৯	খরিফ	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫-৬টি	১২০-১৩০ (মৌসুমি)	আকর্ষণীয় লাল রঙের ফুল ফুলের সজীবতা থাকে প্রায় ৫-৬ দিন।
বারি এলাপিনিয়া-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে গ্রীষ্ম মৌসুমে বেশি ভালো হয়	প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা বছরে প্রায় ১০-১২টি	বহু বর্ষজীবী, সারা বছর	গাঢ় লাল রঙের প্রায় ১৭.০-১৮.০ সে. মি. লম্বা মঞ্জুরি বিশিষ্ট ফুল। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি গাঁদা-১	২০০৯	খরিফ	৫.০ - ৫.৫ লাখ	১০০-১২০ (মৌসুমি)	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। আকর্ষণীয় কমলা রঙের ফুল যা রোগবাহ্যিসহিষ্ণু জাত।

তথ্য সূত্র : বিএআরই-২০১৬

ডিজিটালে গড়লে কৃষি
সুখে থাকবে দিবানিশি

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ফসলের জাত

ফসল/জাত	অবমুক্ত সাল	উৎপাদনের মৌসুম	বপন সময়	ফলন (মেস/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
ক) দেশি পাট (<i>Corchorus capsularis</i> L.)						
১) ডি-১৫৪-২	১৯৬১	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র	২.২৪	১২০-১৩০	বাঁটার উপরিভাগ মোলা তামাটে। অন্যান্য জাতের চেয়ে কাণ্ডের গোড়া অপেক্ষাকৃত মোটা। পরিণত বয়সে কাণ্ডের আগায় ও ডালে তামাটে রঙ দেখা দেয়।
২) সিভিএল-১	১৯৭৭	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ	২.৪৬	১২০-১৩০	উচ্চফলনশীল ও সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত।
৩) সিভিই-৩	১৯৭৭	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র	১.৯৭	১০৫-১১০	পাতার বাঁটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে রঙ দেখা যায়। পরিণত বয়সে গাছের ডালে তামাটে রঙ দেখা যায়। পাতা হালকা সবুজ, সিভিএল-১ এর চেয়ে সরু, ছোট ও বর্শাকৃত।
৪) সিসি-৪৫	১৯৭৯	খরিফ-১	১ ফাল্গুন থেকে ১৫ বৈশাখ	২.৪৯	১৩৫-১৮০	আগাম বপনোপযোগী, বাঁটার উপরিভাগে হালকা তামাটে রঙ থাকে। এ গাছে ফুল আসতে ১৫০ দিনের অধিক সময় লাগে।
৫) বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি-৭৩০)	১৯৯৫	খরিফ-১	১ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ	২.৪৫	১০৫-১১৫	আগু বপনোপযোগী, পাতা বাঁটার উপরিভাগ হালকা তামাটে রঙ। পাতার আকার সিভিএল-১ এর মতো তবে তার চেয়ে ছোট।
৬) বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩)	১৯৯৫	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ	২.১২	৯৫-১০০	আগু পরিপকু, পাতা সিভিএল-১ জাতের চেয়ে সরু। বপনের ৯০-৯৫ দিনে ফুল আসে। তিন ফসলি শস্যক্রমের জন্য খুবই উপযোগী।
৭) বিজেআরআই দেশী পাট-৭ (বিজেসি-২১৪২)	২০০৮	খরিফ-১	১ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ	২.৫০	১০০-১১০	বীজের রঙ নীল, আঁশ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের, ফলে ব্রিচিং খরচ কম। আলু চাষের জমিতে এ জাত বপন না করাই শ্রেয়ঃ।
৮) বিজেআরআই দেশী পাট-৮ (বিজেসি-২১৯৭)	২০১৩	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ	৩.০০	১১০-১১৫	এ জাতটি দ্রুতবর্ধনশীল, মৃদু লবণাক্ততাসহিষ্ণু ও মৌজাইক রোগ প্রতিরোধী। কাণ্ড হালকা লাল, পাতার বাঁটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে লাল এবং নিম্নভাগে বাঁটা ও ফলকের সংযোগস্থলে আঁটির মতো গাঢ় লাল রঙের গোল দাগ আছে।
খ) তোষা পাট (<i>Corchorus olitorius</i> L.)						
১) ও-৪	১৯৬৭	খরিফ-১	১ বৈশাখ-৩০ বৈশাখ	২.৩২	১২০-১৩৫	উঁচু জমিতে বপনযোগ্য, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, উচ্চফলনশীল জাত।
২) ও-৯৮৯৭	১৯৮৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	২.৭৩	১২০-১৫০	আগাম বপনযোগ্য, বীজের রঙ সবুজ নীলাভ। উচ্চফলনশীল জাত। বীজের আকার ও-৪ জাতের চেয়ে ছোট।

৩) ওএম-১	১৯৯৫	খরিফ-১	২৫ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ	২.৪৯	১২০-১৫০	আলোক সংবেদনশীলতা কম, আগাম বপনযোগ্য, আঁশ উন্নতমানের, পাতার আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড় বীজের রঙ গাঢ় খয়েরি, উচ্চফলনশীল জাত।
৪) বিজেআরআই তোষ পাট-৪ (৫-৭২)	২০০২	খরিফ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	২.৯২	১২০-১৪০	দ্রুতবর্ধনশীল, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য।
৫) বিজেআরআই তোষ পাট-৫ ও- ৭৯৫ (লাল তোষা)	২০০৮	খরিফ-১	১৫ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ	৩.০০	১২০-১৩০	দ্রুতবর্ধনশীল, কাণ্ড লাল বা লালচে, পত্র বাঁটার ওপর অংশ তামাটে লাল, বীজের রঙ নীল, আঁশের রঙ উজ্জ্বল সোনালি।
৬) বিজেআরআই তোষ পাট-৬ (৩- ৩৮২০)	২০১৩	খরিফ-১	১৬ চৈত্র-১ জ্যৈষ্ঠ	৩.৫০	১৩০-১৩৫	এ জাতটি আলোকসংবেদনশীল। বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, নারীতে বপনোপযোগী, দ্রুতবর্ধনশীল, আগাম পরিপকু উচ্চফলনশীল। আঁশের মান ভালো এবং রঙ উজ্জ্বল সোনালি।

(গ) কেনাফ (*Hibiscus cannabinus* L.)

১) এইচসি-২	১৯৭৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	৩.৩৫	১২৫-১৫৫	কাণ্ড সবুজ আগার দিকে তামাটে লাল। উঁচু নিচু সব জমিতেই বপন উপযোগী, দ্রুতবর্ধনশীল ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। আঁশ উজ্জ্বল। অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ এবং কাগজের মণ্ড তৈরির উপযোগী। উচ্চফলনশীল জাত।
২) এইচসি-৯৫	১৯৯৫	খরিফ-১	১৬ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	৩.৫০	১৫০-১৬০	কেনাফ-এইচসি-২ এর চেয়ে অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ। আঁশ উজ্জ্বল। উঁচু, নিচু ও মাঝারি সব জমিতেই বপনোপযোগী। জলাবদ্ধতা সহনশীল।
৩) বিজেআরআই কেনাফ-৩ (কট কেনাফ)	২০১০	খরিফ-১	১লা চৈত্র- ৩০শে বৈশাখ	৩.৬০	১৫০-১৬০	পরিণত বয়সে সূর্যের আলোতে কাণ্ড হালকা তামাটে রঙ ধারণ করতে পারে। দ্রুত বর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও বায়োমাস সম্পূর্ণ। উঁচু, নিচু, পাহাড়ি, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপনোপযোগী। ফল ডিম্বাকৃতি, বীজ তিন কোনাকৃতি ধূসর বর্ণের।

ঘ) মেস্তা (*Hibiscus sabdariffa* L.)

এইচএস-২৪	১৯৭৭	খরিফ-১	১ চৈত্র- ৩০ বৈশাখ	২.৮৫	১৮০-২১০	ফুল হালকা হলদে রঙের। ফলের রঙ লালচে দাগসহ হালকা সবুজ। বীজ কিডনি আকারের ও হালকা খয়েরি রঙ। এ জাতটি নেমাতোড প্রতিরোধী। উঁচু, মাঝারি-উঁচু, খরাপীড়িত চর এলাকার পতিত বেলে জমিতে বপনযোগ্য।
২) বিজেআর আই মেস্তা- ২ (সবজি)	২০১০	খরিফ-১	১ চৈত্র- ৩০ জ্যৈষ্ঠ	পাতা : ৬.০০-৭.০০ বৃতি : ২.০- ২.৫০	১৮০-২১০	পাতা ও বৃতি তরকারি রান্না করে খাওয়া যায়। বৃতি দিয়ে জেলি, জুস, জ্যাম, আচার ইত্যাদি কনফেকশনারি খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা যায় এবং টুক রান্না করে খাওয়া যায়। উঁচু, মাঝারি-উঁচু জমিতে এবং বাঁড়ির আঁঠোয় চাষ করা যায়। ফল গাঢ় লাল। ফল থেকে বৃতি সংগ্রহ করে খাওয়া যায়। খরা সহনশীল ও নিমাতোড প্রতিরোধী। জলাবদ্ধতা সহ করতে পারে না। বীজ থেকে ২০% খাবার তেল পাওয়া যায়।

তথ্য সূত্র : বিজেআরআই-২০১৬

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষুর তথ্যাবলি

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	গড় ফলন (মে.টন/হেক্টর)	চিনি ধারণ ক্ষমতা (%)	বৈশিষ্ট্য
ঈশ্বরদী ২৭	১৯৯৫	৭০	১৪.৭৪	লাল পচা রোগ প্রতিরোধী, আগাম পরিপকু, উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ২৮	১৯৯৬	৭৮	১৪.৩১	মধ্যম পরিপকু, লবণাক্ততাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ ভালো হয় এবং গুড়ের জন্য ভালো, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ২৯	১৯৯৮	৭১	১৪.২৯	মধ্যম পরিপকু, বন্যাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩০	২০০০	৭৮	১৪.৫৯	আগাম পরিপকু, মাঝারি লম্বা, বন্যাসহিষ্ণু, লাল পচা রোগ প্রতিরোধী, উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩২	২০০২	১০৪	১২.৬০	মধ্যম পরিপকু, খরা এবং বন্যাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৩	২০০২	৯৯	১৪.৯৫	আগাম পরিপকু, খরা এবং বন্যাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ চাষ করা যায়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৪	২০০২	৯৩	১২.৮৩	মধ্যম পরিপকু, খরা বন্যা এবং জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ চাষ এবং গুড় তৈরির জন্য ভালো, কদাচিৎ ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৫	২০০৩	৯৪	১৫.১০	আগাম পরিপকু, খরাসহিষ্ণু, উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৬	২০০৩	৮৯	১৪.৬০	আগাম পরিপকু, খরা ও বন্যাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, মুড়ি আখ চাষ করা যায়, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ৩৭	২০০৬	১০১	১৪.৪২	আগাম পরিপকু, খরা বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ৩৮	২০০৭	১১০	১৪.৬৮	আগাম পরিপকু, বন্যাসহিষ্ণু তবে মাঝারি ধরনের খরা এবং জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, উন্নতমানের গুড় তৈরি যায়, কদাচিৎ ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৯	২০০৯	১০১	১৪.২৩	আগাম পরিপকু, খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু, লাল পচা রোগ প্রতিরোধী, উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, চর এবং নিচু জমির জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৪০	২০০৯	১০৩	১৪.৮৬	আগাম পরিপকু, খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু, লাল পচা রোগ প্রতিরোধী, উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, চর এবং নিচু জমির জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪১	২০১২	১৩৯	১২.১০	মধ্যম পরিপকু, খরাসহিষ্ণু এবং গুড়ের গুণগতমান ভালো, চিবিয়ে ও রস করে খাওয়ার উপযোগী, কদাচিৎ ফুল হয়।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	গড় ফলন (মে.টন/হেক্টর)	চিনি ধারণ ক্ষমতা (%)	বৈশিষ্ট্য
বিএসআরআই আখ ৪২	২০১৪	১৬৯.৫৭	১১.১১	আগাম পরিপকু, খরাসহিষ্ণু, চিবিয়ে এবং রস করে খাওয়ার উপযোগী, ফুল হয় না।
বিএসআরআই আখ ৪৩	২০১৪	১১৮.৩৬	১২.৩০	সোমাক্রোনাল ডারিয়েন্ট তৈরির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ইক্ষু জাত, আগাম পরিপকু, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। তবে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ক্ষমতা মাঝারি ধরনের। মুড়ি আখ চাষের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪৪	২০১৪	১০৬.৯১	১২.৪২	আগাম পরিপকু এবং ফুল হয় না, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু।
বিএসআরআই আখ ৪৫	২০১৬	১০৫	১৩.৯৪	আগাম পরিপকু এবং ফুল। খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু, লাল পচা ও স্মাট রোগ প্রতিরোধী, মুড়ি আখ চাষ ও গুড় তৈরির জন্য ভালো।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশকৃত সুগারবিটের তথ্যাবলি

জাত	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (মে.টন/হেক্টর)	চিনি ধারণ ক্ষমতা (%)
কাভেরী	১৬০	১০০.০০	১৩.৯০
শুভ্রা	১৬০	৭৫.৫৭	১৩.১৩
এইচ আই-০০৪৪	১৬০	৮০.০০	১৫.৮৬
এইচ আই ০৪৭৩	১৬০	৮০.০০	১৫.৮৬
এস জেড ৩৫	১৬০	৯৫.৮০	১৩.৫০
পিএসি ৬০০০০৮	১৬০	৯৫.৫৭	১৪.৪১
এসভি ৮৯১	১৬০	১০৭.৫৭	১৩.৩৭
এসভি ৮৯২	১৬০	১০০.৮৭	১৪.২২
আরাক্ষা	১৬০	১০৮.৮৭	১২.৮৯
নাটুরা	১৬০	১০১.৩৩	১২.৩৯

তথ্য সূত্র : বিএসআরআই-২০১৬

রোগবালাই আর রাতকানা থেকে বাঁচতে যদি চান
শাকসবজি আর রঙিন ফল শিশুকে খাওয়ান-সিরাজী

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের বিবরণী
বিনা থেকে এ যাবৎ ধান, সরিষা, চীনাবাদাম, মুগ, ছোলা, মসুর, মাসকলাই, টমেটো, পাট, খেসারি, সয়াবিন ও তিলসহ ১২টি ফসলের ৯০টি উন্নত জাত এবং ডাল ও শিমজাতীয় ৮টি শস্যের জন্য ৮টি জীবাণু সার উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
ধান (১৭টি)	ইরাটম-২৪	১৯৭৫	রবি	১৪০-১৪৫	৬.৫	আগাম পাকে, চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা।
			খরিফ-১	১২৫-১৩৫	৩.৫	
	ইরাটম-৩৮	১৯৭৫	রবি (বোরো)	১২০-১২৫	৫.০	গাছ খাটো, আগাম পাকে, চাল চিকন ও মাঝারি মোটা।
			খরিফ-১	১০০-১১০	৩.০	
	বিনাশাইল	১৯৮৭	খরিফ-২	১৩৫-১৪০	৪.০	গাছ লম্বা ও নাবি রোপণউপযোগী, চাল চিকন ও সরু (নাইজার শাইলের অনুরূপ)।
	বিনাধান-৪	১৯৯৮	খরিফ-২ (আমন)	১৩০-১৩৫	৫.০	গাছ লম্বা, আগাম পাকে, চাল মাঝারি চিকন ও সরু।
	বিনাধান-৫	১৯৯৮	রবি	১৪০-১৫০	৭.০	চাল মাঝারি চিকন ও সরু, মাড়াই করা সহজ এবং অধিক খড় পাওয়া যায়।
	বিনাধান-৬	১৯৯৮	রবি (বোরো)	১৫০-১৬০	৭.৫	সর্বোচ্চ ফলন দেয়, চাল মাঝারি মোটা
	বিনাধান-৭	২০০৭	খরিফ (আমন)	১১৫-১২০	৪.৮	আগাম পাকে, গাছ খাটো, চাল চিকন ও সরু।

বিনাধান-৮	২০১০	রবি (বোরো)	১৩০-১৩৫	৫.০ (লবণাক্ত জমি)	লবণাক্তসহিষ্ণু, চারা অবস্থায় ১২-১৪
				৭.৫ (স্বাভাবিক জমি)	ডিএস/মিটার পরিপক্ব অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার। উন্নত জাত সম্পন্ন, গাছ মধ্যম খাটো এবং চাল মোটা।
বিনাধান-৯	২০১২	খরিফ (আমন)	১২০-১২৫	৪.০ (লবণাক্ত জমি)	
				৫.৫ (স্বাভাবিক জমি)	
বিনাধান-৯	২০১২	খরিফ (আমন)	১২০-১২৫	৩.৭৫	আগাম পাকে, গাছ খাটো, চাল চিকন ও সুগন্ধিযুক্ত।
বিনাধান-১০	২০১২	রবি (বোরো)	১২৫-১৩০	৫.৫ (লবণাক্ত জমিতে) ৮.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)	হেলে পড়ে না, দানা ঝরে পড়ে না, চাল মাঝারি মোটা। এটি কুশি অবস্থা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ১০-১২ ডিএস/মিটার এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/ মিটার মাত্রের লবণাক্ততা সহনশীল।

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
বিনাধান-১১	২০১৩	খরিফ (আমন)	১২০-১২৫	৪.০-৪.৫ (জলমগ্ন অবস্থায়)	একটি বন্যাসহিষ্ণু জাত। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৮.১ গ্রাম। চাল লম্বা ও মাঝারি। বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও আংশিক পচা গাছ পুনরায় বৃদ্ধি পায়।	
				৫.০-৫.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)		
বিনাধান-১২	২০১৩	খরিফ (আমন)	১৩৮-১৪২	৩.৫-৪.০ (জলমগ্ন অবস্থায়)	একটি বন্যাসহিষ্ণু জাত। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬.০ গ্রাম। ধানের দানা খাটো ও মাঝারি। এর চাল মিলিকেট চালের মতো। বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও আংশিক পচা গাছ পুনরায় বৃদ্ধি পায়।	
				৪.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)		
বিনাধান-১৩	২০১৩	খরিফ (আমন)	১৩৮-১৪২	৩.২-৩.৭	সুগন্ধিযুক্ত, পরিপক্ব অবস্থায় জাতটির পাতা সবুজ থাকে, হেলে পড়ে না, চিটা হয় না, সব দানা পুষ্ট হয়।	
বিনাধান-১৪	২০১৩	বোরো (রবি)	১২০-১৩০	৬.৮৫	নাবি জাত। ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ থেকে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করা যায়। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.১৮ গ্রাম। জাতটির কাণ্ড শক্ত বিধায় হেলে পড়ে না।	
বিনাধান-১৫	২০১৪	খরিফ (আমন)	১১৫-১২৫	৪.৮	আলো অসংবেদনশীল জাত। ধানের দানা মাঝারি চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.০ গ্রাম।	
বিনাধান-১৬	২০১৪	খরিফ (আমন)	১০০-১০৭	৫.৫	স্বল্পমোয়াদি ও আলোক অসংবেদনশীল জাত। চাল লম্বা ও চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.৪ গ্রাম।	
বিনাধান-১৭	২০১৫	খরিফ (আমন)	১১২-১১৮	৬.৮	উচ্চফলনশীল, খরাসহিষ্ণু (৩০% পানি কম প্রয়োজন) জাত। গাছ খাটো ও শক্ত বলে হেলে পড়ে না। প্রচলিত জাত অপেক্ষা ২০-৩০% সার কম লাগে।	
বিনাধান-১৮	২০১৬	রবি (বোরো)	১৪৮-১৫৩	৭.২৫	চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা। জাত ব্রিধান২৯ অপেক্ষা ১৩-১৫ দিন আগে পাকে। চাল হালকা সুগন্ধিযুক্ত।	
গম (১টি)	বিনাগম-১	২০১৬	রবি	১০০-১২০	৩.৫	উচ্চফলনশীল, লবণাক্ততাসহিষ্ণু (৮-১০ ডিএস/মি.), পাতা ও কাণ্ডে মোমের আন্তরণ বিদ্যমান।
সরিষা (১০টি)	সফল	১৯৯১	রবি	৯০-৯৫	১.৭	অধিক খড় সম্পন্ন উফশী জাত।
	অগ্রণী	১৯৯১		৮৫-৯০	১.৭৫	
	বিনাসরিষা-৩	১৯৯৭		৮৫-৯০	১.৯	বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪%, খাটো জাত, অল্টারনেরিয়া রোগ সহনশীল।
	বিনাসরিষা-৪	১৯৯৭		৮০-৮৫	২.০	
	বিনাসরিষা-৫	২০০২		৮৫-৯০	১.৬	গাছ খাটো ও লবণসহিষ্ণু জাত।

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
বিনাসরিষা-৬	২০০২	রবি	৯০-৯৫	১.৫	গাছ লম্বা ও লবণসহিষ্ণু জাত।	
	২০১১		১০২-১১০	২.০	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%, গাছ লম্বা।	
	২০১১		১০০-১০৮	১.৭		
	২০১৩		৭৫-৮০	১.৮	গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি। অলটারনারিয়াজনিত পাতা ও ফলের ঝলসানো রোগ সহনশীল। ১০০০টি বীজের ওজন ২.৯-৩.৫০ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%।	
	২০১৩		৭৮-৮২	১.৮	গাছের উচ্চতা ৯৫-১০৫ সেমি। ১০০০টি বীজের ওজন ২.৮০-২.৯৫ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২%।	
চীনাবাদাম (৯টি)	বিনাচীনাবাদাম-১	২০০০	রবি	১৫০-১৬০	২.৮০	বড় দানা, রোগবালাই সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন জাত।
		খরিফ-১	১২৫-১৩৫	২.০০		
	বিনাচীনাবাদাম-২	২০০০	রবি	১৫০-১৬০	২.৫০	উফশী জাত, আগাম পাকে ও রোগ বালাই সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন।
		খরিফ-১	১২৫-১৩৫	১.২০		
	বিনাচীনাবাদাম-৩	২০০০	রবি	১৫০-১৬০	২.৫০	বড় দানা ও রোগবালাই সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন জাত।
		খরিফ-১	১২৫-১৩৫	১.২০	পড়ের আকার মধ্যম। ফলন সবচেয়ে বেশি। আগাম পরিপক্ব হয়। বাদামে দানার হার বেশি।	
	বিনাচীনাবাদাম-৪	২০০৮	রবি	১৫০-১৫৫	৩.০	
			খরিফ-১	১২৫-১৩৫	১.২	
	বিনাচীনাবাদাম-৫	২০১১	রবি	১৪০-১৫০	২.৩	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে; খুলনা ও পটুয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভালো ফলন দেয়।
বিনাচীনাবাদাম-৬	২০১১		১৪০-১৫০	২.৪	গাছ খাটো। ফুল ফোটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে; বাগেরহাট, খুলনা ও নোয়াখালী জেলায় ভালো ফলন দেয়।	
বিনাচীনাবাদাম-৭	২০১৪		১৪০-১৫০	২.৬/১.৮ স্বাভাবিক/লবণাক্ত জমিতে	দানা মধ্যম আকারের, ১০০ দানার ওজন ৩০-৩৩ গ্রাম। প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। পড়ে দানার হার ৬০-৭৯%। তেলের পরিমাণ ৪৮.৩%।	

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
বিনাচীনাবাদাম-৮	২০১৪		১৪০-১৫০	২.৬/১.৮ স্বাভাবিক/লবণাক্ত	১০০ দানার ওজন ২৯-৩৩ গ্রাম। প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। পড়ে দানার হার ৭৫-৭৭%। তেলের পরিমাণ ৪৬.৯%।	
			১৪০-১৫০	২.৯/১.৯ স্বাভাবিক/লবণাক্ত	বাদাম (পড) আকারে একটু ছোট, ১০০টি বাদামের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। পড়ে দানার হার ৭২-৮৪%।	
সয়াবিন (৪টি)	বিনাসয়াবিন-১	২০১১	রবি	১১০-১১৫	২.৪	উচ্চফলনশীল জাত।
		খরিফ-২	৯৫-১১০	২.৪		
	বিনাসয়াবিন-২	২০১১	রবি	১০৮-১১২	২.৪	উচ্চফলনশীল জাত।
		খরিফ-২	১১৫-১২০	২.৭		
বিনাসয়াবিন-৩	২০১৩	রবি	১০৯-১১৬	২.৩-২.৫	গাছের উচ্চতা ৭১.৬-৭১.৮ সেমি., ১০০০টি বীজের ওজন ১২.৩-১২.৭ গ্রাম, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%।	
বিনাসয়াবিন-৪	২০১৩	রবি	১১০-১২৫	২.৪	১০০টি বীজের গড় ওজন ১৪ গ্রাম। গাছ খাটো, বীজের রঙ ক্রিম হলুদ বর্ণের।	
তিল (৪টি)	বিনাতিল-১	২০০৪	খরিফ-১	৮৫-৯০	১.৩	বীজে তেলের পরিমাণ ৫২%, স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ফলন, কাণ্ড পচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন।
		২০১১		৯১-৯৮	১.৪	
	বিনাতিল-২	২০১১		৮৫	১.৫	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, ১০০০টি বীজের ওজন ০.২৩ গ্রাম। বীজের রঙ প্রায় বাদামি রঙের। জাতটি গোড়া পচা রোগ সহনশীল।
		২০১৬	খরিফ-১	৮৭-৯৩	১.৫	

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাগ (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
মুগ	বিনামুগ-১	১৯৯২	আগাম রবি	৮৫-৯০	০.৯	সোনামুগ সার্কোস্পোর লিফস্পটসহ অন্যান্য রোগ সহনশীল।
	বিনামুগ-২	১৯৯৪	খরিফ-১	৭০-৮০	১.৪	সার্কোস্পোর লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
	বিনামুগ-৩	১৯৯৭	রবি	৮০-৮৫	১.০	আগাম পাকে, খাটো গাছ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
	বিনামুগ-৪	১৯৯৭	রবি	৭৫-৮০	১.১	আগাম পাকে, খাটো গাছ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
	বিনামুগ-৫	১৯৯৮	খরিফ-১	৭০-৮০	১.৫	হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
	বিনামুগ-৬	২০০৫	খরিফ-১	৬৪-৬৮	১.৫	গাছ মাঝারি উচ্চতার, আগাম পাকে, ফল ও বীজ আকারে বড়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
	বিনামুগ-৭	২০০৫	খরিফ-১	৭০-৭৫	১.৮	গাছ মাঝারি উচ্চতার, CLS & YMV রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন, বীজের রঙ উজ্জ্বল সবুজ।
	বিনামুগ-৮	২০১০		৬৪-৬৭	১.৮	বীজ উজ্জ্বল, পড প্রায় একসঙ্গে পাকে, জীবনকাল অপেক্ষাকৃত কম।
ছোলা	হাইপ্রোছোলা	১৯৮১	রবি	১২০-১২৫	১.৪	প্রোটিন সমৃদ্ধ উফশী জাত।
	বিনাছোলা-২	১৯৯৪		১২০-১৩০	১.৫	উফশী জাত ও বড় দানা।
	বিনাছোলা-৩	২০০১		১১৫-১২০	১.৬	আগাম পাকে, বট্রাইটিস গ্রেমোল্ড রোগ সহনশীল।
	বিনাছোলা-৪	২০০২		১২০-১২৫	১.৬	উফশী জাত, বট্রাইটিস গ্রেমোল্ডে সহনশীল, উজ্জ্বল বীজাবরণ
	বিনাছোলা-৫	২০০৯		১২০-১২৫	১.৫২	দানা মধ্যম আকারের, জীবনকাল মধ্যম।
	বিনাছোলা-৬	২০০৯		১২২-১২৬	১.৬৯	
	বিনাছোলা-৮	২০১৩	রবি	১২৫-১৩০	১.৮	উচ্চফলনশীল, গাছের উচ্চতা ৪২-৫৩ সেমি., বীজে আমিষের পরিমাণ ২৩.৮%, জাতটি গোড়া পচা রোগ ও গ্রেমোল্ড রোগ সহনশীল।
	বিনাছোলা-৯	২০১৬	রবি	১১৫-১২৫	১.৭	উচ্চফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রঙ ক্রিম বর্ণের।
	বিনাছোলা-১০	২০১৬	রবি	১১৫-১২২	১.৮	উচ্চফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রঙ খড় বর্ণের।

ক্রমিক নং	অবমুক্তির সাল ও বিবরণ নম্বর	উৎপাদন মৌসুম	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
মসুর	বিনামসুর-১	২০০১	রবি	১৩০-১৩৫	১.৮	বীজাবরণ কালো ও রাস্ট প্রতিরোধী।
	বিনামসুর-২	২০০৫		৯৮-১০০	২.০	আগাম পাকে, ফুল সাদা, কাণ্ড সবুজ ও পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, আমিষের পরিমাণ ২৫.৯%।
	বিনামসুর-৩	২০০৫		৯৫-১০০	২.৪	আগাম পাকে, কাণ্ডের রঙ লালচে আমিষের পরিমাণ ২৫%।
	বিনামসুর-৪	২০০৯		৯৬-১০২	২.৫	মরিচা ও গোড়া পচা রোগ সহনশীল, বিলম্বে বপনের উপযোগী এবং ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু।
	বিনামসুর-৫	২০১১		৯৫-১০৪	২.২	মরিচা, স্টেমফাইলাম ও গোড়া পচা রোগ এবং খরা সহনশীল। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু।
	বিনামসুর-৬	২০১১		১০৫-১১০	২.০	মরিচা, স্টেমফাইলাম ও গোড়া পচা রোগ এবং খরা সহনশীল। ডালে আমিষের পরিমাণ বেশি, সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু।
	বিনামসুর-৭	২০১৩		১০৮-১১০	২.৪	গাছ খাঁড়া, পাতায় সুস্পষ্ট আকর্ষিত বিদ্যমান, বীজে মার্বেল প্যাটার্ন বিদ্যমান, রোগ সহনশীল।
	বিনামসুর-৮	২০১৪		৯৫-১০০	২.৬	গাছের উচ্চতা ৩৬-৪০ সেমি., বীজে ডালের পরিমাণ ৯০%। ১০০০টি বীজের ওজন ২৩-২৫ গ্রাম। ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ ২৯-৩০%।
	বিনামসুর-৯	২০১৪		৯৯-১০৪	২.৩	গাছের উচ্চতা ৩৮-৪২ সেমি., বীজে ডালের পরিমাণ ৮৯%। ১০০০টি বীজের ওজন ২২-২৩ গ্রাম। ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ ৩২-৩৩%।
	বিনামসুর-১০	২০১৬		১০৮-১১০	১.৯ (স্বাভাবিক) ১.৫ (খরা অবস্থায়)	খরাসহিষ্ণু জাত, উচ্চফলনশীল, ফুল বেগুনি বর্ণের।
মাষকলাই	বিনামাষ-১	১৯৯৪	খরিফ-২	৮০-৮৫	১.০০	সার্কোস্পোর লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল
খেসারি	বিনাখেসারি-১	২০০১	রবি	১১০-১১৫	১.৯	‘বোয়া’ পরিমাণ কম।

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চম্বাদকাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেটরথি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
পাট	এটমপাট-৩৮	১৯৯৮	খরিফ-১	১৩০-১৩৫	২.৮	উপপত্র পাতায় রূপান্তরিত হয়েছে ফলে জাত চিহ্নিত করা সহজ।
	বিনাদেশীপাট-২	১৯৯৭	খরিফ-১	১৩০-১৩৫	৩.৫	আঁশ সাদা ও উন্নত মানের।
	বিনাপাটশাক-১	২০০৩	খরিফ- ১ ও ২	২৫-৩৫	৩.৫	বেশি শাক পাওয়া যায়, প্রচুর ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ও ক্যাপ্সার প্রতিরোধে সহায়ক।
টমেটো	বাহার	১৯৯২	রবি	৯০-১০০	৬৫.০	বড় ফল ও সুস্বাদু।
	বিনাটমেটো-২	১৯৯৭	খরিফ	৬০-৭০	৩৮.০	ফল গোলাকার ও ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না।
	বিনাটমেটো-৩	১৯৯৭	খরিফ	৬৫-৭৫	৪০.০	বড় ফল, প্রায় গোলাকার ও ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না।
	বিনাটমেটো-৪	২০০৫	রবি	৯৫-১০০	৮২.০	ফল গোলাকার, মসৃণ, সুস্বাদু, ভিটামিন বেশি (২২.৭)।
	বিনাটমেটো-৫	২০০৫	রবি	৯০-৯৫	৬৯.০	ফল একটু লম্বা, মসৃণ ও সুস্বাদু, ভিটামিন বেশি (২১.৮)
	বিনাটমেটো-৬	২০১০	সারা বছর	১২০-১২৪	৮৫ (শীতকালে) ৫২ (শীতের থাকলে) ৪৩ (গ্রীষ্মকালে)	ফল মাঝারি আকারের, সুস্বাদু, রবি- খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ উপযোগী।
	বিনাটমেটো-৭	২০১১		১২০-১২৪	৮৭ (শীতকালে) ৬৩ (শীতের থাকলে) ৪৩ (গ্রীষ্মকালে)	ফল মাঝারি আকারের, মসৃণ ও সুস্বাদু, রবি-খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ উপযোগী।
	বিনাটমেটো-৮	২০১৩	রবি	১০৮	৯০.৩	উচ্চফলনশীল, গাছের উচ্চতা ১৪০ সেমি., বীজের আকার ছোট, বীজের রঙ হালকা বাদামি বর্ণের।
	বিনাটমেটো-৯	২০১৩	রবি	১০৫	৮৫-৯০	উচ্চফলনশীল, গাছের উচ্চতা ১১০ সেমি., বীজের আকার ছোট, বীজের রঙ হালকা বাদামি বর্ণের।
	বিনাটমেটো-১০	২০১৩	রবি	১১১	৮০-৮৫	উচ্চফলনশীল, গাছের উচ্চতা ১৩৯ সেমি., বীজের আকার ছোট, বীজের রঙ হালকা বাদামি বর্ণের।
	বিনাটমেটো-১১	২০১৬	রবি	৯৫-১০০	৬০-৭০	পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি., পাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ লাল হয়। ফলের ওপরের অংশে বোঁটার দিকে কিনারায় সামান্য চেউ খেলানো।
	বিনাটমেটো-১২	২০১৬	রবি	৯০-৯৫	৭০-৮০	পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০-১৩০ সেমি., ফল মাঝারি আকারের। পাকা ফলের রঙ হলুদাভ লাল হয় এবং ফল ডিম্বাকার।

জীবাণু সার : এ সার ধৈর্যগ এবং ডাল, শিম ও তেল জাতীয় ফসল- ছোলা, মসুর, মুগ, মাষকলাই, বরবটি, চীনাবাদাম ও সয়াবিন (মোট ৮টি ফসল) ইত্যাদির নাইট্রোজেন চাহিদা মেটায়। সয়াবিনে ৭৫-১৫০% এবং ডাল ও শিমজাতীয় শস্যে ২০-৪৫% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করে।

ক্রমিক নং	জীবাণুসারের নাম	ফসলের নাম	উৎপাদন বৃদ্ধি (%)
১	বিনা-এলটি-১৮	মসুর	১৫-৪০
২	বিনা-সিপি-২	ছোলা	২৫-৩০
৩	বিনা-এমবি-১	মুগ	১৮-৩০
৪	বিনা-সিওপি-৭	বরবটি	২৫-৪৫
৫	বিনা-জিএন-২	চীনাবাদাম	২০-৪০
৬	বিনা-এসবি-৪	সয়াবিন	৭৫-১৫০
৭	বিনা-বিজি-১	মাষকলাই	২০-৩০
৮	বিনা-ডিসি-৯	ধৈর্যগ	২৫-৫০

নন-কমোডটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

জাতীয় সার সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং উপজেলা সার নির্দেশিকা তৈরিতে বিনার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ফসলের উন্নত উৎপাদন কৌশল, লাভজনক শস্যবিন্যাস এবং অন্যান্য ২৬টি কৃষি প্রযুক্তি-কলাকৌশল এ ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে।

তথ্য সূত্র : বিনা-২০১৬

গরু ছাগল পালন করে
লাভ তুলুন ঘরে ঘরে

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্তির সাল ও নিবন্ধন নম্বর	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
১	পিএসটিইউ বিলাতি গাব-১	২০১৫ ০৪(৩৫)- ০২/১৫	ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল মাসে ফুল আসে। মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর এ ফল পরিপকু হয়।	৬-৮	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবি জাতের বিলাতি গাব, ফলের ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ১৩%, এটি একটি বীজহীন স্থানীয় জাত, ফলের শাঁস নরম এবং সাদাটে বর্ণের।
২	পিএসটিইউ বিলাতি গাব-২	২০১৫ ০৪(৩৫)- ০৩/১৫	ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল মাসে ফুল আসে। মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর এ ফল পরিপকু হয়।	৫-৭	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবি জাতের বিলাতি গাব, ফলের ওজন ১০০-১২০ গ্রাম, গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৭%, এটি একটি বীজহীন স্থানীয় জাত, ফলের শাঁস নরম এবং সাদাটে বর্ণের।
৩	পিএসটিইউ ডেউয়া - ১	২০১৫ ০৪(০৭)- ০১/১৫	মার্চ- এপ্রিল মাসে ফুল আসে। জুন থেকে জুলাই এ ফল পরিপকু হয়।	৪-৫	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাতের ডেউয়া, ফলের ওজন ২৮০-৩০০ গ্রাম, গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১২%, এর গড় ভক্ষণীয় অংশের পরিমাণ ৫৭%, পরিপকু ফলের ভক্ষণীয় অংশ সহজে র্যাকিস থেকে আলাদা করা যায়।
৪	পিএসটিইউ ডেউয়া-২	২০১৫ ০৪(০৭)- ০২/১৫	মার্চ- এপ্রিল মাসে ফুল আসে। জুন থেকে জুলাই এ ফল পরিপকু হয়।	৩-৪	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাতের ডেউয়া, ফলের ওজন ২২০-২৫০ গ্রাম, গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৪%, এর গড় ভক্ষণীয় অংশের পরিমাণ ৫৭% পরিপকু ফলের ভক্ষণীয় অংশ সহজে র্যাকিস থেকে আলাদা করা যায়।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্তির সাল ও নিবন্ধন নম্বর	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
৫	পিএসটিইউ বাতাবি লেবু-১	২০১৫ ০৪(০৩)- ০৫/১৫	ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল মাসে ফুল আসে। মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর এ ফল পরিপকু হয়।	৭-১০	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাতের বাতাবি লেবু, ফলের ওজন ১০০০- ১৫০০ গ্রাম, গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ১৪%, এটি একটি স্থানীয় জাত, এ ফলের শাঁস নরম এবং লাল বর্ণের।
৬	পিএসটিইউ কামরাঙা-১	২০১৫ ০৪(২৩)- ০৬/১৫	বছরে তিন বার ফুল আসে: ফেব্রুয়ারি, আগস্ট ও ডিসেম্বর।	৫-৬	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে।	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী বারোমাসি জাতের কামরাঙা, ফলের ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১২%, এটি একটি স্থানীয় মিষ্টি জাত, ফলের শাঁস নরম এবং সাদাটে বর্ণের।
৭	পিএসটিইউ কামরাঙা-২	২০১৫ ০৪(২৩)- ০৭/১৫	বছরে তিন বার ফুল আসে: ফেব্রুয়ারি, আগস্ট ও ডিসেম্বর।	৪-৬	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে।	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী বারোমাসি জাতের কামরাঙা, ফলের ওজন ১০০-১২০ গ্রাম, গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১০%. এটি একটি স্থানীয় মিষ্টি জাত, ফলের শাঁস নরম এবং সাদাটে বর্ণের।
৮	পিএসটিইউ তেঁতুল-১	২০১৫ ০৪(৩০)- ০৪/১৫	সারা বছর ধরে গাছে ফল ধরে। তবে ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল মাসে ফুল বেশি আসে।	৬-৮	ফুল আসা থেকে ফল পরিপকু থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী বারোমাসি জাতের মিষ্টি তেঁতুল, ফলের ওজন ১৫-২০ গ্রাম, গড় মোট চিনির পরিমাণ ৩২%, এটি একটি স্থানীয় জাত। এ ফলের শাঁস নরম এবং বাদামি বর্ণের।

২০১৫-১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত
হাইব্রিড ধানের জাত

ক্রমিক নং	জাতের নাম	উৎস	উদ্ভাবনকারী/ আমদানিকারক	নিবন্ধনের অঞ্চল	মৌসুম	জীবনকাল (দিন)	ফলন (মে. টন/হে.)	নিবন্ধনের তারিখ
১	বিএডিসি হাইব্রিড ধান- ৩ (WIN-302)	চায়না	বিএডিসি	রাজশাহী ও চট্টগ্রাম	রবি (বোরো)	১৩৮-১৫৩	৭.৬	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
২	বিএডিসি হাইব্রিড ধান- ৪ (MJ0031)	নিজস্ব	বিএডিসি	সমগ্র বাংলাদেশ	রবি (বোরো)	১৪৪-১৬১	৭.৫	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৩	বিএডিসি হাইব্রিড ধান- ৩ (MJ0033)	নিজস্ব	বিএডিসি	ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম	রবি (বোরো)	১৩৫-১৬৫	৭.৪	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৪	গেটকো এগ্রোভিশন হাইব্রিড ধান-৫ (MIIV-7)	নিজস্ব	গেটকো এগ্রোভিশন লি.	ঢাকা, চট্টগ্রাম	রবি (বোরো)	১৩৭-১৫৬	৮.১	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৫	জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং হাইব্রিড ধান-১ (জিএইচ-১২২)	চায়না	জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং লি.	রাজশাহী ও চট্টগ্রাম	রবি (বোরো)	১৩৮-১৫৭	৭.৬	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৬	এসআই হাইব্রিড ধান- ৬ (RXML-01)	ভারত	এসআই লি.	চট্টগ্রাম, খুলনা	রবি (বোরো)	১৪৬-১৬২	৭.৪	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৭	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১২ (ব্র্যাক -৭৭৭)	নিজস্ব	ব্র্যাক	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী	রবি (বোরো)	১৩৫-১৫০	৮.১	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৮	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৩ (ব্র্যাক -৯৯৯), (CNR-18)	চায়না	ব্র্যাক	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী	রবি (বোরো)	১৩৪-১৫৪	৮.৩	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
৯	সিনজেন্টা হাইব্রিড ধান-৫ (RII9000)	ভারত	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লি.	চট্টগ্রাম	রবি (বোরো)	১৩৭-১৬০	৮.০	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১০	সিনজেন্টা হাইব্রিড ধান-৬ (RII664+)	ভারত	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লি.	চট্টগ্রাম ও খুলনা	রবি (বোরো)	১৩৪-১৬০	৮.১	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫

ক্রমিক নং	জাতের নাম	উৎস	উদ্ভাবনকারী/ আমদানিকারক	নিবন্ধনের অঞ্চল	মৌসুম	জীবনকাল (দিন)	ফলন (মে. টন/হে.)	নিবন্ধনের তারিখ
১১	সুপ্রিম সীড হাইব্রিড ধান-৮ (White jewel)	ভারত	সুপ্রীম সীড কোম্পানি	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা	রবি (বোরো)	১৩৬-১৫৩	৭.৪	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১২	এক্সপ্লোর হাইব্রিড ধান- ১ (INDAM7-205)	ভারত	এক্সপ্লোর	খুলনা ও রাজশাহী	রবি (বোরো)	১৪৬-১৬৫	৭.৩	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১৩	সবুজ বাংলা হাইব্রিড ধান-১	নিজস্ব	সবুজ বাংলা এগ্রো লি.	চট্টগ্রাম ও রাজশাহী	রবি (বোরো)	১৩৭-১৫৩	৭.৩	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১৪	গেটকো এগ্রিটেকনো লোজিস হাইব্রিড ধান-৬ (জিবি-০১)	চায়না	গেটকো এগ্রিটেকনো লোজিস লি.	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম	রবি (বোরো)	১৩৬-১৫৫	৮.০	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১৫	উইনাল হাইটেক হাইব্রিড ধান-১ (Win- 301)	চায়না	উইনাল হাইটেক সীড কোং লি.	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী	রবি (বোরো)	১৩৮-১৫৩	৭.৭	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১৬	উইনাল হাইটেক হাইব্রিড ধান-১ (Win- 305)	চায়না	উইনাল হাইটেক সীড কোং লি.	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী	রবি (বোরো)	১৩৪-১৫৭	৭.৬	NSB (৮৬তম সভা) ১৭/৯/১৫
১৭	বিএডিসি হাইব্রিড ধান- ৪ (MJ0031)	চায়না	বিএডিসি	সারা দেশ	খরিফ (আমন)	১০৮-১২৭	৫.২	NSB (৮৯তম সভা) ২৯/৪/১৬
১৮	বিএডিসি হাইব্রিড ধান- ৬ (MJ0032)	চায়না	বিএডিসি	সারা দেশ	খরিফ (আমন)	১০৮-১২৪	৫.৫	NSB (৮৯তম সভা) ২৯/৪/১৬
১৯	বি ইউ সুগন্ধি হাইব্রিড ধান-১	নিজস্ব	বিএসএমঅ রএইউ, সালনা, গাজীপুর	সারা দেশ	খরিফ (আমন)	১০৭-১২৭	৪.০	NSB (৮৯তম সভা) ২৯/৪/১৬
২০	বায়ার হাইব্রিড-৬ (অ্যারাইজ INH ১৩১৪১)	ভারত	বায়ার ক্রপস্ সায়েন্স লি.	সারা দেশ	খরিফ (আমন)	১১৪-১২৭	৫.৮	NSB (৮৯তম সভা) ২৯/৪/১৬
২১	সুপ্রিম সীড হাইব্রিড ধান-১৬ (হাইব্রিড হীরা-১৬)	চায়না	সুপ্রীম সীড কোম্পানি	সারা দেশ	খরিফ (আমন)	১০৭-১২৪	৫.৫	NSB (৮৯তম সভা) ২৯/৪/১৬

২০১৫-১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত নোটিফাইড ফসলের ইনব্রিড জাত

ফসলের নাম	জাত	মৌসুম	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	জীবনকাল (দিন)	ফলন (মে. টন/হে.)	অনুমোদনের তারিখ
ধান (ইনব্রিড)	১. ব্রি ধান৭০ (BR7357-11-2-4-1-1)	খরিফ (আমন)	চিকন ও সুগন্ধী।	১৩০	৪.৮- ৫.০	NSB (৮৫তম সভা) ১২.৭.২০১৫
	২. ব্রি ধান৭১ (1R82589-B-B-84-3)	খরিফ (আমন)	খরা সহনশীল জাত।	১১৪- ১১৭	৫-৬	NSB (৮৫তম সভা) ১২.৭.২০১৫
	৩. ব্রি ধান৭২ (BR7528-2R-19-HR10)	খরিফ (আমন)	প্রোটিন ও জিংক সমৃদ্ধ।	১২৫- ১৩০	৫.৭	NSB (৮৫তম সভা) ১২.৭.২০১৫
	৪. ব্রি ধান৭৩ (IR78761-B-SATBI-28-3-24)	খরিফ (আমন)	লবণাক্ততা সহনশীল।	১২০- ১২৫	৪.৫	NSB (৮৫তম সভা) ১২.৭.২০১৫
	৫. বিনা ধান-১৭ (SAGC-7)	খরিফ (আমন)	আলোক সংবেদনশীল জাত আমন ও বোরো উভয় মৌসুমে বপন করা যায়।	১১২- ১২৮	৬.৬	NSB (৮৫তম সভা) ১২.৭.২০১৫
	৬. ব্রি ধান৭৪ (BR-7671-37-2-2-3-7)	রবি (বোরো)	জিংক সমৃদ্ধ ও নেকল্লাস্ট সহনশীল।	১৪৭	৭.১-৮.৩	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৭. বিনা ধান-১৮ (RM-(2)-40(C)-1-1-10)	রবি (বোরো)	ব্রিধান-২৯ এর চেয়ে জীবনকাল ১৩-১৫ দিন কম।	১৪৮- ১৫৩	৭.২৫- ১০.০	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৮. ব্রি ধান৭৫ (HUA-565)	খরিফ (আমন)	স্বল্প জীবনকাল, রান্নার সময় সামান্য সুগন্ধ আসে।	১১৭	৫.২৩	NSB (৮৯তম সভা) ২৯.৫.২০১৬
	৯. ব্রি ধান৭৬ (BR-7941-41-2-2-4)	খরিফ (আমন)	জোয়ার ভাটা অঞ্চলের উপযোগী।	১৬৩	৫.০	NSB (৮৯তম সভা) ২৯.৫.২০১৬
	১০. ব্রি ধান৭৭ (BR-7941-116-1-2-1)	খরিফ (আমন)	জোয়ার ভাটা অঞ্চলের উপযোগী।	১৫৪	৫.০২	NSB (৮৯তম সভা) ২৯.৫.২০১৬

ফসলের নাম	জাত	মৌসুম	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	জীবনকাল (দিন)	ফলন (মে. টন/হে.)	অনুমোদনের তারিখ
আলু	১. বারি আলু ৬২ (৯.১১২)	রবি	সংরক্ষণ ক্ষমতা ও সুগুণতা বেশি, স্প্রাউটিং ধীরে হয়, রপ্তানিযোগ্য।	৯০-৯৫	৪৩.৬	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	২. বারি আলু ৬৩ (৯.১২৫)	রবি	প্রক্রিয়াজাতকরণ হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৪২.৯	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৩. বারি আলু ৬৪ (Folva)	রবি	খাবার আলু হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩৭.২	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৪. বারি আলু ৬৫ (Rosagold)	রবি	খাবার আলু হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩২.৭	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৫. বারি আলু ৬৬ (Pamela)	রবি	খাবার আলু হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩৬.৯	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৬. বারি আলু ৬৭ (Gorgina)	রবি	খাবার আলু হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩৭.০	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৭. বারি আলু ৬৮ (Atlantic)	রবি	প্রক্রিয়াজাতকরণ হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩৩.৫	NSB (৮৭তম সভা) ২০.১২.২০১৫
	৮. বারি আলু ৬৯ (Flamenco)	রবি	খাবার আলু হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩৮.৭	NSB (৮৮তম সভা) ২৩.২.২০১৬
	৯. বারি আলু ৭০ (Destiny)	রবি	প্রক্রিয়াজাতকরণ হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	৩১.৯	NSB (৮৮তম সভা) ২৩.২.২০১৬
	১০. বারি আলু ৭১ (Dolly)	রবি	প্রক্রিয়াজাতকরণ হিসেবে উপযুক্ত।	৯০-৯৫	২৯.৪	NSB (৮৮তম সভা) ২৩.২.২০১৬
আখ	BSRI আখ-৪৫ (১৫৭-০৭)		খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, জলাদ্রুতাসহিষ্ণু এবং লালপচা ও স্মার্ট রোগ প্রতিরোধী।	২৭৭-২৮৮	১২৯.৪৪	NSB (৮৯তম সভা) ২৯.৫.২০১৬

কৃষি মন্ত্রণালয়াদীন সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সংস্থার নাম	প্রধান কার্যাবলি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) www.dae.gov.bd	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অভ্যন্তরীণ সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশীদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশন হলো- ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন এবং মিশন হলো-টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিবেকবাহী, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) www.barc.gov.bd	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অধিকারের আলোকে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করে থাকে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) www.bari.gov.bd	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দানাশস্য, কন্দাল, ডাল, তেলবীজ, সবজি, ফল, মসলা, ফুল ইত্যাদির উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি মৃত্তিকা এবং শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই এবং পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, খামার পদ্ধতির উন্নয়ন, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং আর্থ-সামাজিক সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পরিমার্জন নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সফলতার সাথে উচ্চফলনশীল জাতসহ অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে আসছে। এ যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান ১১৪টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৪৭১টি উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪৫২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) www.brri.gov.bd	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), যা দেশের প্রধান খাদ্য উৎপাদন ও জাত উন্নয়নে কাজ করছে। ব্রি ১৯৭০ সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৌসুম ও পরিবেশ উপযোগী উফশী ধানের জাত এবং ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসল, মাটি, পানি, সার ইত্যাদি বিষয়ক কলাকৌশল উদ্ভাবন করছে। এ পর্যন্ত এ সংস্থা থেকে উচ্চফলনশীল ইনব্রিড জাত ৭৭টি এবং ৪টি হাইব্রিড জাতসহ মোট ৮১টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত দেশের মোট ধানি জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে চাষাবাদ করা হচ্ছে এবং এ থেকে ধান পাওয়া যাচ্ছে মোট ধান উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ। ব্রি ধান এভাবে ইরি ধানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

সংস্থার নাম	প্রধান কার্যাবলি
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) www.badc.gov.bd	জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; ভূ-উপরিহু ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে। বিএডিসি প্রধানত পাঁচটি উইং (প্রশাসন, অর্থ, ক্ষুদ্রসেচ, বীজ ও উদ্যান, সার ব্যবস্থাপনা) এবং চারটি (প্রশাসন, অর্থ, ক্ষুদ্রসেচ, বীজ ও উদ্যান) পুলের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) www.bina.gov.bd	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি (বিনা) ১৯৭৫ সালে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থাপিত হয়। বিনার ম্যাডেট অনুযায়ী পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করত উন্নতমানের অধিক ফলনশীল নতুন জাতের শস্যের উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ, শস্যের রোগ ও পোকা দমনের পদ্ধতি নির্ণয়, সূঁচ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন জাতসমূহের কৃষিতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিনা এ যাবৎ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মোট ৯০টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে।
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) www.bjri.gov.bd	পাটের উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিজেআরআই পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের কৃষি গবেষণা, কারিগরি গবেষণা এবং পাট হতে টেক্সটাইল পণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। রাজধানী ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে বিজেআরআইয়ের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। মানিকগঞ্জে অবস্থিত পাটের কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৩টি উপকেন্দ্র এবং ১টি পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। অপরদিকে বিজেআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে পাটের কারিগরি গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত ৩৬টি দেশি, তোষা, কেনাফ ও মেস্তা জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) www.bsri.gov.bd	পরিবর্তিত আবহাওয়া ও জলবায়ুতে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের স্বার্থে ইক্ষুর পাশাপাশি অন্যান্য চিনি উৎপাদনকারী ফসলের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিগত ৯ নভেম্বর ২০১৫ হতে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট রাখা হয়। বিএসআরআইয়ের প্রধান কার্যালয় ঈশ্বরদীতে অবস্থিত এবং এর দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৭টি উপকেন্দ্র এবং ১টি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র রয়েছে। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে এ পর্যন্ত ৩৪টি ইক্ষুজাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করেছে।

সংস্থার নাম	প্রধান কার্যাবলি
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) www.srdi.gov.bd	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান নামে এ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৩ সালে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটির পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে বর্তমান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) প্রতিষ্ঠা করা হয়। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ) www.sca.gov.bd	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, যা সব কৃষি বীজের অনুমোদিত জাতসমূহের প্রত্যয়ন প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্থাটি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তর গাজীপুরে অবস্থিত।
হর্টেক্স ফাউন্ডেশন www.hortex.org	হাটিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে কোম্পানি আইনের ১৯১৩ বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শাকসবজি, ফলমূল বিশেষভাবে অপ্রাচলিত উচ্চমূল্যের পণ্যের উৎপাদন, গুণগত মান উন্নয়ন এবং রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা ও আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করে।
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) www.bmda.gov.bd	বরেন্দ্র অঞ্চল মূলত রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এসব এলাকার জলবায়ু অত্যন্ত রক্ষ। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম। মাটির গঠন এবং কম বৃষ্টিপাতের কারণে এসব অঞ্চলে অগভীর নলকূপ দ্বারা সেচকাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে বিএডিএসি অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিএইএডিপি) ও ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিএইএডিপি)-২য় পর্যায় দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয়। প্রকল্পটির সাফল্যের কারণে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকার উন্নয়নের জন্য ১৯৯২ সালে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) গঠিত হয়।
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) www.ais.gov.bd	কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সালে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮৮ সালে এর নামকরণ করা হয় কৃষি তথ্য সার্ভিস। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আধুনিক লাগসই কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সহজ সরল ও সাবলীলভাবে কৃষক ও কৃষিজীবীদের কাছে পৌঁছে দেয়া। প্রিন্টিং মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও আইসিটির সাহায্যে এসব তথ্য প্রযুক্তি বিভিন্ন আঙ্গিক ও কৌশলে উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সংস্থার নাম	প্রধান কার্যাবলি
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) www.birtan.gov.bd	জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুখম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা করা হয়। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি), মানবদেহে রক্ত ও রাসায়নিকদ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের সম্ভাব্য প্রভাব, খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুখম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূর্ণ খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ডুটোর বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে এ সংস্থা থেকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়াসহ গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।
তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (সিডিবি) www.cdb.gov.bd	১৯৭২ সালে দেশে তুলার চাষ সম্প্রসারণ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৪-৭৫ সালে মাঠ পর্যায়ে আমেরিকান আপল্যান্ড তুলা দিয়ে পরীক্ষামূলক তুলার চাষ শুরু করে। ১৯৭৬-৭৭ সালে আমেরিকা হতে নতুন তুলার জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক পরিমাণে তুলা চাষ শুরু হয়। ১৯৯১ সালে তুলা গবেষণার দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিকট স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজ তুলা উন্নয়ন বোর্ড সম্পাদন করছে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) www.dam.gov.bd	১৯২৮ সালে তৎকালীন রয়েল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এ উপমহাদেশে সরকারিভাবে কৃষি বিপণনবিষয়ক কার্যক্রম এর সূচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করা যা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) www.nata.gov.bd	বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়ায় এবং এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আধুনিক আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি ও অত্যাৱশ্যক। এ কারণে জাপান সরকার (জাইকা) এর সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালে গাজীপুরে কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ভি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সার্ভিকে বিলুপ্ত করে ২০১৩ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) গঠন করা হয় এবং জুলাই ২০১৪ তারিখ থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার গর্বিত নাগরিক আমরা। ৩০ লাখ জীবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত এ বাংলাদেশকে সোনালি ফসলে ভরপুর দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে কারণেই স্বাধীনতার পর তিনি ডাক দিয়েছেন সবুজ বিপ্লবের। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পুরো দায়িত্ব এখন আমাদের সবার। ১৯৭৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভাষণে বলেন, গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূল কেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সন্মুখপানে।

সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর বৃহৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছেন সবার আগে দরকার আমাদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ। জরিপ ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না। সেজন্য সব কাজ করার আগে আমাদের সূষ্ঠা জরিপ করতে হবে। জরিপের ওপর ভিত্তি করে আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা করতে হবে। আমাদের আর্থসামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব না। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব। কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে আগাতে পারলে আমাদের কৃষির উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন দুটিই মাত্রা পাবে। অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সবার সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মাঠের ফসল, গবাদিপশু, মাছ পরিবেশ সব কিছুর মধ্যে সূষ্ঠা সমন্বয় করতে হবে। তা না হলে আমরা কাঙ্ক্ষিতভাবে এগোতে পারব না। মানুষকে অধিক মাত্রায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিশেষ করে কৃষি শিক্ষা কৃষি অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শিক্ষিত করতে হবে। তখন এমনিতেই আমাদের উন্নয়ন বেগবান হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, গ্রামের কৃষক অনেক অভিজ্ঞ, অনেক দক্ষ। তাদের সঙ্গে শেয়ার করে সমন্বয় করে আধুনিক কৃষিতে এগোতে হবে। তবেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা পাবো অনায়াসে।

তিনি কৃষিবিদদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনারা যারা কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন আপনাদের গ্রামে গিয়ে কৃষকের সঙ্গে মিশে যেতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে তাদের চাহিদা আর কর্মের ওপর, তবেই তারা সাহসী হবে, আত্মবিশ্বাসী হবে, উন্নতি করবে। ফলবে সোনার ফসল ক্ষেত ভরে। আপনারা এখন শহরমুখো হওয়ার কথা ভুলে যান। গ্রাম উন্নত হলে দেশ উন্নত হবে, তখন আপনারা আপনা-আপনি উন্নত হয়ে যাবেন। গ্রামভিত্তিক বাংলার উন্নতি মানে দেশের উন্নতি, আর আপনাদের উন্নতি তখন সময়ের ব্যাপার। শহরের ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে আপনাদের চিন্তা বা আফসোস করার কোনো কারণ নেই। কেননা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে আমাদের সবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কৃষক বাঁচতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, তা নাহলে বাংলাদেশ বাঁচতে পারবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি উন্নয়ন তথা কৃষি এবং কৃষকের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৃষির দূরদর্শিতাকে অসামান্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। এ কারণেই তিনি কৃষিভিত্তিক

প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনর্সংস্কার, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। কৃষি বিষয়ক বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো ও কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তি চর্চায় মেধা আকর্ষণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

কৃষিক্ষেত্র, মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সূষ্ঠা সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে ভর্তুকি, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, ভেঙে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন, মিস্কভিটা পুনর্গঠন, সার, সেচ, বীজ বিষয়ক কার্যক্রম এসবের ওপর সর্বাঙ্গিক জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে রাসায়নিক সারের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের যে সার কারখানাগুলো আছে এগুলোকে নিশ্চিত উৎপাদনমুখী করতে হবে বেশি করে। প্রয়োজনে আরও নতুন নতুন সারের কারখানা তৈরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, এ খাতে শতকরা ৩১ ভাগ অর্থ ব্যয় করে তার সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। কৃষিতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ৩.৭ শতাংশ। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতে বিনিয়োগ কমানোর ফলেই ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার কমে আসে যথাক্রমে ১.৭ ও ০.৮৬ শতাংশ। অনুরূপভাবে পল্লী উন্নয়নেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ করেছিলেন। পাটের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে কৃষকদের আর্থিক মেরদণ্ড শক্ত করেছিলেন, সমবায় ঋণ চালু করেছিলেন, ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছিলেন, প্রায় ১০ লক্ষাধিক ঋণগ্রস্ত কৃষকের সার্টিফিকেট মামলা সুদসহ মাফ করেছিলেন, আমরা জানি কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো কৃষি পেশাকে মর্যাদা প্রদান। আর তারই অংশ হিসেবে তিনি কৃষি গ্রাজুয়েটদের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেছিলেন (১৯৭৩ সালে)। তার এ যুগান্তকারী পদক্ষেপে দেশের মেধাবী সন্তানগণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে কৃষি পেশায়। আর তারই ফলশ্রুতিতে দেশ আজ কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি শিক্ষায় এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জনসংখ্যা ২ গুণ বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪ গুণ।

বঙ্গবন্ধু কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভূমিহীন কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। গরিব কৃষকের অবস্থা বিবেচনা করে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করেছিলেন। উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ দিয়ে কৃষকের প্রায় ১৮ লাখ একর জমির ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মূলত বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে তিনি যে সাফল্য পেয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আর তারই ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বনির্ভর। তার অনেক কৃতকর্মের মধ্যে কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রায় ২২ লাখ কৃষককে পুনর্বাসন করেছিলেন। তার সময়েই স্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের লো-লিফট পাম্প, গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ। তখন ফিলিপাইন থেকে আনা উচ্চফলনশীল ধানের বীজ (আইআর-৮) এবং উচ্চফলনশীল গমের বীজ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ তার শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ বিশ্বের দরবারে একটি মডেল। খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্য রফতানির দেশে পরিণত হয়েছে। মানব উন্নয়নের সকল সূচক, মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো, গড় আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণসহ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের একটি উদাহরণ। কৃষি ক্ষেত্রে আজকের অর্জিত সাফল্যের ফলেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছে। আর এসবের মূলে রয়েছে এ দেশের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জনের মহানায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি উন্নয়ন গণযোগাযোগমূলক সরকারি সংস্থা। ১৯৬১ সালে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮৮ সালে কৃষি তথ্য সংস্থাকে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামকরণ করা হয়। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকায় অবস্থিত। মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, পাবনা ও বরিশালসহ মোট এগারোটি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজারে দুটি লিয়াজেঁ অফিস রয়েছে।

রূপকল্প (Vision) : আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষিবিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives): কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান সমৃদ্ধকরণ।

তথ্য বিস্তারের মিডিয়া

কৃষি তথ্য সার্ভিস মূলত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মাধ্যমে তথ্য বিস্তার করে থাকে। এসব মাধ্যমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো—

ক. প্রিন্ট মিডিয়া

কৃষি তথ্য সার্ভিসের রয়েছে নিজস্ব প্রকাশনা তথা প্রিন্টিং সামগ্রী। সদর দপ্তরে স্থাপিত প্রেস শাখা থেকে নিয়মিত ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন মুদ্রণসামগ্রী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে কৃষিকথা, সম্প্রসারণ বার্তা, কৃষি ডাইরি প্রভৃতি।

কৃষিকথা : কৃষিকথা বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বর্তমানে কৃষিকথার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৮৪ হাজার।

সম্প্রসারণ বার্তা : কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সমন্বিত খবরভিত্তিক মাসিক বিভাগীয় বুলেটিন ‘সম্প্রসারণ বার্তা’ ৪ রঙে প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। প্রতি মাসে ১৫০০ কপি সম্প্রসারণ বার্তা সারা দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অফিসে বিতরণ করা হয়।

কৃষি ডাইরি : বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এ ডাইরিতে সাধারণ ডাইরির সঙ্গে কৃষি সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা, ব্যক্তি, সমিতি, সংগঠনের ফোন-ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল, ওয়েবসাইটসহ প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ঠিকানা থাকে। এছাড়াও আধুনিক হালনাগাদ কৃষি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত থাকায় কৃষক, ব্যবসায়ী, উৎপাদক, ছাত্র, শিক্ষকসহ সবার কাজে লাগে।

অন্যান্য : বিভিন্ন মুদ্রণসামগ্রী প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সারা বছরই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তির ফোন-ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ঠিকানা সংবলিত

টেলিফোন নির্দেশিকা, কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন বই, বুকলেট, প্রতিবেদন, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, স্টিকার ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে-প্রয়োজনে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি, ফিচার, ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

খ. ইলেকট্রনিক মিডিয়া

কৃষি তথ্য সার্ভিসের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে বেতার ও টেলিভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

বেতার কার্যক্রম : বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের ১২টি কেন্দ্র থেকে জাতীয় ও আঞ্চলিক কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। প্রভাতি এবং সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানের পরিধি দৈনিক ১৩-১৪ ঘণ্টা। কৃষি সংবাদসহ শ্রোতা উপযোগী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিনির্মাণে কৃষি তথ্য সার্ভিস সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

কৃষি রেডিও এমএম ৯৮.৮

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে এবং এফএও’র কারিগরি সহায়তায় বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় একটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপিত হয়েছে। কমিউনিটি রুরাল রেডিও বা কৃষি রেডিও-FM ৯৮.৮ নামে সুপরিচিত এ কমিউনিটি রেডিও ‘আমার রেডিও আমার কথা বলে’ চেতনাকে ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যাকালীন মিলিয়ে প্রতিদিন ০৮ ঘণ্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে কৃষি রেডিও থেকে।

টেলিভিশন কার্যক্রম : এ দপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহায়তায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৬ দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে। কৃষি সংবাদে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ছাড়াও জাতীয় ও বিভাগীয় প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন, ফিচার, সফল কাহিনী, সমস্যা ও সমাধান, টকশো, ডকুড্রামা, টেলপ, বিজ্ঞপ্তি সমন্বয়পযোগী আকারে সম্প্রচার করা হয়। বিটিভি ছাড়া অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলও একই কার্যক্রম চাহিদা এবং গুরুত্ব অনুযায়ী সম্প্রচারিত হচ্ছে।

মার্চ ২০১৪ থেকে থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে ‘বাংলার কৃষি’ অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠান সম্প্রচারে প্রযুক্তিগত তথ্য ও সহযোগিতা কৃষি তথ্য সার্ভিস দিয়ে আসছে।

ভিডিও সামগ্রী : কৃষি তথ্য সার্ভিস এ যাবত শতাধিক স্পট, ফিলার, ফিল্মসহ বিভিন্ন কৃষি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ভিডিও সামগ্রী তৈরি করেছে। দেশের ১০টি অঞ্চলে সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে এসব প্রদর্শন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি বিনোদনভিত্তিক এসব ডকুমেন্টারি ডকুফিচার, ডকুসং, ডকুড্রামা, পট গান, স্পট গান, গল্পীরাসহ অন্যান্য লোকজ সংস্কৃতি দারুণ জনপ্রিয়তার মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়ে আসছে।

গ. আইসিটি মিডিয়া

লাগসই কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সময়মতো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য আইসিটি বা তথ্যপ্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর একটি মাধ্যম। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ‘ভিশন ২০২১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে কৃষি তথ্য সার্ভিস সাম্প্রতিক বছরে কৃষিক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

কৃষি বিষয়ক বাংলা ওয়েবসাইট (www.ais.gov.bd) চালুকরণ : কৃষি বিষয়ক বাংলাদেশের বৃহত্তম ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য, বাজার তথ্য, আবহাওয়া, এ সময়ের করণীয়, অনলাইনে প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য ও সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন : কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) গ্রাম পর্যায়ে স্থাপিত কৃষক সংগঠন। আইপিএম-আইসিএম ক্লাবগুলো থেকে বাছাই করে এআইসিসি স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে স্থাপিত এসব এআইসিসির মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশব্যাপী ৪৯৯টি এআইসিসি স্থাপন করা হয়েছে।

ই-বুক : মাল্টিমিডিয়া ই-বুক হলো কোনো বিষয়ে টেক্সট কনটেন্টের সঙ্গে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রণীত ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল বই। এগুলো সিডি আকারে এআইসিসিতে বিতরণ করা হয়েছে পাশাপাশি কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইটেও দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ৩৭টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে।

মোবাইল অ্যাপস : বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি মোবাইল অ্যাপ নির্মিত হয়েছে। গুগল প্লে স্টোর থেকে Agriculture Info Service নামে সার্চ করে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি জনপ্রিয় মাসিক কৃষিকথা পত্রিকাটির একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে সহজেই ব্যবহারকারীগণ জনপ্রিয় এ ম্যাগাজিনটি মোবাইল ফোনেই পড়তে পারবেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে Krishikotha নামে সার্চ করে এটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়।

কৃষি কল সেন্টার স্থাপন : কৃষি তথ্য সার্ভিস ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি কল সেন্টারের কার্যক্রম চলছে। কল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি-মতস্য-প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লিখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। ১৬১২৩ নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোন করে ০.২৫ টাকা-মিনিট মূল্যে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। বর্তমানে সপ্তাহের অন্যান্য দিন (শুক্রবার ও সরকারি বন্ধের দিন ছাড়া) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেবা বিতরণ কার্যক্রম চলছে।

আইসিটি ল্যাব : ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটিতে একটি করে মোট দশটি আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ, বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিশ্ব বেতার দিবসসহ অন্যান্য কৃষিভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের যাবতীয় প্রচার প্রচারণা কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এসব দিবসে বেতার, টেলিভিশন, ছাপানো মাধ্যমসহ অন্যান্য সব কার্যক্রম

সুনিপুণভাবে সম্পন্ন হয় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সার্বিক সহায়তায়। এছাড়া জাতীয় সবজি মেলা, মৌ মেলা, ফল মেলাসহ মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিতবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের যান্ত্রিক বহরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম ট্রাকে প্রদর্শন করা হয় কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ মর্মবাণী ধারণ করে কৃষি তথ্য সার্ভিস মিডিয়াভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে থাকে। কৃষিতে উন্নয়ন যোগাযোগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর কৌশল, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, ই-গভর্নেন্স, ই-কৃষি, কম্পিউটার এপ্লিকেশনসহ অন্যান্য আবশ্যিকীয় শিরোনামে ৩ থেকে ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করছে। এতে সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরসহ অঞ্চল পর্যায়ে স্থাপিত আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন আইসিটি ল্যাবে এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সেমিনার, ওয়াকর্শপ ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারকমহলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ-মতামত তুলে ধরা হয়।

সীমিত জনবল ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিস তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য বিস্তারের কাজটি নিরলসভাবে করে চলেছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের অনন্য ভূমিকার কারণে সংস্থাটি 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক-১৪১৭' পদকে ভূষিত হয়। এছাড়াও দেশি-বিদেশি নানা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে সংস্থাটি।

কৃষি আমাদের জীবন ও জীবিকার প্রধান উপকরণ। কৃষিভিত্তিক আমাদের এ বাংলাদেশকে কৃষিতে সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিস আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শুকনো বীজতলা

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। তিন মৌসুমে ধান উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে আউশ মৌসুম স্বল্পকালীন ফলনও কম, আমন মাঝারি জীবনকাল ফলনও মাঝারি এবং বোরো মৌসুম অনেক লম্বা খরচ বেশি ফলনও অনেক বেশি। তবে বোরো ফসল পুরোটাই সেচনির্ভর। বিভিন্ন কারণে বোরো উৎপাদনও এখন হুমকির মুখোমুখি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এসব হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করছে। হুমকি মোকাবিলা করার জন্য সেচের ক্ষেত্রে এডব্লিউডি পদ্ধতি ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা হলে পানির অপচয় যেমন কমবে তেমনি উৎপাদন খরচও কমবে অনেক, পরিবেশও হবে সুসমৃদ্ধ। বোরো ধান উৎপাদনে শুকনো বীজতলা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। আমাদের ধানী জমি ১ কোটি ১৫ লাখ ২৮ হাজার হেক্টর। আর ধান উৎপাদন হয় ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৩ হাজার মেট্রিক টনের মতো। এর মধ্যে শুধু বোরো আবাদ হয় ৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে। আর উৎপাদন হয় ১ কোটি ৮৮ লাখ মেট্রিক টন ধান। আমাদের জমি ৫৬ লাখ হেক্টর উৎপাদন ১ কোটি ৩৩ লাখ মেট্রিক টন এবং আউশের জমি মাত্র ১১ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর ধান উৎপাদন হয় ২৩ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টনের কিছু বেশি। সে হিসাবে যৌক্তিকভাবে বোরোর প্রতি আমাদের নজর দরদ সব কিছুই একটু বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণেই জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দ্রুততর করছে। জলবায়ু পরিবর্তন যেমন চাষাবাদ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে তেমনি নানা রোগবাহাইয়ের প্রাদুর্ভাবে ভূমিকা রাখছে। গ্রাম বাংলার কৃষক-কৃষাণীরা এ জলবায়ু পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার

হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অভিযোজিত কলাকৌশল। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুকনো বীজতলা নতুন আশার আলো। পরিমিত আর্দ্রতা সম্পন্ন ওপরের স্তরের মাটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী গুঁড়া করে শুকনো অবস্থায় অঙ্কুরিত বীজ বপন করে প্রয়োজন অনুযায়ী গোবর মিশ্রিত গুঁড়া মাটির হালকা আবরণ দিয়ে বীজ ঢেকে দিয়ে পলিথিন আবৃত করে চারপাশে মাটির ঢেলা আটকিয়ে সেচবিহীন অবস্থায় চারা উৎপাদনকে শুকনো বীজতলা বলে। আর জমির ওপরের স্তরের মাটিকে চাষ করে মই দিয়ে কাদা করার পর অঙ্কুরিত বীজ ওপরে ছিটিয়ে উন্মুক্ত অবস্থায় মাঝে মধ্যে সেচ দিয়ে চারা উৎপাদন করাকে ভেজা বীজতলা বলে।

বৃষ্টিনির্ভর খরিফ-১ ও ২ এ দানাদার ফসল (আউশ, আমন) উৎপাদনও বৃষ্টিপাতের অভাবে সেচনির্ভর হয়ে পড়ছে। এতে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যবস্থায় বাড়তি খরচ হচ্ছে অন্য দিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে কাজিফত ফলনও আশানুরূপ পাচ্ছে না। এছাড়াও আছে খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ অবস্থায় রবি মৌসুমে দানাদার ফসলের মধ্যে বোরো উৎপাদনই একমাত্র কৃষকের ভরসা। এ ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত অর্থাৎ Safe and Secured অর্থচ সেচনির্ভর এ ফসল উৎপাদনে কৃষকের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও কাজিফত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলনের তারতম্য দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। গবেষণালব্ধ সব প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার পরও কৃষকের কাজিফত ফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (Unable to attain the yield goal and gap)। যার কারণে বিভিন্নতার মাঝে দেখা যায় যে, বোরো মৌসুমে চারার বয়স ১০০ থেকে ১১০ দিন যা আসলেই অনেক বেশি। সারা দেশে আগাম-দেরি বীজতলা তৈরি হয় যা ঠাণ্ডা বা গরমে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাবে প্রায় নিয়মিত।

কৃষক চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বোরো ফসলের জন্য তাদের বীজ, নদী বা খালের ধারে পানি সেচ দিয়ে ভিজা বীজতলায় বপন করেন। নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই তারা প্রায় ৭০% ভিজা বীজতলা তৈরির কাজ শেষ করেন। যাতে করে অধিক শীত আসার আগেই চারাগুলো সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে কিন্তু বেশি শীত পড়া শুরু হলে চারাগুলো কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়, চারা মরে যায়, রোগাক্রান্ত হয়, নেতিয়ে যায়, বাড়-বাড়তি হয় না, ফলনে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে কৃষক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হারে বীজ বীজতলায় ব্যবহার করেন যাতে চারা মরে যাওয়ায় পুষ্টিয়ে নেয়া যায়। এতে একদিকে বীজের অপচয় হয়, অপরদিকে সুস্থ সবল স্বল্প বয়সী চারা উৎপাদনের পরিবর্তে কৃষক ৬০ থেকে ১০০ দিন বয়সের ভিজা বীজতলার চারা জমিতে রোপণ করায় ফলন কমে যায়। এ ব্যবস্থা উত্তরণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে চারায় উপরি সার প্রয়োগ, চারাকে বেশি শীত থেকে বাঁচানোর জন্য রাতে পানি দেয়া, দিনে পানি বের করে দেয়া এসব প্রযুক্তি-পরামর্শ দিয়ে আশানুরূপ তেমন কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

বীজতলা তৈরি

০১. মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা সম্পন্ন যে কোনো শুকনো স্থানে করা যায়, তবে মাটি দো-আঁশ-বেলে দো-আঁশ হওয়া উত্তম;
০২. আদর্শ বীজতলা তৈরি করে অঙ্কুরিত বীজ ছিটিয়ে গোবর মিশ্রিত যেভাবে পেঁয়াজ/মরিচ/বেগুনের বীজতলা করা হয় সেভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;
০৩. বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বীজতলা কালো পলিথিন ব্যতীত অন্য যে কোনো রঙের পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;
০৪. প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়;
০৫. বীজতলায় ২০-২৫ দিন ঢেকে রাখলে ধানের চারাগুলো রোপণ উপযোগী হবে।

শুকনো বীজতলা তৈরিতে করণীয়

০১. প্রতি শতক বীজতলার জন্য ডিওবীজ লাগে ৩ কেজি;
০২. বীজতলা তৈরির সময় প্রয়োজনীয় পচা গোবর সার ব্যবহার করতে হবে;

০৩. বপনের আগে বীজ ভালোভাবে অঙ্কুরিত করে নিতে হবে;
০৪. আড়াআড়িভাবে চাষ মই দিয়ে বীজতলায় ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে;
০৫. গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে বীজতলার বপনকৃত অঙ্কুরিত বীজ ঢেকে দিতে হবে;
০৬. নিয়মিত ও পরিমিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

শুকনো বীজতলা করার সুবিধাদি

০১. ২৫-৩০ দিনের সুস্থ সবল চারা উৎপাদন সম্ভব;
০২. অধিক শীতে এমনকি শৈত্যপ্রবাহেও চারার কোনো ক্ষতি (Cold Injury) হয় না;
০৩. বীজতলায় বীজ অন্তত ৫০% কম লাগবে। চারা তোলায় শ্রম ব্যয় ১ চতুর্থাংশে নেমে আসবে;
০৪. শিকড় এলাকা (Root Zone) খুবই মজবুত থাকে বলে রিকভারি স্টেজ খুবই কম সময়ে পার হয়, রোপণকৃত চারার বাড়বাড়তি তথা প্রয়োজনীয় কুশি উৎপাদনে অনেক সময় পায়;
০৫. ফলন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বেশি পাওয়া সম্ভব।

সতর্কতা

০১. অতিরিক্ত শীতে কোনোক্রমেই পলিথিন সরানো যাবে না;
০২. বীজতলায় রসের অভাব হলে স্প্রে করে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে;
০৩. পলিথিনের নিচে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পলিথিন ২-৩ ঘণ্টা সরিয়ে দিতে হবে (বাহিরের চেয়ে ৫-৬ সেলসিয়াস কম বেশি);
০৪. রোগে আক্রান্ত হলে রোগনাশক স্প্রে করতে হবে তবে ব্যবহারের পর ২-৩ ঘণ্টা পলিথিন তুলে আলো-রোদ লাগাতে হবে;
০৫. চারা শক্ত (Hardening) করার জন্য মূল জমিতে রোপণের ৩-৪ দিন আগে প্রতিদিন ২-৩ ঘণ্টা পলিথিন তুলে দিতে হবে;
০৬. প্রতি গোছায় ২টি করে চারা রোপণ করতে হবে;
০৭. জমিতে ১০-১৫ দিন ছিপছিপে পানি রাখতে হবে;
০৮. এ সময়ে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের উপযুক্ত সময় বলে দ্রুত এ কাজটি শেষ করতে হবে;
০৯. যে দিন চারা উঠানো হয় সে দিন বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে (২ গ্রাম পটাশিয়াম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) চারার গোড়া চুবিয়ে রোপণ করা বেশি ভালো;
১০. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময় করণীয়

০১. রোপণের জন্য চারার বয়স সর্বোচ্চ ২৫-৩০ দিন থেকে হবে;
০২. প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা সর্বোচ্চ ২টি;
০৩. লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার;
০৪. চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার;
০৫. চারা রোপণের ১০-১২ দিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে;
০৬. কাইচ খোড় আসার ৫-৭ দিন আগে মাত্রা অনুযায়ী গুঁড়া ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে;
০৭. পানি ব্যবস্থাপনা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
০৮. ধানের ক্ষেত সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

ভাসমান চাষাবাদ

তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলভিত্তিক বাংলার বেশিরভাগ বাস্তুবতা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি আর পানি অথই পানি। বছরের ৬-৭ মাস পানিবন্দী থাকে পুরো এলাকা। নিজেদের বাঁচার তাগিদে তারা উদ্ভাবন করেছে নতুন এক পদ্ধতি। ভাসমান এ পদ্ধতিকে তারা স্থানীয় ভাষায় বলে ধাপ পদ্ধতি। অনাদিকাল থেকে শুরু এ ভাসমান চাষাবাদ। কেউ জানে না কখন থেকে শুরু এর পথচলা। সারা বছর নিচু জমিতে জোয়ার ভাটার কারণে জমিতে পানি থাকার কারণে তারা চাষাবাদ করতে পারত না। ভাসমান কচুরিপানা পানিতে ভেসে থাকত প্রায় বছরব্যাপী। এটি ছিল বহুমাত্রিক অসুবিধার কারণ। পরে এ কচুরিপানাকে তারা ধাপে ধাপে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে। তারপর সেসব ধাপের ওপর টোপাপানা দিয়ে তারা তৈরি করে ভাসমান বীজতলা। এভাবে ভাসমান ধাপের ওপরে বিভিন্ন রকম সবজির দৌলা দিয়ে সাজাত নান্দনিক ভাসমান বীজতলা। সেসব ভাসমান বীজতলার চারাগুলোর কোনোটা পঁপে, লাউ, শিম, বরবটি আবার অন্যগুলো টমেটো, বেগুন, করলার চারা এসব। ভাসমান বীজতলাগুলো যাতে ভেসে না যায়, সেজন্য তারা শক্ত বাঁশের খুঁটির সাহায্যে বেঁধে রাখে। শুকনা মৌসুমে এখানকার মানুষ চাষ করেন বোরো ফসল। এতদিন তারা ভাসমান বীজতলায় কোনো রাসায়নিক সার ব্যবহার করত না। তবে বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে স্বল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন। আগে যেখানে সবজির চারাগুলো ছিল কিছুটা লিকলিকে এখন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনে শক্ত সবল হওয়ার সুফল পাচ্ছেন।

এমন সৃজনশীল ভাসমান চাষাবাদের উদাহরণ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নাজিরপুরের সুখারঝোড় গ্রাম। সেখানে মহিলারা দুলালি লতা দিয়ে মেডা তৈরি করছে। স্থানীয় ভাষায় এ মেডা হচ্ছে টোপাপানা দিয়ে গোলাকার বস্তু। যাতে দুলালি লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়। যার মধ্যে একটা বাঁশের কাঠির সাহায্যে ২টি গজানো বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হয়। দিনে একজন মহিলা প্রায় ১ থেকে দেড় হাজারটি দৌলা তৈরি করতে পারেন। এসব দৌলা উঁচু কোনো জায়গায় কিছু দিন রেখে ২ পাতার চারা হলে তাকে ভাসমান বেড বা ধাপে স্থানান্তর করা হয়।

আর এ ভাসমান বেড বা ধাপ তৈরিতে কচুরিপানা সংগ্রহ করে প্রায় ১৫০ ফুট বেড তৈরি করা হয়। তারপর কমপক্ষে ২০-৩০ ইঞ্চি উঁচু করার জন্য কচুরিপানার স্তর একের পর এক সাজানো হয়। এরপর দেয়া হয় প্রথমে টোপাপানা তারপর দুলালি লতা। মোটামুটি ২০ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু হলে তার ওপর দৌলাগুলোকে সুন্দরভাবে লাইনে সাজানো হয়। দেখলে তখন অনিন্দ্য সবুজ সুন্দর ভুবন মনে হয়। তারপর ধাপের নিচ থেকে টেনে এনে নরম কচুরিপানাগুলো দৌলার গোড়ায় দিয়ে দেয়া হয়। এতে দৌলাগুলো একে অপরের সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে, আর জীবনের সঞ্জিবনী শক্তি পায় এখান থেকে।

কিন্তু এ যে তরতর করে চারাগুলোর বেড়ে ওঠা, এজন্য নিয়মিত পরিচর্যা আর যত্ন আন্টি করতে হয়। এর মধ্যে প্রতিদিন ধাপে হালকা করে পানি সেচ দেয়া। আর অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ছিটানো। যাতে করে চারার গোড়া শুকিয়ে না যায়, সজীব থাকে। এভাবে মাসাধিক কাল যত্ন শেষে বিক্রির জন্য তৈরি হয়। বীজতলার মালিকরা অপেক্ষা করেন মহাজন ফড়িয়ার জন্য। ক্রেতারা নৌকায় এখানে আসেন এবং কিনে নিয়ে যান। তখন ১৫০ ফুট লম্বা ভাসমান ধাপের চারা বিক্রি হয় ৭ থেকে ৮ হাজার টাকায়। ভাসমান বেড তৈরি ও চারা বসাতে সব খরচ মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার টাকার মতো প্রয়োজন হয়। এক মাস পরে চাষির ঘরে আসে প্রায় ৪ হাজার টাকা। জোয়ার ভাটায় নিত্যবহমান গ্রামীণ এ জনপদে এ আয় অনেক বেশি আশার আলো। কেননা এটি না করলে তারা বছরের এ ৬-৭ মাস শুধুই বেকার বসে থাকত। কিন্তু শ্রম বিনিয়োগে সামান্য আয়ের একটা সুন্দর পথ তো উন্মুক্ত হলো তাদের জন্য।

জীবনের আর্থসামাজিক পরিবর্তনে এ এক আশা জাগানিয়ার বাস্তু বগল। যাতে আছে প্রযুক্তি দিয়ে প্রাকৃতিক চলমান বাস্তুবতার সঙ্গে খাপখাইয়ে বেঁচে থাকার অন্যান্যরকম স্বাদ, তৃপ্তি ও অবলম্বন। প্রকৃতির সঙ্গে

সংগ্রামরত মানুষের এভাবে বেঁচে থাকার উদাহরণ থেকে পারে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নাজিরপুর আর বান-রীপাড়াসহ অন্যান্য এলাকার বাস্তুবতা। পানিবন্দী বা কয়েক লাখ হেক্টর জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের। বাঁচতে শেখার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারে এ জ্বলন্ত প্রমাণ। জরিপ ও অভিজ্ঞতা বলে এরকম আরও হাজার লাখ হেক্টর জমিকে খুব সহজেই ভাসমান চাষের আওতায় আনা সম্ভব। শুধু কি তাই, বিশাল বাংলার যেখানে অবিরত জলরাশির সীমানা ২-৩ মাস খালি পড়ে থাকে সেখানে পরিবেশবান্ধব ভাসমান সবজির বীজতলা পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় অনায়াসে। তখন অতিরিক্ত সমৃদ্ধির গতিতে এগায়ে বাংলায় কৃষি এবং অবশ্যই বাংলাদেশ। প্রতিকূল পরিবেশে এ দেশের কৃষকের ব্যতিক্রমী ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী উদ্যোগই আমাদের ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা।

বিটি বেগুন

বেগুন বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। সারা বছর ধরে বাণিজ্যিকভাবে এ সবজি চাষ করা হয়। এ ছাড়াও ছোট চাষিদের পারিবারিক বাগানে বেগুন চাষ করা হয়। স্বল্প সম্পদশালী কৃষকের পুষ্টি ও নগদ অর্থ উপার্জনের জন্য বেগুন একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ ফসল উৎপাদনের প্রধান বাধা হচ্ছে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা যা ফসলের শতকরা ৩০-৭০ ভাগ নষ্ট করে। এ পোকা দমনের জন্য কোনো কোনো এলাকার কৃষক ফসল উৎপাদনের এক মৌসুমে ৮০ বারের বেশি কীটনাশক স্প্রে করে থাকে। এতবার কীটনাশক ব্যবহারের পরও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। অধিক কীটনাশক কৃষকের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে কৃষক অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়/এবিএসপি-২ এর কারিগরি সহযোগিতায় এবং ইউএসএআইডি (USAID) এর অর্থায়নে ২০০৫ সাল থেকে জিন প্রকৌশল (genetic engineering) পদ্ধতি গ্রহণ করে বেগুনের ওপর গবেষণা করে আসছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটিতে বসবসকারী ব্যাকটেরিয়া *Bacillus thuringiensis* থেকে CryIAc জিন বেগুনে অনুপ্রবেশ করিয়ে বেগুন গাছকে এ পোকার প্রতি প্রতিরোধী (resistant) করা।

বিটি বেগুনের Bt হলো *Bacillus thuringiensis* এর সংক্ষিপ্ত নাম। বিটি হলো মাটিতে বসবাসকারী একটি ব্যাকটেরিয়াম যা CryIAc নামক জিন ধারণ করে। CryIAc জিন একটি পোকানাশক প্রোটিন তৈরি করে। এ প্রোটিন কিছু মথের কীড়া যা গাছের যেমন বেগুন গাছের ডগা, পাতা এবং ফলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে। এ প্রোটিন সীমিত সংখ্যক পোকার জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর নয়।

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এ পোকার ছোট ছোট কীড়া বেগুন গাছের কচি ডগা ছিদ্র করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং খায়। ফলে ডগা নেতিয়ে পড়ে। কীড়া কচি এবং বাড়ন্ত বেগুন ছিদ্র করে ভেতরের নরম শাঁস খায়। ফলে আক্রান্ত বেগুন খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং বাজার দর কমে যায়। সাধারণত চারা অবস্থায় এ পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত আক্রমণ দেখা যায়।

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা থেকে স্থায়ী, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশ বান্ধব অবস্থায় ফসল রক্ষার জন্য বিটি বেগুন উপযোগী। বিটি বেগুনে CryIAc প্রোটিন তৈরি হয়। এ বেগুন সাধারণ বেগুনের মতো দেখতে এবং একই গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বহন করে। CryIAc সচরাচর বিটিজেনিট জৈব কীটনাশক হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় হয়। পেস্টিসাইড স্প্রে করলে শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য যখন পোকা ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে বেগুন গাছে বা বেগুনের গায়ে ছিদ্র করে ঢুকে তখনই কাজ করে। কীড়া গাছ বা ফলের ভেতর ঢোকানোর পর পেস্টিসাইড তেমন কাজ করে না। বিটি বেগুনে CryIAc প্রোটিন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ঢোকানো থাকে। ফলে বিটি বেগুনের ভেতরেই এসএফবি দমনের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

সাধারণত কৃষক পোকা দমনের জন্য প্রচলিত কীটনাশক ব্যবহার করেন। এ সব কীটনাশক ব্যবহারের বহুবিধ অসুবিধা। কীটনাশক শুধু স্বল্পসময়ের জন্য যখন ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ডগা বা ফলে ছিদ্র করার আগে মুহূর্ত পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। একবার কীড়া ডগা বা ফলের ভেতর ছিদ্র করে ঢুকে গেলে তখন কীটনাশকের কার্যকারিতা তেমন থাকে না। ফলে কৃষকরা পোকা দমনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে। এতে কৃষকের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়, উপকারী পোকা এবং লক্ষ্যবিহীন পোকাকার (Non target insect) ক্ষতি হয় বা মারা যায়। বিটি বেগুন তার কীটনাশক গুণবিশিষ্ট বিটি প্রোটিনের দ্বারা ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার কীড়াকে গাছে ছিদ্র করে ঢোকানোর আগে মেয়ে ফেলে এবং গাছকে রক্ষা করে। বিটি বেগুন লক্ষ্যবিহীন জীব এবং অন্যান্য উপকারী পোকাকার জন্য ক্ষতিকর নয়।

বিটি বেগুন চাষ করলে কৃষক যেসব সুফল পেতে পারেন-

- উন্নতমানের ব্যবস্থাপনায় এসএফবিআর বেগুন চাষাবাদ করা হলে প্রচলিত বেগুন গাছের চেয়ে এ বেগুন গাছ বেশিসংখ্যক পোকাহীন বেগুন উৎপন্ন করবে। এতে কৃষকের পোকাহীন বেগুনের ফলন বাড়বে এবং ফলশ্রুতিতে কৃষকের আয় বাড়বে।
- এসএফবিআর বেগুন চাষাবাদের জন্য খুব কমসংখ্যক কীটনাশক স্প্রে প্রয়োজন হয় বলে কৃষক এবং খামার কর্মীরা কীটনাশক কম ব্যবহার করবে এবং কীটনাশকজনিত ব্যয় কম হবে।
- উৎপাদন খরচ পুনরুদ্ধার মডেল (Cost-recovery model) অনুসরণ করে সরকারি পদ্ধতিতে ফসলের জাতগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কৃষক উন্নত বীজ পাবে।
- কৃষক বর্তমানে হাইব্রিড এবং অন্যান্য জাতের বীজ যেভাবে সংগ্রহ ও ব্যবহার করে তা চালু রাখতে সক্ষম হবে।

লাখ লাখ ভোক্তার ১০ বছরের ও অধিক সময় ধরে বিটি দ্রব্যের ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এবং ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে বিটিকে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার এটাই প্রমাণ করে যে, এটি মানুষ ও পরিবেশের জন্য বেশ নিরাপদ। এসএফবিআর বেগুন খাওয়া নিরাপদ কিনা তা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন। রাসায়নিক কীটনাশকের কম ব্যবহারের ফলে বাজারে সরবরাহকৃত বিটি বেগুনে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের মাত্রা কম পরিমাণ থাকবে। মাছ, মুরগি, খরগোশ, ছাগল, ইঁদুর, মহিষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ওপর এসএফবিআর বেগুন পরীক্ষা করে কোনো বিষাক্ততার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এসএফবি আর বেগুন পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এর মধ্যে কোনো নতুন অ্যালার্জিক উপাদান নেই এবং বিটি বেগুন অ্যালার্জিক নয়।

লজ্জাবতী

মাইমোসা বা লজ্জাবতী অনেকটা লতাজাতীয় উদ্ভিদ। আমাদের দেশে অল্পভাবাপন্ন মাটিতে এক জাতের কাঁটায়ুক্ত লজ্জাবতী দেখা যায়। এগুলো আকারে ছোট। লজ্জাবতী অতি স্পর্শকাতর। ডাল জাতীয় ফসলের মতো লজ্জাবতীর শিকড়ে 'নডিউল' গঠন হয়। ফলে মাটিতে প্রাকৃতিকভাবে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ সরবরাহ করায় মাটির উর্বরতা বাড়ে। লজ্জাবতী পুষ্টিতে অতি সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিনসহ সব ধরনের খাদ্য উপাদান। বিশেষ করে এটি ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও নিয়েসিনে ভরপুর। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ায় সালাদ, সবজি ও নানা প্রকার স্যুপ হিসেবে 'লজ্জাবতী' আহারের প্রচলন খুব জনপ্রিয়।

আফ্রিকার অনেক অধিবাসী চা ও কফির বিকল্প হিসেবে মাইমোসার লতাপাতা, ফুল ও কচি ফলের নির্যাস পান করে। ইন্দোনেশিয়ায় 'জায়েন্ট মাইমোসা (কাঁটাবিহীন)' মহিষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়।

'ওয়াটার মাইমোসা'র শিকড় ও কচি পাতা - শিং, মাগুর, কৈ, তেলাপিয়া ও অনুরূপ মাছের প্রিয় খাবার। অনেক দেশে মাইমোসার যথেষ্ট চাহিদা আছে।

ঔষধি গুণাগুণ ও উৎপত্তি স্থান : লজ্জাবতীর ঔষধি গুণাগুণ অত্যন্ত বেশি। নানা রোগের চিকিৎসায় হারবাল মেডিসিন তৈরিতে এর ব্যবহার যুগযুগ ধরে চলে আসছে। নাক, কান, দাঁত ও ক্ষুদ্রনাশির ঘাঁ সারাতে লজ্জাবতীর শিকড় লতাপাতার ব্যবহার দেশে-বিদেশে বহুল প্রচলিত। জন্ডিস, অ্যাজমা, টিউমার, হুপিংকফ, চর্মরোগ, ডায়াবেটিসসহ, হার্ট, লিভারের নানা রোগ সারাতে মাইমোসার ঔষধি গুণাগুণ খুব বেশি। অনেকে মনে করেন মেক্সিকো লজ্জাবতীর উৎপত্তি স্থান। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণ বেল্টে আফ্রিকার অনেক দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর লজ্জাবতী দেখা যায়।

জাত ও বংশ বিস্তার : পৃথিবীতে অনেক রকম জাতের লজ্জাবতী দেখা যায়। তবে জায়েন্ট মাইমোসা বা কাঁটাবিহীন লজ্জাবতী ডাঙ্গায় এবং ওয়াটার মাইমোসা অগভীর পানিতে চাষের প্রচলন বেশি দেখা যায়। বীজ থেকে অথবা পুষ্ট লতা কেটে তা রোপণের মাধ্যমে চাষাবাদ করা যায়।

ওয়াটার মাইমোসা

এটি অগভীর পানিতে ভালো জন্মে। খাল-বিল, নালা-নর্দমা ও পুকুরে সহজেই ওয়াটার মাইমোসার চাষ করা যায়। পুকুর পাড়ের পানির উপরিভাগে ০.৬০-০.৯০ মি. দূরত্বে চারা বা কাটিং লাগালে তা দ্রুত কলমির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

চাষ সম্প্রসারণ : যেসব এলাকায় বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকার অগভীর পুকুরের পানি প্রথর রোদে গরম হয়ে যায়। এর প্রভাবে মাছ ও জলজ প্রাণীর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব পুকুর পাড়ে ওয়াটার মাইমোসা চাষের মাধ্যমে এ প্রতিকূলতা দূর করা যায়, পানিকে ঠাণ্ডা রাখা সহজ হয়। ওয়াটার মাইমোসার গুচ্ছ শিকড়ের ভেতর কৈ, তেলাপিয়া মাছ ডিম পাড়ে এবং তা ছোট মাছের আশ্রয় স্থান হিসেবে কাজে লাগে। মাগুর, শিং, কৈ, তেলাপিয়া জাতীয় পুকুরের সব মাছ মাইমোসার শিকড়, কচি লতা-পাতা ও ফুল খেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উত্তরাঞ্চলের খরা প্রধান এলাকায় ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল এলাকায় এ জাতের মাইমোসা পুকুর ও নালায় চাষ ব্যবস্থা নিয়ে এর সুফল আহরণ করা প্রয়োজন।

বীজ বপন-চারা রোপণ : চারা অথবা লতার কাটিং এপ্রিল/মে মাসে লাগানোর উপযোগী। পুকুর পাড়ে পানির স্তরের ২০-২৫ সেমি. ওপরে রসাল মাটিতে ০.৬০-০.৯০ মি. দূরত্বে চারা-কাটিং রোপণ করতে হয়।

পরিচর্যা : ওয়াটার মাইমোসা এপ্রিল/মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দ্রুত বাড়ে। এ সময় চাহিদা মতো লতা-পাতা রেখে কিছু ছেঁটে দিয়ে মাছ ধরা ও মাছের অবাধ চলাচল সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লতায় ফল ধরে এবং শীতে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় পুরনো লতা কমিয়ে দিয়ে সেগুলো জ্বালানি বা জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পুকুরে অতিরিক্ত ছড়ানো ওয়াটার মাইমোসা, চাষকৃত মাছের অবাধ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, আলো বাতাস ও সরবরাহকৃত খাদ্য গ্রহণে মাছের জন্য যেন অন্তরায় না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক। বাড়ন্ত মৌসুমে কলমির মতো ওয়াটার মাইমোসার কচি লতা-পাতা, ফুল-ফল সবজি হিসেবে আহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

জায়েন্ট মাইমোসা

দ্রুতবর্ধনশীল কাঁটাবিহীন এ জাতটি বাংলাদেশে সম্প্রসারণে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের রাজস্থানে ও কেরালায় খরাপ্রবণ এলাকায় বাগানের ভেতরে কভার ক্রপ হিসেবে জায়েন্ট মাইমোসার চাষ প্রচলন খুব বেশি। দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তর বরিশাল ও খুলনার উপকূলবর্তী এলাকায় বিশেষ করে বাগানে এ জাতের মাইমোসার চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া দরকার। এ দেশের উত্তরাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকার ফল বাগানে

জায়েন্ট মাইমোসা চাষ সম্প্রসারণ যথেষ্ট সুযোগ আছে। রাস্তা ও বাঁধের ধারে, রেললাইনের পাশে, নদীর পাড়ে এবং বাগানে জায়েন্ট মাইমোসা চাষের জন্য উপযোগী।

চার্না-কাটিং রোপণ : চার্না উৎপাদন ও কাটিং তৈরি পদ্ধতি ওয়াটার মাইমোসার অনুরূপ। মার্চ-এপ্রিল মাসে ২-৩ ফুট দূরত্বে চার্না কাটিং রোপণ করতে হয়। সবুজ সার করার ক্ষেত্রে এক ফুট দূরত্বে অনেকটা ঘন করে চার্না-কাটিং রোপণ করতে হয়। রোপণের পর থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বহুবর্ষজীবী এ গাছ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে মাটিকে ঢেকে ফেলে।

চাষ সম্প্রসারণ ও ব্যবহার : বরেন্দ্র এলাকায় যেভাবে আম বাগান নতুনভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে সেগুলোর মাঝে মাইমোসার চাষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ ব্যবস্থায় বাগানের আগাছা দমন, মাটির রস সংরক্ষণ ও জৈবসার সরবরাহ নিশ্চিত হবে। মাটির ক্ষয়রোধ ও তা ধরে রাখার জন্য বাঁধের ও উঁচু রাস্তার ধারে জায়েন্ট মাইমোসা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ জাতের মাইমোসা মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত খুব বাড়ে, চারদিকে প্রচুর লতাপাতা ছড়ায়।

মহিষের খাদ্য হিসেবে জায়েন্ট মাইমোসার ব্যবহার মালায়শিয়ায় প্রচলিত আছে। তাই বাংলাদেশের মহিষের খাদ্য হিসেবে চাষের ব্যবস্থা নেয়া যায়। এছাড়াও অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে গো খাদ্য হিসেবে ব্যবহার উপযোগিতা পরীক্ষণে অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, আগাছা দমন, ভূমিক্ষয় রোধ, ঔষধি ও সবজি হিসেবে ব্যবহার, সুফল আহরণের লক্ষ্যে, অতি সম্ভাবনাময়ী এ ফসলটির সম্প্রসারণ ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সবারই প্রচেষ্টা নেয়া অত্যাবশ্যিক।

খাটো জাতের হাইব্রিড নারিকেল চাষ

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। ব্যবহার বৈচিত্র্যে এটি একটি অতুলনীয় বৃক্ষ। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে যে প্রচলিত নারিকেলের জাত রয়েছে সেগুলোর ফলন খুবই কম। গাছপ্রতি বছরে সর্বোচ্চ ৫০টি নারিকেল পাওয়া যায় এবং ফলন পেতে ৬ থেকে ৭ বছর সময় লাগে। নারিকেলের ফলন যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তাই নতুন এ 'ডিজি সম্পূর্ণা ডোয়ার্ফ (খাটো)' জাতের গাছের আবাদের ব্যাপারে বর্তমানে জোর দেয়া হচ্ছে। নতুন জাতের এ গাছকে যথাযথ পরিচর্যা করলে আড়াই থেকে তিন বছরেই ফলন আসবে। ফলনের পরিমাণ আমাদের দেশি জাতের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। উপযুক্ত পরিচর্যা করলে প্রতি বছর প্রায় ২৫০টি নারিকেল পাওয়া সম্ভব। উন্নত এ জাতের সম্প্রসারণ করা গেলে আমাদের দেশের নারিকেলের উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

জাত : ডিজি সম্পূর্ণা হাইব্রিড ডোয়ার্ফ নারিকেল।

মাটি : নিকাশযুক্ত দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটি।

রোপণের সময় : জুন-সেপ্টেম্বর।

রোপণের দূরত্ব : ৬ X ৬ মিটার হিসেবে হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চার্না প্রয়োজন।

পিট তৈরি : আদর্শ পিটের মাপ হবে ১ X ১ X ১ মিটার। গর্ত তৈরির পর প্রতি গর্তে ১৫ থেকে ২০ কেজি পচা গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে। মাটিতে অবস্থানরত পোকের আক্রমণ থেকে চার্না রক্ষার জন্য প্রতি গর্তে ৫০ গ্রাম বাসুডিন প্রয়োগ করতে হবে। সব কিছু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে। ভরাটের পর পানি দিয়ে গর্তটাকে ভিজিয়ে দিতে হবে যাতে সব সার ও অন্যান্য উপাদান মাটির সঙ্গে মিশে যায়, যা চার্না গাছের শিকড়ের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

চার্না রোপণ : গর্তের মাঝখানে নারিকেল চার্না এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে নারিকেলের খোসা সংলগ্ন চার্নার গোড়ার অংশ মাটির ওপরে থাকে। চার্না রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালোভাবে চাপ দিতে হবে যাতে চার্নাটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

আন্তঃপরিচর্যা

* **১ম মাস :** চার্না রোপণের পর চার্নার চার্নাপাশের মাটি ভালোভাবে চাপ দিয়ে শক্ত করে দিতে হবে। এরপর সেচ দিতে হবে। নারিকেল ফসলের জন্য সেচ ও নিষ্কাশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক মৌসুমে প্রতিদিন সেচ এবং বর্ষার সময় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ২০ দিন পর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ছত্রাক জাতীয় রোগ থেকে মুক্তির জন্য ১৫ দিন পরপর ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

* **২য় ও ৩য় মাস :** নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ সেচ প্রদান করতে হবে। পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছত্রাক রোগ দমনে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। নিয়মিত মাটি নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।

* **৪র্থ মাস :** নিয়মিত ছত্রাকনাশক স্প্রে ও আগাছা দমন করতে হবে। শিকড় বৃদ্ধির জন্য মাটির আর্দ্রতা সবসময় ৪০% থেকে ৮০% এ রাখতে হবে। এ মাসে প্রথম মাত্রার সার প্রয়োগ করতে হবে। চার্নাপ্রতি ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি এবং ১০ কেজি গোবরজাত সার ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। এ সময় চার্না থেকে পাতা ছড়ানো শুরু হবে।

* **৫ম ও ৬ষ্ঠ মাস :** নিয়মিত ছত্রাকনাশক স্প্রে এবং আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময়ে গাছের পোকামাকড় দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* **৭ম মাস :** অন্যান্য মাসের মতো নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। এ সময় থেকে গাছের গোড়া থেকে ১ ফুট দূরত্বে সেচ ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

* **৮ম মাস :** নির্ধারিত মাত্রার পানি সেচ এবং বালাইনাশকের ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। বিভিন্ন পোকামাকড় এবং রোগবালাইয়ের আক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ মাসে সারের ২য় ডোজ দিতে হবে। চার্না প্রতি ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি এবং ১০ কেজি গোবরজাত সার ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দেয়া প্রয়োজন।

* **৯ম মাস :** এ সময়ে ছত্রাকের আক্রমণ কমতে থাকে সেজন্য ছত্রাকনাশকের ব্যবহার কমানো যায়। তবে পাতা কাটা পোকের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।

* **১০ম ও ১১তম মাস :** যথাযথ বৃদ্ধির জন্য গাছের গোড়ার মাটির আর্দ্রতা ৪০% থেকে ৮০% এর মধ্যে রাখতে হবে। রোগবালাই ও পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে।

* **১২তম মাস :** এ মাসে ৩য় সারের ডোজ দিতে হবে। আগের মতো চার্নাপ্রতি ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি, ৫০ গ্রাম বোরন এবং ১০ কেজি জৈব সার ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। গাছের বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে, এ সময়ে গাছের উচ্চতা ৩.৭৫ মি., গোড়া ০.৮৭ মি. এবং পাতার মাপ হবে ২.৮৭ মি.। পাতার সংখ্যা হবে ১৫টি।

* **১৩তম ও ১৪তম মাস :** সাধারণ পরিচর্যা করতে হবে এবং পোকামাকড়ের আক্রমণের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

* **১৫তম মাস :** এ মাসে পরিচর্যার ক্ষেত্রে গাছের বেসিন এরিয়া বাড়তে হবে ১.৫০ মি. পর্যন্ত এবং ৪র্থ ডোজের সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছপ্রতি ৫৪০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৭৫০ গ্রাম এমওপি সার এবং ২০ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে।

* **১৬তম মাস :** এ মাসে নারিকেল গাছের ট্রান্স দেখা যেতে পারে। তাই এ সময়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। বিটলের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য গাছপ্রতি বাসুডিন (১০জি) ২০ গ্রাম, নিম কেক ও নদীর বালুর সঙ্গে মিশিয়ে গাছের ৩-৪টি পাতার খাঁজের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। পরিমিত সেচ প্রদান করতে হবে।

১৭তম মাস : গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিমিত সেচের মাধ্যমে মাটির আর্দ্রতা ঠিক রাখতে হবে।

* **১৮তম মাস :** এ মাসে ৫ম ডোজের সার দিতে হবে। গাছপ্রতি ইউরিয়া ৬৫০ গ্রাম, টিএসপি ১২৫০ গ্রাম, ৮৫০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম বোরন প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। পোকামাকড়ের আক্রমণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* **১৯তম মাস :** পরিমিত সেচ এবং রোগবালাইয়ের আক্রমণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

* **২০তম মাস :** গাছের গোড়ার চারপাশের ১ ফুট উঁচু করে সবুজ লতাপাতা জমিয়ে পচাতে হবে যাতে মাটির হিউমাসের পরিমাণ বাড়ে। এতে গাছের বৃদ্ধি যথাযথ হবে। মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।

* **২১তম মাস :** এ মাসে ৬ষ্ঠ ডোজের সার দিতে হবে। গাছপ্রতি ইউরিয়া ৬৫০ গ্রাম, টিএসপি ১২৫০ গ্রাম এবং ৮৫০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। পোকামাকড়ের আক্রমণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* **২২তম মাস :** গাছের এ বয়সে বেসিনের আকার ১.৮০ মি. পর্যন্ত বাড়তে হবে। এর মধ্যে গাছের গোড়ার ০.৬০ মি. স্থান অব্যবহৃত রাখতে হবে এবং বাকি ১.২০ মিটারের মধ্যে সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

* **২৩তম মাস :** এ সময়ে গাছের সঠিক পরিচর্যা করতে হবে। যথাযথ সার ও সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়ার ০.৬০ মিটার মধ্যে যাতে পানি ও সার দেয়া না হয় তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

* **২৪তম মাস :** এ বয়সে নারিকেল গাছ পূর্ণবয়স্ক গাছ হিসেবে ধরা যায়। তাই এ সময়ে পরিপূর্ণ মাত্রার সার ব্যবহার করতে হবে। ৭ম ডোজ হিসেবে গাছপ্রতি ইউরিয়া ৮০০ গ্রাম, টিএসপি ২০০০ গ্রাম এবং ১১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এ সময়ে কিছু গাছে ফুল আসতে শুরু হবে এবং ২৮-৩০ মাসে প্রায় সব গাছে ফুল আসবে। ফুল আসার পর মুকুল বরার পরিমাণ বেশি হলে ১০ গ্রাম-লিটার হিসাবে বোরাক্স সার স্প্রে করতে হবে।

* গাছের ২৪ মাস বয়সের পর প্রতি গাছে বছরে ৫.৫ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি এবং ৭ কেজি এমওপি সার ও ৫০ কেজি গোবর সার প্রতি বছর চার ভাগে ৩ মাস পরপর গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য সারের ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১৫০ গ্রাম করে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর এবং বোরন সার ১০০ গ্রাম করে প্রতি বছর ২ বার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

বাড রট-কুঁড়ি পচা : রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ৪ থেকে ৫ গ্রাম প্রপিনেব ও ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক সিকিউর মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করতে হবে ২১ দিন পরপর ২ থেকে ৩ বার।

ফল পচা রোগ : প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

পাতার ব্লাইট : পরিমিত সার প্রয়োগ করলেও যথা সময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। আক্রমণ বেশি হলে থোপিকেনাজল গ্রুপের রোগনাশক ১৫ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গম্ভীর পোকা : আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করা যায় বা মারা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে অরগানো ফসফরাস গ্রুপের কীটনাশক প্রবেশ করায় ছিদ্রের মুখ আধালো মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিলে কার্যকরভাবে পোকা মারা যাবে।

নারিকেলের মাইট : গাছ পরিষ্কার করে প্রোপারজাইট গ্রুপের ভার্টিকেক-ওমাইট ৪.৫ মিলি থেকে ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের মাথায় স্প্রে করতে হবে। এছাড়া নারিকেলের ৩/৪ টি তাজা শিকড় কেটে ভার্টিকেক-ওমাইট মিশ্রিত বোতলে ডুবিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে রেখে দিলে কার্যকরভাবে নারিকেলের মাইট দমন করা যায়।

বি. দ্র. এ জাতের নারিকেল হাইব্রিড বিধায় এর বীজ দিয়ে চারা উৎপাদন করা যাবে না।

নারিকেলের মাইট মাকড় ব্যবস্থাপনা

নারিকেলে মাকড়ের আক্রমণে গাছের ক্ষতি সম্পর্কে আগে তেমন জানা ছিল না। ক্ষুদে মাইটের উপস্থিতি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালে মেন্ডিকোতে। এর পরপরই ব্রাজিল ও আইভরিকোস্টে দেখা যায়। পরে ১৯৯৮ সালে ভারতের কেরালাতে এ মাইটের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে মাইটের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। মাইটের আক্রমণের প্রভাবে এসব গাছের নারিকেলের ফলন প্রায় ৪২% কমে যেতে দেখা যায়।

নারিকেলের মাইট চিহ্নিতকরণ : নারিকেল মাইট Eriophid নামে পরিচিত যা অন্য মাইট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের আকার খুবই ছোট। খালি চোখে তা দেখা যায় না। সাধারণ মাইটের ৮টা পা থাকে। অথচ নারিকেলের ক্ষতিকারক এ মাইটের পায়ের সংখ্যা মাত্র ৪টা। পুরুষ মাইটের তুলনায় স্ত্রী মাইট আকারে কিছুটা বড়। মাইটের জীবনচক্র শেষ থেকে সময় লাগে মাত্র ১০-১২ দিন। শীত মৌসুমে এ চক্র শেষ হতে প্রায় ১৫-২১ দিনে সময় লাগে। ডিম ফুটে ৩-৪ দিন পর লার্ভা বের হয়। পরে তা নিষ্ফ আকার ধারণ করে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই তা পূর্ণাঙ্গ মাইট রূপ ধারণ করে।

নারিকেল মাইটের ক্ষতি : ফুল-ফল ধরার জন্য নারিকেলের যে পুষ্পমঞ্জুরি বের হয় তাতে ক্ষুদ্র কচি নারিকেল ধরার সঙ্গে সঙ্গে মাইট বোঁটার অংশের উপরিভাগের খোলসের নিচের অতি নরম অংশে অবস্থান নেয়। এ সময়ে একটা স্ত্রী মাইট প্রতিদিন ৫-১০টা ডিম দেয়। ডিম দেয়া আরম্ভ করলে একেক দফায় শতাধিক ডিম পাড়ে। বছর শেষ হওয়ার আগে ১০-১৫ বার এভাবে একটা স্ত্রী মাইট ডিম দেয়া অব্যাহত রাখে। কয়েক মাসের ব্যবধানে সেখানে শত শত মাইটের কলোনি তৈরি হয়। সেখান থেকে নতুন গজানো কচি ডাবে মাইট ছড়িয়ে পড়ে। অতি কচি ডাবের বোঁটার কাছে খোলসের নিচের অংশের টিস্যু খুব নরম থাকে। সেজন্য এ অংশ ক্ষত করে মাইট ভেতরের রস চুষে খায়। কচি ফল ধরার পর থেকে তা নারিকেল হতে সময় লাগে প্রায় ১২ মাস। কচিফল গাঁথা থেকে শুরু করে প্রথম ৬ মাসে ফল বা ডাব কচি ও ছোট অবস্থায় থাকে ফলে নরম টিস্যুর রস আহার করা ও বংশবিস্তার করা মাইটের জন্য অতি সহজ।

মাইটে আক্রমণের লক্ষণ : নারিকেল বা ডাবের গায়ে গাঢ় বাদামি ছোবড়া ছোবড়া দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে তা মাইট আক্রমণের লক্ষণ। আক্রমণের মাত্রা অত্যধিক হলে কচি অবস্থায় মাটিতে অপুষ্ট ডাব বন্ডের পড়ে। যেগুলো টিকে যায় সেগুলোও আকারে ছোট ও অনাকাঙ্ক্ষিত আকার ধারণ করে। মাইটের আক্রমণে ডাব ও নারিকেলের স্বাভাবিক রঙ থাকে না, গাঢ় হয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ভেতরের শাঁস খুব কম হয়, নারিকেলের ছোবড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে শিল্পকারখানায় ব্যবহার অনুপোযোগী হয়।

মাইটের বিস্তার : একই গাছের বা পার্শ্ববর্তী গাছ থেকে মাইট বাতাসের মাধ্যমে মৌমাছি, বোলতা বা পাখির মাধ্যমে অন্য গাছে অথবা অপর বাগানে ছড়াতে পারে। এছাড়াও প্রবল বাতাসের মাধ্যমে অথবা নারিকেল-ডাব বা নারিকেল চারার মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এ মাইট ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা : যেহেতু মাইট বোঁটার অংশে খোলসের নিচে অবস্থান করে এবং নরম টিস্যুর রস খেয়ে বংশবিস্তার করে তাই নিরাপদ স্থানে অবস্থানরত মাইট দমন করা খুব সহজ নয়। তবে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাইটের আক্রমণ প্রতিহত কর সহজ।

বাগান স্বাস্থ্যসম্মত রাখা : নারিকেল বাগান বা গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। এ লক্ষ্যে গাছের নিচে মাইটে আক্রান্ত বরা অপুষ্ট ডাবগুলো কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে সময়মতো পরিমিত প্রয়োজনীয় খাদ্য-সার প্রয়োগ করা হলে এবং প্রয়োজনীয় সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে নারিকেল গাছ ও ফলের বৃদ্ধি বেশি হয়। তাতে মাইটের আক্রমণ হলেও ক্ষতির মাত্রা খুব কম হয়।

প্রাকৃতিকভাবে দমন

ক. প্রিডেসিয়াম নামক এক ধরনের রান্ফুসে বা পরজীবী মাইট, নারিকেল মাইট (Eriophid) খেতে পছন্দ করে। নারিকেল মাইট কলোনিতে এ পরভোজী মাইটের উপস্থিতি মাইটের বিস্তার রোধে অন্যতম ভূমিকা রাখবে।

খ. এক প্রকার প্যাথোজেনিক ছত্রাক যা *Hirsutella thompuni* নামে পরিচিত তা নারিকেল মাইট ধ্বংসে খুবই কার্যকর ছত্রাক। নারিকেল মাইট কলোনিতে এ ছত্রাকের উপস্থিতি নারিকেল মাইটের বংশবিস্তার নিয়ন্ত্রণে রাখে।

গ. এছাড়াও এক প্রকারের লেডিবার্ড বিটল নারিকেল মাইট ধ্বংস করতে সক্ষম। তাই এ জাতের লেডিবার্ড বিটল চিহ্নিত করে তা বাগানে ছেড়ে দেয়ার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। আক্রান্ত নারিকেল গাছে-বাগানে এসব প্রাকৃতিক শত্রুর উপস্থিতিতে মাইটের বংশবিস্তার ও তা দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে। নারিকেল মাইট দমনে এসব পরভোজী ছত্রাক ও পোকা-মাকড় দ্বারা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনায় তারা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভারত একই ব্যবস্থায় মাইট দমনের লক্ষ্যে গবেষণার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

০৪. **জৈব বালাইনাশক ব্যবহার :** পরিবেশ ও পরভোজী উপকারী প্রাণী সংরক্ষণ বিবেচনায় এনে নারিকেল মাইট দমনে বায়ো পেস্টিসাইড ব্যবহারের করা যায়-

ক. জৈব মিশ্রণের মাকড়নাশক

আক্রান্ত নারিকেল গাছ ২% নিম তেল, রসুন এবং সাবানের মিশ্রণ দিয়ে স্প্রে করে সফলভাবে মাইট দমন করা যায়। এ মিকচার তৈরি করার জন্য ২০ মিলিলিটার নিম তেল, ২০ গ্রাম পরিষ্কার রসুন বাটা ও ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সাবান একত্রে মেশাতে হয়। এ স্প্রে মিশ্রণ তৈরির জন্য ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সাবান ৫০০ মিলি পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে ২০ মিলিলিটার নিম তেল মেশাতে হয়। এরপর ২০ গ্রাম রসুন পরিষ্কার করে ভালোভাবে গুঁড়া করে বা বেটে নিয়ে তাতে সাবান পানি ও নিম তেল মিশিয়ে সব মিক্সচার পাতলা কাপড় দিয়ে ছেকে নিয়ে তা দিয়ে স্প্রে করতে হয়। এ মিকচার তৈরির পরপরই স্প্রে করার কাজ সমাধা করতে হবে। তৈরিকৃত মিশ্রণ রেখে দিয়ে পরের দিন ব্যবহার করা যাবে না।

খ. বায়ো মাকড়নাশক

অ্যাজাডাইর্যাকথিন (Azadiracthin) নামক নিম থেকে তৈরি মাকড়নাশক নারিকেল মাইট দমনে কার্যকর। এ মাকড়নাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১% ফরমুলেশনে প্রতি লিটার পানিতে ৪ মিলিলিটার নিম এবং ৫% ফরমুলেশনে প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলিলিটার মিশিয়ে নারিকেল গাছের আক্রান্ত অংশ ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন কেবল ফুল-ফল ধরার কাঁদিতে স্প্রে করে আক্রান্ত অংশগুলো ভালোভাবে ভেজনো হয়। একটা নারিকেল গাছ স্প্রে করতে ১০ লিটার স্প্রে মিশ্রণ যথেষ্ট। বছরে অন্তত ৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রথমবার ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে, দ্বিতীয়বার এপ্রিল-জুন মাসে এবং তৃতীয় বার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্প্রে করতে হবে। নারিকেলের পুষ্পমঞ্জুরি ছাড়া অন্য অংশে পাতা ও কাণ্ড স্প্রে করার প্রয়োজন নেই। কেননা এসব অংশে মাইট থাকে না।

৫. **রাসায়নিক দমন :** মাকড়নাশক ওমাইট-সুমাইট-রনভিট-ডেনিটল-ভার্টিমেট অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে নারিকেল মাইট দ্রুত দমন করা যায়। এছাড়াও নারিকেলের ৩-৪টা তাজা শিকড় কেটে ভার্টিমেট-ওমাইট মিশ্রিত বোতলে ডুবিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে রেখে দিলেও কার্যকরভাবে নারিকেলের মাইট দমন করা যায়।

নারিকেল গাছের ব্যবস্থাপনা

- নারিকেলের বিভিন্ন অংশের উপাদান দিয়ে তৈরি ভার্মি কম্পোস্ট নারিকেল বাগানে সারা বছর ব্যবহার করতে হবে।

- গাছের গোড়ায় সবুজ সার (বরবটি, খৈষ্গা) তৈরি ও ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে। এগুলো গ্রীষ্মকালে মালচিংয়ের কাজ করবে এবং পরবর্তীতে বর্ষায় পচে জৈব সারের কাজ করবে;

- বর্ষার আগে ও পরে কমপক্ষে ২ বার অনুমোদিত মাত্রায় জৈব ও অজৈবসার নারিকেল গাছে ব্যবহার করতে হবে;

- শুকনা মৌসুমে বাগানের মাটিতে রসের পরিস্থিতি বুঝে প্রতি গাছে সপ্তাহে একবার ২০০-৪০০ লিটার পানি সেচ দিতে হবে। কিংবা ড্রিপ ইরিগেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে;

- গাছের গোড়ার চারদিকের মাটিতে পানি সংরক্ষণের জন্য মালচিংয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। গোড়া থেকে প্রায় ২ মিটারব্যাপী স্থান নারিকেল ছোবড়া অথবা একইভাবে নারিকেল পাতা-সবুজ সার-সবুজ লতা পাতা দিয়ে তৈরি কম্পোস্ট ব্যবহার করে অথবা কোকো ডাস্ট দিয়ে মালচিং করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং

আমাদের চারপাশে কত বিচিত্র জীবন! কোনটি আমাদের নজরে আসে আবার কোনটি নজরেই আসে না। ক্ষুদ্র ভাইরাস থেকে বৃহৎ হাতি, ছোট ঘাস থেকে বড় গাছ। তিতপুটি থেকে বোয়াল মাছ। বনের পশু থেকে বুদ্ধিমান মানুষ। কত কিছুই না আছে সৃষ্টি জগতে! এ হিসাব কখনও কি গুনে বলা সম্ভব। এত সৃষ্টির মাঝে কি কোনোটির সঙ্গে কোনোটির বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া সম্ভব! বিজ্ঞানের এ যুগে আমরা বলতে পারি অবশ্যই সম্ভব। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকে জটিলতম মানুষের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে একটি গভীর মিল আছে। এসবের প্রত্যেকের গঠনের মাঝে একটি নীলনকশা আছে। আর সে নীলনকশার কারণেই কেউ পিঁপড়া, কেউ মানুষ। কেউ হাতি, কেউ কুমির। কেউ ঘাস আবার কেউ গাছ। আর সে নীলনকশার একটি ভাষা আছে। আর এ ভাষা লেখা হয় চারটি অক্ষরে ATCG। ৪টি অক্ষরের বিন্যাসের সমাবেশ তৈরি হয় প্রাণের নকশা বা জিনোম। ৪ অক্ষর দিয়ে লেখা মানুষের জীবনের নীলনকশাকে বলা হয় মানব জিনোম। সব মিলিয়ে সে জিনোম বা নীলনকশায় আছে ৩০০ কোটি অক্ষর। আর পাটের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা হলো ১২০ কোটি অক্ষর। বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় বেস পেয়ার। একটি জীবের জিনোমে লেখা থাকে জীবের গঠন, তার যাবতীয় তথ্য। জিনোম জানতে পারলে জানা যায় একটি জীবের গঠন, বৃদ্ধি, বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের সব কারণের ব্যাখ্যা। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা সে পাটের জিনোম রহস্যের পুরোটাই বের করে ফেলেছেন।

পাটের জিনোম রহস্য উন্মোচনের ফলে অপেক্ষাকৃত সরু আঁশসমৃদ্ধ পাট আবিষ্কার করা সম্ভব। সেখান থেকে তৈরি করা যাবে সুতা। ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে যে সুতা আমদানি করা হয় সেখানেও শাস্রয় হবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। সাতক্ষীরা, খুলনাসহ দেশের যেসব অঞ্চলের আবাদি জমি লবণ পানি গ্রাস করেছে সেসব অঞ্চলের জন্য লবণসহিষ্ণু পাট উদ্ভাবন করা সম্ভব। এরই মধ্যে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স রহস্য উন্মোচনের বিষয়টি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রচারিত হয়েছে বিশ্বের বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোতে।

পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং আবিষ্কারের পুরোধা হলেন ড. মাকসুদুল আলম, ড. হাসিনা খান এবং তাদের সহযোগী বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা। এ সফল গবেষণায় যুক্ত ছিল বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা ডাটা সফট এবং বিদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়।

জিন বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম তার গবেষণা দল এর আগে তোষা পাটের জিনোম সিকুয়েন্স আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এবার তারা আবিষ্কার করলেন দেশি পাটের জন্মরহস্য। সারা বিশ্বেই এ আবিষ্কারের খবর ফলাও করে প্রচার করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। এ আবিষ্কারের ফলে দেশি পাট আরও উন্নত হবে। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতের দেশি পাটের উদ্ভাবন, উৎপাদন ও চাষে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পথে বাংলাদেশ এখন একক নেতৃত্বে বলে জানিয়েছেন পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কারকরা। পাটের জীবন রহস্য উদঘাটনকারী বিজ্ঞানীরা এর বেশ কিছু সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

সবচেয়ে ভালো জাতের পাটের আঁশ থেকে কাগজ ও কাপড় থেকে শুরু করে গাড়ির ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের মতো আধুনিক ও বহুমাত্রিক পণ্য তৈরি সম্ভব হবে। গোড়া পচা রোগের কারণে সবচেয়ে

ভালো মানের দেশি সাদা পাট চাষের প্রতিবন্ধকতা শিগগিরই দূর হবে। শুধু বস্তা বা ব্যাগ তৈরি নয়, মসৃণ কাপড়, কাগজ, গাড়ির ভেতরের নকশায় ব্যবহারের মতো বহুমাত্রিক ব্যবহারও বৃদ্ধি পাবে। এরই মধ্যে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব প্রদানকারী সংস্থা ওয়াইপোতে আবেদন করেছে বাংলাদেশ। আগামী দেড় বছরের মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন মেধাস্বত্বের একক অধিকার পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার-পরবর্তী সময়ে মূলত বস্তা বা ব্যাগ তৈরির কাঁচামাল হিসেবেই পাট দেশের ৪০ ভাগ রাজস্ব আয় করে দেশের প্রধান অর্থকরী ফসলের স্বীকৃতি পেয়েছিল। সারা বিশ্বেই এ গবেষণা সাফল্য ছড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে বিগত দুই বছরে তোষা পাট ও পাটের গোড়া পচা রোগ ফাঙ্গাসের জীবনরহস্য উদঘাটন করেছেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুর রহমানের মতে, শিগগিরই মাঠ পর্যায়ে এর সুফল পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের এ পাট নিয়ে গবেষণার সাফল্য এসেছে মূলত দীর্ঘদিনের কর্মপরিকল্পনার পথ। পাটের জন্মরহস্য যেসব ছত্রাকের কারণে পাটের গোড়া পচা রোগ হতো সেটা অনেকটাই রুখে দেয়া যাবে। পাটের ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাটের ব্যবহার নিয়ে আরও বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় হলে এ আবিষ্কারের সুফল পাওয়া যাবে।

ধান চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার

গুটি ইউরিয়া নাইট্রোজেন সংবলিত একটি রাসায়নিক সার। দেখতে ন্যাপথলিনের মতো, গুঁড়া বা দানাদার ইউরিয়া থেকে ব্রিকোয়েট মেশিনের সাহায্যে গুটি ইউরিয়া তৈরি করা হয়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

- গুঁড়া বা দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারে নাইট্রোজেন দ্রুত গ্যাস আকারে বাতাসে উড়ে যায়।
- গুঁড়া ইউরিয়া পানিতে দ্রুত দ্রবীভূত হয় এবং চুইয়ে মাটির নিচে গভীরে চলে যায়।
- বৃষ্টি বা সেচের পানির সঙ্গে ইউরিয়া ধুয়ে সহজেই ক্ষেত থেকে বের হয়ে যায়।
- গুঁড়া বা দানাদার ইউরিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ফসলের কাজে না লেগে আগাছার বিস্তারে সহায়ক হয়।
- গুঁড়া ইউরিয়া ব্যবহারে নাইট্রোজেন বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষণ ঘটায়।
- গুঁড়া বা দানাদার ইউরিয়া বারবার ব্যবহার করতে হয় বলে খরচ বেশি পড়ে পাশাপাশি অপচয়ও বেশি হয়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা

- এক মৌসুমে মাত্র একবার প্রয়োগ করতে হয়।
- গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে মাটিতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার ২৫-৩০ ভাগ কম হয়।
- গুটি ইউরিয়া সব সময় গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী ইউরিয়া সরবরাহে সক্ষম বিধায় গাছের গুণ্ডা ক্ষুধা থাকে না।
- গুটি ইউরিয়া প্রয়োগে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় বলে অপেক্ষাকৃত লম্বা শিকড় মাটির গভীর থেকে রস আহরণে সক্ষম হয়।
- খরা সহ্য করতে পারে।
- গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকৃত জমিতে ১৫-২০ ভাগ ফলন বেশি হয়।

গুটি ইউরিয়ার প্রকারভেদ

গুটি ইউরিয়া আকার তথা ওজনের জন্য ভিন্ন রকমের হয়। ০.৯ গ্রাম সাইজের গুটিকে সাধারণ গুটি (USG) বলে। এ গুটি বোরো ধানে ৩টি করে, আউশ ও আমন ধানে ২টি করে প্রয়োগ করতে হয়। ১.৮ গ্রাম ও ২.৭ গ্রাম ওজনের আরও দুই ধরনের গুটি ইউরিয়া রয়েছে। এ ধরনের গুটিকে মেগা গুটি ইউরিয়া বলে। ১.৮ গ্রাম ওজনের গুটি আউশ ও আমন ধানে ১টি করে এবং ২.৭ গ্রাম ওজনের গুটি বোরো ধানে ১টি করে প্রয়োগ করতে হয়।

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রথম সারিতে প্রথম চার গোছার মাঝখানে ৭-১০ সেমি. বা ৩-৪ ইঞ্চি মাটির গভীরে গুটি পুঁততে হয়। এভাবে প্রথম সারিতে গুটি পুঁতা শেষ করতে হবে। দ্বিতীয় সারিতে গুটি পুঁততে হয় না। আবার তৃতীয় সারিতে প্রথম সারির মতো করে গুটি পুঁততে হবে। এভাবে এক সারি পর পর গুটি পুঁতে সম্পূর্ণ জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ শেষ করতে হবে।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে সতর্কতাগুলো

- সারিতে চারা রোপণ করতে হবে।
- চারা রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে জমিতে গুটি পুঁততে হবে।
- গুটি প্রয়োগের সময় জমিতে ২-৩ সেমি. পানি রাখা বাঞ্ছনীয়।
- কোনো কারণে অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটিতে গুটি প্রয়োগ করতে হলে তা অবশ্যই কাদা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- গুটি প্রয়োগের সময় এমন পরিমাণ গুটি সঙ্গে নিতে হবে যাতে সারির মাঝামাঝি থেকে গুটি নেয়ার জন্য ফিরে আসতে না হয়।
- গুটি প্রয়োগকৃত স্থানে কোনোমতেই পা দেয়া যাবে না।
- গুটি প্রয়োগের ৩০ দিন পর্যন্ত জমিতে নামা যাবে না। যদি কোনো কারণে নামতেই হয় তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন গুটি প্রয়োগকৃত স্থানে পা না পড়ে।
- গুটি প্রয়োগের পর জমিতে এমনভাবে পানি ব্যবস্থাপনা করতে হবে যেন কখনোই মাটি ফেটে না যায়।
- বেলে মাটিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যাবে না।

এলসিসি (লিফ কালার চার্ট)

এলসিসি বা লিফ কালার চার্ট হলো একটি সাধারণ এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের তৈরি একটি ছোট স্কেল, যা ব্যবহার করে ধানক্ষেতে সঠিক পরিমাণে বেশি কার্যকরভাবে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যায়। স্কেলটিতে হালকা হলুদাভ সবুজ থেকে ক্রমান্বয়ে গাঢ় সবুজ রঙের ৪টি স্ট্রিপ আছে, যা দিয়ে ধানের পাতার সবুজ রঙের সামঞ্জস্য বিশ্লেষণ করে জমিতে ইউরিয়া সারের প্রয়োগমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

এলসিসি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

ধান গাছের পাতায় সবুজ রঙের গাঢ়ত্ব নির্ভর করে মূলত নাইট্রোজেন প্রাপ্তির ওপর। গাছ যদি মাটি থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন না পায় তাহলে গাছের পাতা হলুদাভ হয়ে যায়। এ কারণে জমিতে নাইট্রোজেন জোগান দিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়। এলসিসি স্কেলের মাধ্যমে ধানের সবুজ পাতার গাঢ়ত্ব নির্ণয় করে জমিতে চাহিদা অনুযায়ী ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হলে সঠিকভাবে জমিতে নাইট্রোজেন পুষ্টি উপাদান যোগ হয়। এর ফলে ধানের জমিতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয় এবং মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

জমিতে ব্যবহৃত ইউরিয়া সারের সর্বোচ্চ শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ কাজে লাগে। বাকি অংশ বাতাসে উড়ে, মাটিতে চুইয়ে বা পানির মাধ্যমে অন্য খানে চলে গিয়ে অপচয় হয়। তাই প্রয়োজন ও সময়মতো সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ না করলে তা ফসলের খুব একটা কাজে আসে না। এতে আর্থিক অপচয় হয়। এলসিসি ব্যবহার করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে অপচয় কম হয়। অধিক লাভ পাওয়া যায়।

এলসিসি ব্যবহারের উপকারিতা

- এলসিসি ব্যবহারে রোপা আমন ধানের গড় ফলন শতকরা ৫-৬ ভাগ এবং বোরো ধানের গড় ফলন শতকরা ৩-৭ ভাগ বাড়ে।

- ◆ আমন মৌসুমে গড়ে শতকরা ৬-৩৬ ভাগ এবং বোরো মৌসুমে গড়ে শতকরা ১৭-২৩ ভাগ ইউরিয়া সার সাশ্রয় হয়।
- ◆ ধানের জমিতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়।
- ◆ মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- ◆ ধানের উৎপাদন খরচ কমে ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়।

লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহারবিধি

ধাপ-১ : পাতার রঙ মাপার সময়

- ক) আমন মৌসুমে ধানের চারা রোপণের ১৫ দিন ও বোনা ধানে পাতা বের হওয়ার ১৫ দিন পর থেকে ধান গাছের খোড় অবস্থা পর্যন্ত প্রতি ১০ দিন পর পর এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মাপুন।
- খ) বোরো মৌসুমে ধানের চারা রোপণের ২১ দিন ও বোনা ধানে পাতা বের হওয়ার ২৫ দিন পর থেকে ধান গাছের খোড় অবস্থা পর্যন্ত প্রতি ১০ দিন পর পর এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মাপুন।

ধাপ-২ : গোছা বাছাই

- ক) প্রতিবার পাতার রঙ মাপার সময় জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে ১০টি সুস্থ সবল গোছা-গাছ বেছে নিন।
- খ) বেছে নেয়া গোছাগুলোর চারপাশের গোছাগুলো যেন বিদ্যমান থাকে।

ধাপ-৩ : পাতার রঙ মাপা ও এলসিসি পরিমাপক নম্বর নির্ণয়

- ক) বেছে নেয়া গোছার সবচেয়ে ওপরের পুরোপুরি বের হওয়া পাতাটির মারের অংশ এলসিসির ওপর রাখুন।
- খ) এবার পাতার রঙের সঙ্গে এলসিসির রঙ মিলান। এলসিসির যে রঙের সঙ্গে পাতার রঙ মিলবে সে রঙের নিচের নম্বরটিই পাতার এলসিসি মাপক নম্বর।
- গ) তবে পাতার রঙ এলসিসির দুটি পাশাপাশি রঙের মাঝামাঝি মিললে ওই দুটি রঙের নম্বরের গড় হবে পাতার এলসিসি মাপক নম্বর।
- ঘ) এভাবে বেছে নেয়া ১০টি গোছার পাতার রঙ এলসিসির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ১০টি এলসিসি মাপক নম্বর পাবেন।
- ঙ) পাতার রঙ মিলানোর সময় পাতাটি গাছ থেকে ছিঁড়বেন না।
- চ) পাতার রঙ মিলানোর সময় শরীর দিয়ে সূর্যের আলো আড়াল করে রাখুন যাতে তা সরাসরি এলসিসির ওপর না পড়ে।
- ছ) সকাল ৯-১১টা বা বিকেল ২-৪টার মধ্যে এলসিসি দিয়ে পাতার রঙ মাপা ভালো।

ধাপ-৪ : ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ

- ক) কোনো জমিতে ১০টির মধ্যে ৬ বা ৬টির বেশি এলসিসি মাপক নম্বর যখনই রোপা ধানে ৩.৫ এবং বোনা ধানে ৩.০ এর কম হবে তখনই ওই জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন।
- খ) ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হলে প্রতিবার উপরিপ্রয়োগে প্রতি ৩৩ শতক জমিতে আমন মৌসুমে ৭.৫ কেজি ও বোরো মৌসুমে ৯ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন।

ব্যতিক্রম

এলসিসি দিয়ে পাতার রঙ মাপার পর যদি কখনও ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে না হয় তবে ১০ দিন অপেক্ষা না করে ৫ দিন পর আবার পাতার রঙ মাপুন। এ ক্ষেত্রে যদি সার দিতে হয় তবে সার

প্রয়োগের তারিখ থেকে একই নিয়মে আবার ১০ দিন পর পাতার রঙ মাপুন।

সতর্কতা

- ◆ শুধু ইউরিয়া প্রয়োগের ক্ষেত্রেই এলসিসি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য সার অবশ্যই সুষম মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- ◆ ধানগাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে এলসিসির নম্বর নির্ণয় করা যাবে না।
- ◆ পাতার রঙ পরিমাপের সময় সূর্যের আলো এলসিসির ওপর পড়লে মাপ সঠিক হবে না।

কম্পোস্ট

স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট

বসতবাড়ির আশপাশে, ক্ষেতের ধারে অথবা পুকুর বা ডোবার কাছে স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এজন্য খেয়াল রাখতে হবে, যেন স্থানটি বেশ উঁচু হয়, যাতে সেখানে বর্ষার পানি জমে না থাকে। এ ধরনের উঁচু স্থান যদি গাছের ছায়ার নিচে হয় এবং সেখানে স্তূপ করা যায় তাহলে খুবই ভালো কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। কারণ গাছের ছায়া রোদ বৃষ্টি প্রতিরোধ করে এবং জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ায় সাহায্য করে। বর্ষাকালে অথবা যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, সেসব এলাকায় স্তূপ পদ্ধতিতে তৈরি কম্পোস্ট বেশ কার্যকর। স্তূপ সাধারণত দৈর্ঘ্য ৩ মিটার উচ্চতা ১.২ মিটার করা হয়। খরার সময় একই আকারে পরিখা খনন করে সেখানে একই নিয়মে স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়।

তৈরির নিয়ম

কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রথমে ৩-৪ দিনের শুকনো কচুরিপনা ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে ১৫ সেমি. পুরু স্তর সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাজা বা সবুজ কচুরিপানা ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে পটাশ ও নাইট্রোজেনের উপাদান নষ্ট হয়। কচুরিপানা বেশি লম্বা হলে তা ১৫ সেমি. করে কেটে ব্যবহার করতে হবে। এরপর এ স্তরের ওপর ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম টিএসপি সার ছিটিয়ে দেয়া ভালো। এতে পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। সার ছিটানোর পর স্তরের ওপর ২.৫০-৫.০০সেমি. পুরু করে গোবর এবং কাদা মাটির একটি প্রলেপ দিতে হবে। এর ফলে স্তরের ভেতর জীবাণুর ক্রিয়া বেড়ে যাবে এবং দ্রুত পচন কাজ সম্পন্ন হবে। এভাবে ১.২৫ মিটার উঁচু না হওয়া পর্যন্ত বারবার ১৫ সেমি. পুরু করে শুকনো কচুরিপানা, আবর্জনা, খড়কুটো দিয়ে স্তর সাজাতে হবে এবং ২.৫০-৫.০০ সেমি. পুরু করে গোবর ও কাদা মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। গাদা তৈরি শেষ হলে এর উপরিভাগ মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে এবং সম্ভব হলে কম্পোস্ট স্তূপের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্তূপ বা গাদা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর একটি শক্তকাঠি গাদার মাঝখানে ভেতরের দিকে দিয়ে স্তরগুলো অতিরিক্ত ভেজা কিনা তা দেখে নিতে হবে। যদি ভেজা থাকে, তাহলে শক্ত কাঠি দিয়ে গাদার উপরের দিকে মাঝে মাঝে ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারে। এরপর গাদার ভেতরের অংশ শুকিয়ে গেলে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে গাদা যেন অতিরিক্ত শুকিয়ে না যায়। যদি অতিরিক্ত শুকিয়ে যায়, তাহলে ছিদ্র পথে পানি বা গোচনা ঢেলে গাদাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর, গোচনা এবং ইউরিয়া গাদাতে ব্যবহার করা হলে স্তূপ তৈরির প্রায় ৩ মাসের মধ্যে তৈরি কম্পোস্ট জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। আঙুল দিয়ে চাপ দিলে যদি কম্পোস্ট গুঁড়া হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তা জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

কম্পোস্ট ব্যবহারের উপকারিতা

- ◆ মাটির পুষ্টিমান বৃদ্ধি হয় ও মাটিকে সমৃদ্ধ করে।
- ◆ বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং পুষ্টি উপাদান যুক্ত করে।

- ◆ এঁটেল মাটিকে বুঁদবুঁদে করে ও এর বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে।
- ◆ সবজি ফসলে মালচিংয়ের কাজ করে।
- ◆ ভূমিক্ষয় রোধ করতে সহায়তা করে।
- ◆ মাটিতে পি-এইচ বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মান নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে।
- ◆ পট অথবা টবের মাটির সঙ্গে কম্পোস্ট ব্যবহার করে চারা রোপণ করতে হয়।

কেঁচো কম্পোস্ট (ভার্মি কম্পোস্ট)

কেঁচো মানুষের একটি অন্যতম উপকারী প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র প্রাণী। এ প্রাণী যে মাটি চাষাবাদের কাজে উপকারে আসে তা আমরা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করিনি। প্রধানত কেঁচো উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে তুলে থাকে। এসব কাজের সঙ্গেই কেঁচোর সারও তৈরি হয়। কেঁচোর দ্বারা জৈবসার তৈরির জন্য এ সঙ্গে তরকারির খোসা, গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও নাড়িভুঁড়ি, পাতাসহ পচা আবর্জনারও প্রয়োজন হয়।

কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে গর্ত তৈরি করতে হয়। এরপর এসব গর্তে ঘাস, আমের পাতা বা খামারের ফেলে দেয়া অংশ এসবের যে কোনো একটি ছোট ছোট করে কেটে এর প্রায় ২৫ কেজি হিসেবে নিতে হয়।

তবে আবর্জনা গর্তে ফেলার আগে গর্তে ও তলদেশসহ চারপাশে পলিথিন দিয়ে মুড়ি দিতে হবে। এতে করে গর্তে কেঁচো পিট থেকে বাইরে যেতে পারবে না।

কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রথমেই পলিথিন বিছানোর পরে গর্তের নিচে ১৫ সে. মিটার পুরু করে বেড বানাতে হবে। এ বেড তৈরির জন্য ভালো মাটি ও গোবর সমপরিমাণে মিশাতে হবে এবং এসব মিশানো গোবর ও মাটি কেঁচোর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত এসব কম্পোস্ট তৈরির কাজে দুই ধরনের কেঁচোর জাত রয়েছে। তাহলো এপিজিক ও এন্ডোজিক নামের। এপিজিক জাতগুলো দেখতে লাল রঙের এরা মাটির ওপরে সরবেই বিচরণ করে থাকে। এরা সাধারণত সার উৎপাদন করতে পারে না তবে এর মাটির ভেত ও জৈব গুণাবলির উন্নতি করে।

কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য এসব গর্ত গোবর ও মাটি দিয়ে ভর্তি করার পর এতে প্রায় ২ হাজার কেঁচো প্রয়োগ করতে হয়। কেঁচো প্রয়োগের পর গর্তের উপরিভাগ পাটের ভিজানো চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং সারের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য গর্তে ও উপরিভাগে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা খুবই জরুরি।

অন্যান্য কম্পোস্ট তৈরির চেয়ে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করতে সময় লাগে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, একটি আদর্শ ভার্মি কম্পোস্ট ১.৫৭%, নাইট্রোজেন ১.২৬%, ফসফরাস ২.৬০% পটাশ, ০.৭৪% সালফার, ০.৬৬% ম্যাগনেসিয়াম, ০.০৬% বোরন রয়েছে। সাধারণত পিঁপড়া, উঁইপোকা, তেলাপোকা, মুরগি, ইঁদুর পানি এসব কেঁচোর বড় শত্রু। এরা যেন কেঁচোর কাছে আসতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কেঁচো কম্পোস্টের উপাদান

উপাদান	শতকরা হার
নাইট্রোজেন	১.০
ফসফেট	১.০
পটাশিয়াম	১.০
জৈব কার্বন	১৮.০
পানি	১৫-২৫

পরিবেশবান্ধব কৃষি

কৃষি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সনাতনী কৃষির বদলে বর্তমানের কৃষি অনেক বেশি আধুনিক। কৃষিতে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্ভাবনার দুয়ার কৃষিকে করেছে গতিময়। কিন্তু বালাইনাশক, কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সেচের পানি যথেষ্ট ব্যবহারে আজকের কৃষি আবার হুমকির মুখেও পড়েছে। কারণটি হলো আমাদের কৃষিকাজগুলো বেশির ভাগই নির্মল পরিবেশের জন্য সহায়ক নয়। আমরা যখন বালাইনাশক ব্যবহার করি তার বেশির ভাগই রাসায়নিক। রাসায়নিক দ্রব্যাদির নির্বিচার ব্যবহারে জলজ, প্রাণিজ ও ক্ষেতে থাকা আমাদের উপকারী প্রাণীগুলো মারা যাচ্ছে অহরহ। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি খাদ্য শৃঙ্খলের কথা। যেখানে আমরা একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। একজন মারা পড়লে অন্যের খাদ্যের অভাব ঘটবে। পরিবেশ হবে বিপর্যস্ত। এখানেই শেষ নয়। রাসায়নিক দ্রব্যাদি যখন পানিতে মিশে তখন জলজ প্রাণীগুলো মারা যায়। সামগ্রিক পরিবেশ হয় অসহনীয়। আর যে লোকগুলো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তারাও থাকে অরক্ষিত। সে কারণেই আমাদের প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব কৃষি।

পরিবেশবান্ধব কৃষি হবে সে ধরনের কৃষি যাতে করে মাটি, পানি, বায়ু দূষণ হবে না। এমনকি কৃষক ভাইদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়বে না। সে কারণে আমাদের আইপিএম বা আইসিএম পদ্ধতির সম্প্রসারণ, জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার, জমির উর্বরতা সংরক্ষণে কম্পোস্ট সার এবং পানির গুণাগুণ জেনে সেচ প্রদান এসব বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এক কথায় কৃষিতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে যা যা করণীয় সে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করে কৃষিকাজ করতে হবে।

বর্তমানে বেগুন ক্ষেতের ফলছিদ্রকারী পোকা দমনে যথেষ্ট কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ কীটনাশকের রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকে অনেক দিন। এছাড়া আমরা কীটনাশক প্রয়োগ করার পর সবজি তোলায় জন্য যে অপেক্ষামা সময় মেনে চলতে হয় তা মানি না। ফলে নিজেদের অজান্তেই বিষ আমাদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। আমরা হচ্ছি বিকলাঙ্গ বা বন্ধা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হচ্ছে। সে কারণে সেসব ফেরোমোন ফাঁদ, বিটি বেগুন চাষাবাদ করা হচ্ছে। ক্ষতিকর পোকাকার আক্রমণ ঠেকাতে ব্যবহার করা হচ্ছে উপকারী বা বন্ধু পোকা। সেসব উপকারী পোকা হলো- ব্রাকন, টাইকোথ্রামা, লেডিবার্ড বিটল, গ্রিনলেস উইং এসব। আর অন্যদিকে রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে আমরা কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট, কুইক কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে পারি। কুমড়াজাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমনে মিষ্টিকুমড়ার ফাঁদ ব্যবহার করলে পরিবেশ যেমন ভালো থাকে তেমনি খরচ লাগে কম।

মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর জন্য জৈবসার ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা মুরগির বিষ্ঠা সার ব্যবহার করলে একের ভেতরে অনেক লাভ। কারণ সবজি ক্ষেতের মাটিতে বিভিন্ন রোগ জীবাণু থাকে। বিশেষ করে ফসলের কৃমি, ঢলে পড়ে রোগের জীবাণু এসব প্রতিরোধ করা যায় মুরগির বিষ্ঠা সার জমিতে প্রয়োগ করলে। আবার জমির আগাছা দমন করতে বেশিরভাগ সময়ই আগাছানাশক প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা যদি আগাছার বাড়বাড়তির ধরন জেনে আগাছা দমন করি তাহলে কিন্তু আগাছানাশকের পরিমাণ অনেকটুকু কমাতে পারি। এতে করে পরিবেশ থাকবে নির্মল। সেচের পানির গুণাগুণ না জেনে জমিতে দেয়ার ফলে মাটির নিচে থাকা হেভি মেটাল জমিতে ধীরে ধীরে জমা থেকে থাকে। এ কারণে জমিতে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হয়ে থাকে। আবার সেচের পানির সঙ্গে জমিতে বোরনের উপাদান মিশে যাওয়ার কারণে সবজি ফসলে বিষক্রিয়া। ফলন কমে যায়। আর ধানে দেখা দেয় চিটা। যদিও ধানে চিটা হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তবে বোরনের বিষক্রিয়াও একটি কারণ। রাসায়নিক সার প্রয়োগে মাটিতে বসবাসকারী অনুজীবগুলো মারা যায়। আর প্রকৃতির লাঙল কেঁচোকে তো আর দেখাই যায় না। অথচ কেঁচো মাটির ভেতরে বায়ু চলাচল ঠিক রাখে এবং মাটির ভেতরে জৈবিক ক্রিয়া সচল রাখে।

সেজন্য জৈবসার ব্যবহারের বিকল্প নেই। বালাইনাশকের ক্ষেত্রে নিম, নিশিন্দা, বিষকাটালির ব্যবহার আমাদের কৃষকভাইদের স্বাস্থ্যকে দিতে পারে সুরক্ষা। পরিবেশের দূষণ রোধ করে যে কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন আগামী দিনের কৃষিকে সেই আঙ্গিকেই ভাবতে হবে। পরিবর্তিত বিশ্ব জলবায়ু, মানবাধিকার, বিশ্ব বাজার এবং বিপণন ব্যবস্থার শর্তাবলি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে আগামী দিনের কৃষি হবে পরিবেশবান্ধব কৃষি।

কৃষি জমিকে ইটভাটায় রূপান্তর বর্তমানের কৃষিতে আরেকটি অশনিসংকেত। কারণ কৃষি জমির উপরিভাগ ইটভাটায় রূপান্তর বর্তমানের কৃষিতে আরেকটি অশনিসংকেত। কারণ কৃষি জমির উপরিভাগ ইটভাটায় দেয়ার ফলে জমি হয়ে পড়ে অনূর্বর। আর জমির উর্বরতা ফিরে আসতে সময় লাগে ১০ থেকে ১৫ বছর। কৃষক কখনও জেনে কখনও না জেনে কৃষি জমি ইট ভাটা তৈরি করতে লিজ দিচ্ছে। কিন্তু তার অশুভ ফল ভোগ করছে বছরের পর বছর। শুধু ইটভাটার ধোয়ার কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে আমের বাগানে দেখা দিয়েছে ব্ল্যাক টিপ নামের আমের রোগ। যে কারণে আমের ফলন কমে যাওয়ায় সেখানকার আম উৎপাদকরা অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। আর সে সুযোগে ফড়িয়ারা পানির দামে আম বাগান লিজ নিচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহার করে ইটভাটা অকৃষি জমিতে তৈরি করে এবং বিধিবদ্ধ পরিবেশ অধিদফতরের নিয়ম মেনে চললে কৃষি জমির এমন ক্ষতি হতে না। বরং পরিবেশ সুন্দর রেখে ইট তৈরি করা যেত এবং কৃষি জমির উর্বরতাকেও রক্ষা করা যেতো। ইটভাটা শুধু জমির উর্বরতাকে নষ্ট করে না, নষ্ট করে মাটিতে থাকা উপকারী অনুজীবও। ফসলের জমিতে ইটভাটা গড়ে উঠায় শুধু পরিবেশ দূষণই বাড়ছে না সে সঙ্গে কমছে ফসল ও ফলমূলের উৎপাদন।

পাতকুয়া

বাংলাদেশের মুক্তিকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র অঞ্চল একটা বিশেষ মুক্তিকা অঞ্চল। ঠা ঠা বরেন্দ্র অঞ্চলে ডু-গর্ভস্থ পানির স্তর এতই অনূন্নত যে তা গভীর নলকূপ বা অগভীর নলকূপ দিয়ে উত্তোলন সম্ভব হয় না। তবে এসব এলাকায় পাতকুয়া খনন করলে কুয়ায় পানি জমে। কুয়ায় জমা পানি উত্তোলন



করে খাবার পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারসহ কম সেচ লাগে এরকম ফসল চাষ করা সম্ভব। সন্তোষজনক পানি পাওয়ার জন্য প্রায় ১৪.১৭ সেমি. ব্যাসের ৩৬.৩৬ মি.- ৩৯.৩৯ মি. গভীর পর্যন্ত খনন করার প্রয়োজন হয়। ওই এলাকায় আদিবাসী লোকজন এ ধরনের পাতকুয়া তৈরি করতে অসমর্থ হওয়ায় দৈনন্দিন কাজে ও সেচ কাজে পানির ব্যবহার করতে চরম কষ্ট করতে হয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঠা ঠা বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খনন করে। কুয়ার অনেক নিচে থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে দড়ি বালতি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করা কষ্টসাধ্য বলে সোলার পাম্প ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোলার প্যানেলগুলো প্রচলিত লম্বা সারিতে ব্যবহার না করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শে কিছুটা ফানেল আকৃতি করে স্থাপন করা হয়, যাতে বৃষ্টির পানি জমে কুয়ায় পতিত হয়। পাতকুয়ায় জমা হওয়া পানি সাবমারিসিবল সোলার পাম্প ব্যবহার করে কুয়ার উপর স্থাপিত ট্যাংকিতে জমা করা হয়। ট্যাংকিতে জমাকৃত পানি পিভিসি পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাতকুয়ার কাছে স্থাপিত ট্যাংক থেকে জনসাধারণ পান করা ও গৃহস্থালির কাজের জন্য সংগ্রহ করে এবং চাষযোগ্য জমিতে পাইপলাইন নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থানে

ফসেট স্থাপন করে ফসেট থেকে সরাসরি ও ফিতাপাইপের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ করা হয়।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খননকৃত ৬টি পাতকুয়ার কার্যক্রম বর্তমানে সোলার পাম্পের সাহায্যে পরিচালনা করা হচ্ছে। উপকারভোগী লোকজন পাতকুয়ার পানি খাবার পানি হিসাবে পান ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও কম সেচ লাগে এমন শাকসবজি চাষ করে লাভবান হচ্ছে। এ কারণে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পাতকুয়া খনন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সামগ্রিক মানোন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসার সম্পর্কে আজ আর কারোরই সংশয় নেই। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ইন্টারনেট এসব কিছুই তথ্যপ্রযুক্তির সারথি হিসেবে আমাদের দৈনন্দিনের কাজকে করেছে গতিশীল। 'ডিজিটাল' শব্দটি যেন আজ জীবনেরই একটি অংশ হয়ে গেছে। অথচ বছর কয়েক আগে বর্তমান সরকার যখন 'ভিশন ২০২১' রূপকল্পের মধ্য দিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে তখন অনেকের কাছে এটি বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। গত সাত বছরে বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের ফলেই দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে। কবির সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ছোট একটি যন্ত্র মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা আক্ষরিক অর্থেই সারা বিশ্ব জগতকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন প্রায় ১১ কোটি ৭৭ লাখ মানুষ, ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন প্রায় ৬ কোটি ২২ লাখ জন এবং এর মধ্যে মোবাইলেই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন প্রায় ৫ কোটি ৮৪ লাখ মানুষ (বিটিআরসি; আগস্ট ২০১৬)। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেমন দিন দিন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারও। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ২০১৫ সনে বাংলাদেশে স্মার্টফোনের ব্যবহার প্রায় ২০% যা ২০১৮ সালের শুরুতে ৪০% হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব তথ্য উপাত্ত যথার্থই প্রমাণ করে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে আমরা মোটেই পিছিয়ে নেই, বরং বিশ্ব মানচিত্র আমরা একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। সেবা গ্রহীতার কষ্ট, খরচ ও সময় লাঘব করে বিভিন্ন নাগরিক সেবা যেমন- অনলাইনে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান, ফরম পূরণ, বিদেশে চাকরি বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা তুলে ধরে সমাধান গ্রহণ এসব আজ নিত্যঘটনা। এসব সাফল্যের পথ ধরেই আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৬, আইটিইউ এওয়ার্ড ২০১৫সহ সম্মানজনক অনেক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশ।

তথ্যপ্রযুক্তির এ অপার সম্ভাবনা আমাদের কৃষিকেও করেছে সমৃদ্ধ। কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি তথা ই-কৃষি আমাদের কৃষি উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। সাধারণ অর্থে ই-কৃষি বলতে সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকেই বোঝায়। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণনসহ প্রতিটি পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে সঠিক কলাকৌশল জেনে টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করাকে বোঝায়। সনাতন পদ্ধতিতে তথ্য গ্রহণের পাশাপাশি আমাদের কৃষক-কৃষাণীরা তথ্যপ্রযুক্তি তথা ই-কৃষিকেও সাদরে গ্রহণ করেছেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ গ্রামীণ কৃষক মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। ৬৬ শতাংশ কৃষক পরিবার একের অধিক মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকেন। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতি পরিবারের আয় বেড়েছে গড়ে ১০ হাজার ৫০০

টাকা (অরগানিকোয়েস্ট জরিপ ২০১৩, ক্যাটালিস্ট)। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের এ রেখাচিত্র আরও উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাগুলো ই-কৃষির প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রায় প্রতিটি সংস্থাই প্রদেয় নাগরিক সেবাগুলোকে ই-সার্ভিসে পরিণত করে সময়মাসিক গুণগত সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এসব উদ্যোগের ফলে কৃষকসহ আপামর কৃষিজীবীরা যেমন একদিকে উপকৃত হচ্ছেন অন্যদিকে কৃষি সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের কাছেও কর্মপন্থা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার উল্লেখযোগ্য কিছু ই-কৃষি সেবা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো-

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

কৃষি সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ সংস্থা। সরাসরি সেবা দানের পাশাপাশি অনলাইন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটির বেশ কিছু সেবা রয়েছে। জমিতে বছরব্যাপী পরিকল্পনামাসিক চাষাবাস করার জন্য **ডিজিটাল ক্রপ ক্যালেন্ডার** (<http://cropcalendar.marssil.com>) সেবাটি চালু রয়েছে। কৃষক ফসল প্যাটার্ন পছন্দ করার পর একটি কার্ড প্রিন্ট করতে পারবে যেখানে তারিখসহ চাষাবাদ পদ্ধতি, সার, সেচ, বালাই দমন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা লেখা থাকবে। ছবিভিত্তিক কৃষকের চাষাবাদ পদ্ধতি **কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা** (<http://qais.ml/>) এর মাধ্যমে কৃষক ছবি দেখে ১২০টি ফসলের উন্নত চাষ প্রণালি, সার ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে। ছবি দেখে বালাই শনাক্তকরণ এবং তার ব্যবস্থাপনার বর্ণনা **অনলাইনে কৃষকের জানালা** (www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html) থেকে পাওয়া যাবে। এখানে ছবি দেখে ব্যবহারকারী বিভিন্ন ফসলের যে কোন সমস্যা নিজে নিজেই চিহ্নিত করতে পারবেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমাধান ও ব্যবস্থাপনা পরামর্শ পাওয়া যাবে। রোগ চিহ্নিত করার পর তার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত রাসায়নিক বা জৈব বালাইনাশকের নাম জানার জন্য আছে **বালাইনাশক নির্দেশিকা** বা **Pesticide Prescriber** (<http://pest2.bengalsols.com/>)। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এ ওয়েবপেজ থেকে সেবা নেয়া যাবে। গুগল প্লে স্টোর থেকেও এর মোবাইল অ্যাপসটি ডাউনলোড করা যাবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্টদের কাছে সমন্বয়যোগ্য কৃষি তথ্য পৌঁছানোই কৃষি তথ্য সার্ভিসের মূল দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে পরিচালিত **‘কৃষি কল সেন্টার’**-এ যে কোনো অপারেটর থেকে ১৬১২৩ নম্বরে প্রতি মিনিট ০.২৫ টাকা (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ছাড়া) ব্যয়ে ফোন করে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক সমাধান নিতে পারবেন। শুক্রবার ও সরকারি বন্ধের দিন ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ সেবাটি দেয়া হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইট (www.ais.gov.bd)-এ কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি অনলাইনে প্রশ্ন করে স্বল্পতম সময়ে সেই প্রশ্নের সমাধান জানতে পারেন। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (**এআইসিসি**) প্রতিষ্ঠা করেছে। এআইসিসি থেকে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথ্য সেবা গ্রহণ করছেন। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে নির্মিত **মাল্টিমিডিয়া ই-বুক** এর মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সহজে তথ্য নেয়া যায়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের দুইটি **মোবাইল অ্যাপস** রয়েছে। বিভিন্ন

ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি মোবাইল অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে **Agriculture Info Service** নামে সার্চ করে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি জনপ্রিয় মাসিক কৃষিকথা পত্রিকাটির একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে সহজেই ব্যবহারকারীগণ জনপ্রিয় এ ম্যাগাজিনটি মোবাইল ফোনেই পড়তে পারবেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে **Krishikotha** নামে সার্চ করে এটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। এসবের পাশাপাশি বরগুনা জেলার আমতলীতে এআইএস প্রতিষ্ঠা করেছে কমিউনিটি রেডিও **‘কৃষি রেডিও’** যেখান থেকে দৈনিক ০৮ ঘণ্টা প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের তথ্যসেবা পূরণে সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ই-কৃষির উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- **ভূমির উপযোগিতাভিত্তিক ফসল অঞ্চল** (<http://cropzoning.barcapps.gov.bd>)-এর ফলে ভূমির উপযোগিতা অনুসারে বিভিন্ন ফসল অঞ্চলে নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে উপজেলাওয়ারি ১৭টি ফসলের উপযোগিতা শ্রেণী অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত এবং টেবিলের মাধ্যমে উৎপাদন উপযোগী এলাকা উপস্থাপন করা হয়েছে। **এআরএমআইএস** (<http://armis.barcapps.gov.bd>)-বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত সব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সম্বলিত তথ্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে **Agricultural Research Management Information System (ARMIS)** বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ২৬,৫০০ গবেষণা তথ্য ডাটাবেজটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিজ্ঞানীদের জন্য ডাটাবেজটি কৃষি গবেষণার রেফারেন্স গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হবে। **বিএআরসি আর্কাইভ** (<http://archive.barcapps.gov.bd>)-বিএআরসির বিভিন্ন বই, নিউজলেটার, জার্নাল, প্রকাশনা, পলিসি ডকুমেন্ট, নন-কনভেনশনাল ডকুমেন্ট ইত্যাদির সংগ্রহশালা তৈরির জন্য অনলাইন আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

অটোমেটিক গ্রাউন্ডওয়ারটার লেভেল অ্যান্ড স্যালাইনিটি মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে দেশের বেশ কয়েকটি স্থানের ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল এবং লবণাক্ততার পরিমাণ সংক্রান্ত উপাত্ত সার্ভারের মাধ্যমে কম্পিউটার মনিটরে হাইড্রোগ্রাফ বা রিপোর্ট আকারে প্রদর্শন এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়াও গ্রাউন্ডওয়ারটার জোনিং ম্যাপ হলো ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল ম্যাপ। এতে ৩০০০টি নলকূপের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে। বিএডিসির বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগ (বীপস) সংক্রান্ত সফটওয়্যারটির মাধ্যমে বিএডিসির বিভিন্ন বীজের (আউশ, আমন, বোরো, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য বীজ) ভবিষ্যতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ, মজুদ, বিতরণ, কৃষক পর্যায়ে প্রাপ্যতা সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জানতে পারবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিগুলোর তথ্য সমৃদ্ধ **‘কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার’** নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। মূলত এটি কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। এ অ্যাপসটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা তাদের মোবাইল হ্যান্ডসেটে ব্রাউজ করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের বিস্তারিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন। অধিকতর তথ্যের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

সংক্রান্ত প্রশ্ন জানাতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরাসরি কলের মাধ্যমে পরামর্শ নেয়া যায়। এই অ্যাপসটি BARI Application ‘কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার’ নামে গুগল প্লে স্টোর ও উইন্ডোজ স্টোর থেকে এন্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল এবং উইন্ডোজভিত্তিক মোবাইলে এ ডাউনলোড করে অফ লাইনে ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও অনলাইনে যে কোনো স্মার্টফোনের ব্রাউজারে baritechnology.org/m ঠিকানা থেকে এ অ্যাপসের ওয়েব ভার্সনটি ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও ব্রি প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে ‘রাইস নলেজ ব্যাংক’ নামে একটি ডায়নামিক মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যা মোবাইলভিত্তিক অনলাইন জ্ঞান ভাণ্ডার যাতে আধুনিক ধান চাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সন্নিবেশিত আছে। অ্যাপটি ‘Rice Knowledge Bank’ নামে গুগল প্লে স্টোর ও উইন্ডোজ স্টোর থেকে এন্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইলে ফ্রি ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া যে কোনো স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ কম্পিউটারের ব্রাউজার <http://knowledgebank-brii.org> ঠিকানা থেকে এই অ্যাপসের ওয়েব ভার্সনটি ব্যবহার করা যাবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে ‘অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম’ নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সুখম সার সুপারিশ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সব উপজেলার জন্য এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। দেশের যে কোনো প্রান্তের একজন কৃষক জমি ও স্থানের কয়েকটি তথ্য দিয়ে মৃত্তিকা উর্বরতা মানের ভিত্তিতে তার চাহিত ফসলের জন্য সুখম সার সুপারিশ পেতে পারেন। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট-এ (www.srdi.gov.bd) প্রবেশ করে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার মধ্যে ‘অনলাইন সার সুপারিশ’ লিংকটিতে ক্লিক করার মাধ্যমে এ সার্ভিসের সুবিধা পাওয়া যাবে। অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে ধান ফসলের ফলন ১৫-২৫% এবং অন্যান্য ফসলের ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়, সারের অপচয় হ্রাস পায়, ফসলের পুষ্টিমান বাড়ে এবং মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

ই-কৃষি সেবা বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪টি জেলা থেকে সংগৃহীত খুচরা, পাইকারি ও কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, যা পরে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে সহজলভ্য করা হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর কৃষি উৎপাদন বিষয়ক বৈশ্বিক তথ্য ভাণ্ডার স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেটবুক ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, সবজি চাষের জমি বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম আর উৎপাদন বৃদ্ধির হারে তৃতীয়। স্বাধীনতার পর থেকে সবজি উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। ফল উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো ০৫ নভেম্বর ২০১৬)। ধান উৎপাদনে বিশ্বে আমরা চতুর্থ অবস্থানে রয়েছি, দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বিদেশে চালও রপ্তানি করছি। সরকারের সমন্বিত পন্থায় নীতি ও পদক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে কৃষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী প্রমুখের সম্মিলিত এসব প্রচেষ্টার ফলেই কৃষির এ যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে ই-কৃষির প্রসার এ সাফল্য অর্জনের অন্যতম সারথী হিসেবে কাজ করেছে। অত্যন্ত আশার কথা আমাদের কৃষিতে তরুণ কৃষক, উদ্যোক্তারা এখন সংযুক্ত হচ্ছেন। প্রযুক্তিবান্ধব এসব তরুণের অমিত শক্তির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার মিথস্ক্রিয়ায় বাংলার কৃষি হবে আরও সমৃদ্ধ, দিগন্তজোড়া ফসলের সোনালি মাঠে বিস্তৃত হবে কৃষকের হাসি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে জলমগ্নতা ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, অনিয়মিত ও অতি বৃষ্টিপাত, বন্যা, নদীতীরের ভাঙন, খরা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূমিধস এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। এ অবস্থায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি। গত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সিডর, আইলা ও মহসিনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ুর পরিবর্তনেরই প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তনের শুধু একটি কারণ নয় অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বনসহ বিষাক্ত গ্যাসের নিঃসরণ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ গ্রিন হাউস গ্যাস ও মানব সৃজিত কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিবেশ দূষণ। যেমন পারমাণবিক বিস্ফোরণ, শিল্পকারখানার বর্জ্য, কলকারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, বেশি বেশি ফসল পাওয়ার জন্য জমিতে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ গাছ কেটে সবুজ ধ্বংস অপরিষ্কৃত নগরায়ন, শিল্পকারখানা স্থাপন, ইটের ভাটা, জ্বালানি ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। বর্তমান সময়ে বৈরী জলবায়ু ও এর প্রভাব বাংলাদেশসহ বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। তবে আমাদের দেশে এটি আরও বেশি আলোচিত এজন্য যে, দেশের অবস্থান ও ভৌগোলিক কারণে এর প্রভাব আমাদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে কেননা অন্যান্য খাতের চেয়ে কৃষিই হচ্ছে বৈরী জলবায়ুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়ে বাংলাদেশ খরার কারণে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১.৮ লাখ মেট্রিক টন এবং বন্যার ফলে প্রায় ২৩.৮ লাখ মেট্রিক টন ধানের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৯১-২০০০ সালের মধ্যে ৯৩টি দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশ। এ সময়ে দেশের কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ৫৯০ কোটি ডলারের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া ১৯৮২-১৯৯২ সালের মধ্যে ১,০৬,৩০০ হেক্টর আবাদি জমি নদীঘাতে বিলীন হয়ে যায়। আইপিসিসির মতে, ২১০০ সালের অনেক আগেই আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক মিটার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ জমি লবণাক্ত পানি দ্বারা তলিয়ে যাবে। এতে ১৩ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের কারণে জমির লবণাক্ততাসহ নানাবিধ দুর্যোগের আঘাত;
- বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ এলাকা সমুদ্রে বিলীন হবে;
- পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে পানির চাহিদা বাড়ার ফলে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিবে;
- কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস, অসময়ে বৃষ্টিপাত, ঘনকুয়াশার দ্বারা কৃষি ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে;
- উপকূলীয় এলাকায় বাস্তুসংস্থান ও ভারসাম্য নষ্ট হবে, উর্বর মাটির পরিমাণগত এবং গুণগত অবনতি ঘটবে;
- বন্যার স্থায়িত্বের দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রার বৈচিত্র্যতা, দীর্ঘস্থায়ী খরা, শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষায় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন;

- ◆ সিডর, আইলা, রেশমির মতো ঘূর্ণিঝড়ে জমির লবণাক্ত হওয়া, জমির ফসল নষ্ট হওয়া, ভাঙন ও ভূমিধসে জমির পরিমাণ কমে যাওয়া;
- ◆ উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ের জমাট বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার কারণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে। ভূমি ধস বাড়বে। তারপর বরফ কমে গেলে হিমালয়ের পানি শুকিয়ে গেলে নদীগুলোতে পানির প্রবাহ কমে যাবে;
- ◆ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের কারণে অর্দ্রতার পরিবর্তন হয় যা কীটপতঙ্গ, রোগব্যায়ী ও অণুজীবের বৃদ্ধির সহায়ক;
- ◆ দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ও বেশি পরিমাণে বৃষ্টিএবং অসময়ে বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে মশার প্রকোপ বৃদ্ধি, ফলে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগ-বালাইয়ের বৃদ্ধি (গবেষণায় দেখা গিয়েছে বন্যার সময়ে পানি ও জীবাণুবাহিত রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে);
- ◆ দারিদ্রতা বৃদ্ধি (গবেষণা থেকে দেখা গেছে বিধবংসী বন্যা, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, সিডর, আইলা, রেশমির মতো ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে অতি দরিদ্র মানুষেরা নিঃশ্বাস নিয়েছে, দরিদ্ররা অতি দরিদ্র এবং অবস্থাপন্ন মানুষেরা দরিদ্র হয়ে পড়েছে);
- ◆ জলবায়ু উদ্বাস্ত বৃদ্ধি;
- ◆ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব;
- ◆ মানুষ গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, বন্য পশুপাখি কীটপতঙ্গের প্রাণহানি;
- ◆ যদি উন্নত দেশগুলো জাতিসংঘের জলবায়ু তহবিল গঠনে সহযোগিতা হাত বাড়ায় তাহলে শিক্ষা খাত ও স্বাস্থ্য খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

করণীয়

- ◆ জলবায়ু পরিবর্তনে প্রথমেই মানুষকে সচেতন হতে হবে। বিভিন্ন নীতি কৌশল বাস্তবায়নের সময় জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
- ◆ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি খাত। কীটনাশক ব্যবহার না করা। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা।
- ◆ নদী ড্রেজিং করে নাব্য ফিরিয়ে আনা।
- ◆ বনায়ন করা;
- ◆ প্রতি বছর দুর্ভোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার তো বটেই জনগণকেও খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখতে হবে;
- ◆ টেকসই বাঁধ দিতে হবে যাতে জনপদে পানি না ঢুকতে পারে;
- ◆ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের এবং খাওয়ার উপযোগী করতে হবে;
- ◆ উপকূল এলাকার ঘর তৈরির সময় জায়গা উঁচু করতে হবে এবং যাতে ক্ষতি না হয় এমন ব্যবস্থা করতে হবে;
- ◆ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দুর্ভোগ তহবিল গঠন করতে হবে;
- ◆ নদীভাঙন রোধের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ◆ জলবায়ুর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা, সচেতন হওয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা

কৃষকের জানালা

কৃষকের জানালা কৃষকের ফসলের নানা সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। এখানে ছবি দেখে কৃষক-ব্যবহারকারী ফসলের যে কোনো সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান মনিটরে ভেসে ওঠে। উদ্যোগটি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের (এসআইএফ) সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহে পাইলটিং হয়েছে এবং সারা দেশে সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কৃষকের জানালার উদ্ভাবন, পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কৃষিবিদ জনাব মো. আব্দুল মালেক।

কৃষকের জানালা তৈরি

প্রায় দুই বছর ধরে সারা দেশ থেকে বিভিন্ন ফসলের নানা সমস্যার ছবি তোলা হয় এবং সমস্যাগুলো প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করার পর তা ডাটাবেজে যুক্ত করা হয়। প্রায় ৮০ হাজার ছবি থেকে বাছাই করে ১২০টি ফসলের ১ হাজার এর বেশি সমস্যার ছবি সমাধানসহ পর্যায়ক্রমে যুক্ত করে কৃষকের জানালা তৈরি করা হয়।

কৃষকের জানালা প্রমিতকরণ

প্রতি ১০০টি সমস্যা কৃষকের জানালায় যুক্ত হলে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটির মিটিং আহবান করে তা পর্যালোচনা করা হয়। এভাবে ১১টি মিটিংএ ১ হাজার এর বেশি সমস্যা ও তার সমাধান পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা চূড়ান্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

১. কৃষকের জানালায় ১২০টি ফসলের ১ হাজারের এর বেশি সমস্যা ও সমাধান রয়েছে;
২. কৃষকের জানালা যে কোনো কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্টফোন বা এন্ড্রয়েড মোবাইলে ব্যবহার করা যায়;
৩. কৃষকের জানালাকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চপর্যায়ের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক প্রমিত করা হয়েছে;
৪. ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যবান্ধব সচেতনতামূলক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে;
৫. কৃষকের জানালার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও তৈরি করা হচ্ছে।

কৃষকের জানালার ব্যবহারবিধি

১. কৃষকের জানালা ফোল্ডারটি আপনার কম্পিউটারে বা মোবাইলে কপি করুন বা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করুন;
২. ফোল্ডারটি ওপেন করুন এবং 'home.html' ফাইলটি যে কোনো ব্রাউজার (ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মজিলা ফায়ারফক্স বা গুগল ক্রোম) দ্বারা ওপেন করুন;
৩. মূল পাতায় প্রবেশ করুন;
৪. আপনার ফসলটি খুঁজে বের করুন এবং সেটিতে ক্লিক করুন;
৫. স্ক্রল করে করে ছবি দেখে আপনার ফসলের সমস্যায়টি চিহ্নিত করুন;
৬. চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করুন;
৭. সমস্যার সমাধান দৃশ্যমান হবে;
৮. অপেশাদার ব্যবহারকারীরা সমস্যার সঙ্গে ছবি সতর্কতার সঙ্গে মিলিয়ে নিন, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন;
৯. মোবাইলে কৃষকের জানালার ব্যবহার: কৃষকের জানালা ডিভাইস রেসপনসিভ, তাই এটি খুব সহজেই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলেও ব্যবহার করা যায়; এজন্য-
 - ◆ কৃষকের জানালা ফোল্ডারটি আপনার মোবাইলে কপি করুন বা শেয়ার ইন্টার মাধ্যমে অন্য মোবাইল থেকে রিসিভ করুন।
 - ◆ ফোল্ডারটি ওপেন করুন।

♦ ‘home.html’ ফাইলটি ‘html viewer’ বা অন্য ব্রাউজার দ্বারা ‘just once’ সিলেক্ট করে ওপেন করুন।

♦ যে ব্রাউজারটিতে কৃষকের জানালা দেখতে সুবিধে হয় সেটি সিলেক্ট করে always সিলেক্ট করে আবার ওপেন করুন।

♦ নির্দেশনা অনুস্মরণ করে কৃষকের জানালা ব্যবহার করুন।

♦ আপনার মোবাইলে কৃষকের জানালা দেখতে সমস্যা হলে যে কান ‘offline html viewer’ যেমন: UC browser ইন্টারনেট থেকে আপনার মোবাইলে নামিয়ে নিন অথবা শেয়ার ইন্টারনেট মাধ্যমে অন্য মোবাইল থেকে রিসিভ করে ইনস্টল করে নিন।

♦ ‘home.html’ ফাইলটি ‘offline html viewer’ দ্বারা ওপেন করুন।

১০. শিগগিরই কৃষকের জানালার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্লেস্টোরে আপলোড করা হবে। তখন Krishokerjanala লিখে খুজলেই পাওয়া যাবে এবং আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন।

কৃষকের জানালার সুবিধা

১. কৃষকের জানালার মাধ্যমে কৃষি পরামর্শ সেবা প্রদানের ফলে সেবা কৃষক ও কৃষি সেবা প্রদানকারী উভয়েরই সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়;

২. একজন অগ্রসর কৃষক নিজেও মোবাইলে কৃষকের জানালা ব্যবহার করে সেবা পেতে পারেন;

৩. অনলাইন ও অফলাইন- দুইভাবেই কৃষকের জানালা ব্যবহার করা যায়;

৪. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যবান্ধবতা।

পাওয়া যাবে

১. ন্যাশনাল পোর্টালের ওয়েবসাইট;

২. জাতীয় ই-তথ্যকোষের ওয়েবসাইট;

৩. ডিএইর ওয়েবসাইট;

৪. দেশের সব উপজেলা কৃষি অফিসে কৃষকের জানালার সিডি পাঠানো হয়েছে;

৫. কৃষকের জানালার ওয়েবসাইট: <http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html>

কৃষকের জানালার স্বীকৃতি

১. সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড পুরস্কার-২০১৪ এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত;

২. সেরা স্থানীয় উদ্ভাবন ব্যক্তিত্ব- ২০১৫ জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রদত্ত;

৩. ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিওএসআইএস/উইসিস) চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার- ২০১৬ আইটিইউ কর্তৃক প্রদত্ত;

৪. ডিএই ইনোভেশন পুরস্কার- ২০১৬ ডিএই কর্তৃক প্রদত্ত;

৫. ব্র্যাক-মহান ডিজিটাল ইনোভেশন পুরস্কার-২০১৬ ব্র্যাক ও ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত। (আপনার ফসলের সমস্যার সমাধান এখানেই)।

নিম উপকারী বৃক্ষ

নিমের ইংরেজি নাম Neem নিমকে নিম্ব, ভেপা, তামার আরও আরও অনেক নামে ডাকা হয়। নিম আমাদের এক বিশেষ উপকারী বন্ধু বৃক্ষ। নিমের জনপ্রিয়তা সে অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। নিমের পাতা থেকে বাকল, শিকড় থেকে ফুল, ফল থেকে বীজ সবগুলোই আবশ্যিকীয়ভাবে কাজে লাগে। নিমের গুণ অতুলনীয়। নিম অনেক দ্রুতবর্ধনশীল গাছ। নিম বছর্বর্ধনশীল মাঝারি ধরনের

চিরহরিৎ বৃক্ষ। পরিপকু বয়সে ১৫ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা থেকে পারে। তবে শুকনো জায়গায় পত্রবরা বৃক্ষের মতো আচরণ করে। গাছ সাধারণত গোড়ার ব্যাসার্ধ ৬০-৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছ বা মোটা ডালের বাকলের রঙ গাঢ় ও অমসৃণ হলেও অপেক্ষাকৃত কচি ডালের রঙ খয়েরি। গাছের বাকল অপেক্ষাকৃত মোটা। ডালের চারিদিকে ওপর নিচে করে ৩০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা যৌগিক পত্র জন্মে। প্রতিটি পাতায় ১০ থেকে ১৭টি করে কিনারা খাঁজকাটা পত্রক থাকে। সারা বছর পাতা গজায়। তবে বসন্তে পাতা বরাকালে বেশির ভাগ পাতা ঝরে যায়। যথানে বৃষ্টি কম সেখানেও নিম খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় যার প্রমাণ সৌদি আরবের পবিত্র নগরীর আরাফাতের ময়দান। নিম খরা সহনশীল। নিমফল পাখীর প্রিয় খাদ্য। বর্ষায় নিমফল পাকলে শালিকসহ আরও অনেক পাখী এসে নিম গাছে ভিড় জমায়। নিম হিন্দুদের পবিত্র বৃক্ষ। দেবতার মূর্তি তৈরির কাজে নিম গাছের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

নিমের বহুবিধ গুণের কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। নিম একটি অভূতপূর্ব ঔষধি গাছ। প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের জন্য এত উপকারী গাছ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্য বলা হয় নিম পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বৃক্ষ। নিমের এ গুণাগুণের কথা বিবেচনা করেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিমকে ‘একুশ শতকের বৃক্ষ’ বলে ঘোষণা করেছে। খৃস্টের জন্মের ৫ হাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারত উপমহাদেশে নিমের অস্তিত্ব ছিলও বলে জানা যায়। নিমের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ধারণা থাকলেও নিম নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়েছে হাল আমলে। ভারত উপমহাদেশে নিম নিয়ে গবেষণা শুরু হয় ১৯৪২ সালে। পশ্চিমা বিশ্বে গবেষণা শুরু হয়েছে আরও অনেক পরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিম নিয়ে গবেষণা শুরু হয় ১৯৭২ সালে। বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে নিম নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। নিমের ব্যবহার, এর চাষাবাদ নিয়ে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

এ উপমহাদেশেই উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলীয় সবদেশেই নিম গাছের বিভিন্ন প্রজাতি ছড়িয়ে আছে। সৌদি আরবের আরাফাত ময়দানে বাংলাদেশের নিম গাছের হাজার লাখো সংখ্যা আমাদের গর্বিত করে। কেননা এত দূরে বাংলাদেশের নিম সারি সারিভাবে দাঁড়িয়ে জানান দেয় বাংলার ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে। বলা হয় কেউ যদি নিমতলে বিশ্রাম নেয় কিংবা শুয়ে ঘুমায় তাহলে তার বিমার কমে যায় সুস্থ থাকে মনে প্রাণে শরীরে অধিকতর স্বস্তি আসে। এজন্য ঘরের আশপাশে দু-চারটি নিমের গাছ লাগিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়।

নিম বা ইন্ডিয়ান লাইলাক প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে প্রায় ১০ বছর সময় লাগে। এটি হচ্ছে সাধারণ নিম। এছাড়া আরও ২ প্রকার নিম আছে যা হচ্ছে মহানিম বা ঘোড়ানিম। এটি সাধারণ নিমের মতো বহু গুণে গুণাঙ্কিত নয়। অপরটি হলো মিঠো নিম, এটি তেমন তেতো নয়, এটি আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চল মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে পাওয়া যায় এবং সবজি হিসেবেও এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত।

নিম একটি পবিত্র বৃক্ষ ও আমাদের দেশীয় গাছ; পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মনীষীদের জীবনের সঙ্গে নিম জড়িত; নিম পরিবেশ রক্ষা, দারিদ্র্যবিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখে; নিম থেকে উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক প্রসাধনী, ওষুধ, জৈবসার ও কীটবিতাড়ক উপাদান; নিম স্বাস্থ্য রক্ষাকারী, রূপচর্চা, কৃষিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; নিমকাঠে ঘুণে ধরে না, নিমের আসবাবপত্র ব্যবহারে ত্বকের ক্যান্সার হয় না; নিম পানি স্তর ধরে রাখে শীতল ছায়া দেয় ও ভাইরাসরোধী; নিম শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে; নিম ঝড়-ঝাষণ ও ঝড় থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং নদীর ভাঙন ঠেকায়; নিমের সব অংশই ব্যবহারযোগ্য ও উপকারী; নিম মাটির লবণাক্ততা রোধ করে এবং অম্ল ও ক্ষারের সমতা ফেরায়; নিম গাছ বাতাস শীতল রাখে এবং অন্যান্য গাছের তুলনায় নিম গাছের নিচে তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি কম থাকে; নিমপাতা গুঁড়া ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে উপকারী; নিমগাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং কাঠ খুব দামি; নিম যে কোনো মাটিতে জন্মে ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে; নিম

পরিবেশবান্ধব ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অদ্বিতীয় ১০ বছর বয়সের দুটি নিম্ন গাছের পাতা ও বীজ বিক্রি করে ৫ জনের পরিবারের সারা বছরের ভরণ পোষণ সম্ভব; নিম্ন ফুলের মধু অন্যান্য ফুলের মধুর তুলনায় অধিক পুষ্টিকর ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন; নিম্ন মাটির ক্ষয় ও মরুভূমি রোধ করে; কৃষি বনায়ন বা কৃষি জমির আইলে নিম্ন গাছ লাগালে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয়; নিম্ন থেকে তৈরি ঔষধ, প্রসাধনী, জৈবসার ও কীট বিতাড়ক হিসেবে সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত; নিম্নের পাতা, ছাল-বাকল, বীজ ও কাঠসহ সব অংশই রফতানিযোগ্য; নিম্নগাছ গরু ছাগলে খায় না এবং বাঁচে ৪০০ বছরের অধিক; নিম্নের জৈবকীট বিতাড়ক ও সার, উপকারী কোনো কীটপতঙ্গ বা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতি করে না; নিম্নের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো যায়; নিম্ন পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বৃক্ষ।

সাধারণত আমদের দেশে বর্ষার শুরুতে জুন থেকে আগস্টের মধ্যে বীজ সংগ্রহ করা হয়। তবে এর আগে বা পরেও বীজ সংগ্রহ করা যায়। গাছ থেকে অথবা গাছের নিচ থেকে সরাসরি বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এপ্রিল-মে মাসে পরিপক্ব নিম্ন গাছে অসংখ্য ছোট ছোট সুগন্ধি সাদা ফুল দেখা যায়। জুন-জুলাই মাসে হলুদ রঙের ডিম্বাকৃতি পরিপক্ব ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ফলেই একটি করে বীজ থাকে। ফলের ত্বক ছড়িয়ে ছায়ায় শুকিয়ে ৩ সপ্তাহের মধ্যে পাত্রের মাটিতে বপন করতে হয়। ৩০ জুন থেকে বীজ বপন শুরু করা যায়। বীজ বপনের ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে চারা গজায়। বীজ অংকুরোদগমের হার শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। নার্সারি বেডে, পলিথিনে বা সরাসরি জমিতে বীজ লাগানো যায়। ঠাণ্ডা আর কুসুম গরম পানিতে বীজ ভিজিয়ে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ানো যায়। ১ বছরের চারা লাগানো ভালো। চারা লাগানোর আগে কাণ্ড মূল প্রয়োজন মতো ছাঁটাই করে লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বরের দিকে চারা লাগানো ভালো। ৪৫ সেন্টিমিটার চওড়া ও প্রশস্ত গর্তে ২৫-৩০ কেজি জৈবসার, ৫০ গ্রাম টিএসপি ৫০ গ্রাম এমওপি মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে চারা রোপণ করতে হয়। চারা লাগানোর পর অবশ্যই নিয়মিত ও পরিমিত পানি দিতে হবে চারা টিকানোর জন্য।

সাধারণত নিম্ন গাছ খোলামেলা জায়গায় বেশি দেখা যায়। রাস্তার আশপাশে, সমতল ভূমিতে ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় সব ধরনের মাটিতে নিম্নগাছ জন্মে। তবে বেলে, দো-আঁশ মাটিতে ভালো হয়। নিম্ন গাছে মার্চ থেকে মে মাসে ফুল ফোটে। নিম্ন ফল জুন থেকে আগস্ট মাসে পাকলে তখন বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাগে বা মাটির পাত্রে বীজ বপন করতে হয়। বপন দেরি হলে গজানোর হার কমে যায়। নিম্ন চারার বয়স ১ বছর হলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। যে জমিতে লাগানো হবে তা আগাছা বিহীন ও পরিচ্ছন্ন থেকে হবে। তবে বর্ষাকালে নিম্নের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। গাছের গোড়ায় যাতে পনি না জমে সেজন্য গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। আর পশু মানুষের আক্রমণে যেন চারা নষ্ট না হয় সেজন্য রোপণের পরপরই বেড়া ঘেরা দিতে হবে। নিম্নের স্কেল পোকা আর ছত্রাক মারাত্মক ক্ষতি করে। সমস্যা হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

পাতা সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর পাতার আর্দ্রতা কমে কিছুটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করলে প্যাকেটজাত করতে হয়। পাতার প্যাকেট অবশ্যই সঠিক শনাক্তকরণ ব্যবহারবিধিসহ বাজারজাত করতে হবে। জুন আগস্টের দিকে নিম্ন ফল পরিপক্ব হয়। বীজ পরিপক্ব হলে সংগ্রহ করতে হবে। তবে মাটিতে না পড়ার জন্য ঘন জাল দিয়ে গাছকে বেঁধে দিলে সবগুলো বীজই সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ অবস্থায় বীজকে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আর্দ্রতা শতকরা ২ ভাগ থাকতে হবে। বীজ শুকানোর পর বায়ুরোধী করে প্যাকেট করে সংগ্রহ করতে হবে। নিম্নের ছাল কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে হবে। এরপর ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা শূন্য করে বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করতে হবে।

নিম্ন আমাদের বিশেষ বিশেষ উপকারী বৃক্ষ। অনায়াসে বলতে গেলে খরচ বিহীন এ মূল্যবান বৃক্ষের আবাদ করতে পারি। নিম্নের বাণিজ্যিক ব্যবহার আমাদের দারুণভাবে আশান্বিত ও সাহসী করে।

কেননা নিম্নের কাঠ, ছাল বা বাকল, বীজ, পাতা, নিম্ন খৈল, নিম্ন তেল, নিম্ন ফুল, আঠা, স্যাপ, দেশব্যাপী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। নিম্ন বর্তমানে রূপচর্চার অন্যতম সামগ্রী। ওষুধ সামগ্রী আর প্রসাধনীতে নিম্নের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এ একরের বয়স্ক পরিপক্ব নিম্ন গাছ থেকে বছরে ৬-৭ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করা যায়। স্বাস্থ্যরক্ষা পরিবেশে রক্ষা, কৃষিতে নিম্নের ব্যবহার, পশুচিকিৎসা, পশু খাদ্য কোথার নিম্নের ব্যবহার আর আবশ্যিকীয়তা না আছে। সুতরাং দেশব্যাপী এ গাছটি রোপণ ও টিকিয়ে রাখার কাজ সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ কার্যক্রম কমসূচি জরুরিভিত্তিতে শুরু করা দরকার। আমাদের নিজেদের জন্য অন্ততপক্ষে প্রতি বাড়িতে ৮-১০টি নিম্ন গাছ লাগিয়ে টিকিয়ে রাখা দরকার। এতে আমাদের পরিবেশসম্মতভাবে কম খরচে বহুমুখী লাভ হবে। আমরা বহুমাত্রিক সমৃদ্ধ হব।

কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮ কৃষি তথ্য সার্ভিস, আমতলী, বরগুনা

১. কৃষি রেডিও রাজধানী ঢাকা থেকে ৩৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা চত্বরে আমতলী ডিগ্রি কলেজের পেছনে অবস্থিত;
২. বর্তমান শ্রোতা সংখ্যা ২,০০,০০০ জন;
৩. শ্রোতা ক্লাবের সংখ্যা ৫০টি;
৪. স্বেচ্ছাশ্রম স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত (স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা শতাধিক);
৫. প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার (সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত);
৬. মোট অনুষ্ঠান সম্প্রচার ৩০টি (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকভিত্তিতে)
৭. কৃষি রেডিও সংবাদ ৩ বার (বিকাল ৪টা, সন্ধ্যা ৬টা, রাত ৮টা)
৮. বর্তমান কভারেজ দুটি জেলার (বরগুনা ও পটুয়াখালী) ১৩টি উপজেলা (বরগুনা-০১.আমতলী, ০২. তালতলী, ০৩. বরগুনা সদর, ০৪. বেতাগী, ০৫. পাথরঘাটা, ০৬. বামনা। পটুয়াখালী- ০১. সদর, ০২. মির্জাগঞ্জ, ০৩. গলাচিপা, ০৪. কলাপাড়া, ০৫. দশমিনা, ০৬. রাঙাবালী ০৭. ধুমকি)। সম্প্রচার এলাকা সহসাই আরও বাড়ছে।
৯. বর্তমান সম্প্রচার ক্ষমতা সেন্টার থেকে ৩৪ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ।
১০. কমিউনিটি রেডিও মানে Voice of the Voice less People # Community Radio is 80% Community 20% Radio...
১১. বর্তমানে দেশে ১৭টি কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে। এর মধ্যে কৃষি রেডিও একমাত্র সরকারি কমিউনিটি রেডিও;
১২. সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শিরোনাম- কৃষি ও মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, নারী ও শিশু, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, আবহাওয়া ও জলবায়ু, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তি, খেলা ও বিনোদন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক, সমাজ ও সংসার, সেবা ও সহযোগিতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আয় ও কর্মসংস্থান, ধর্ম ও বিশ্বাস, আইন ও শৃঙ্খলা, শাস্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন,..
১৩. কৃষি রেডিও মানে কৃষিভিত্তিক রেডিও নয়। কৃষি মন্ত্রণালয়াদীন বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের অধীন বলে মন্ত্রণালয়-অধিদপ্তরের নামে কৃষি রেডিও হয়েছে। যা গ্রামীণ জনগণের প্রয়োজন, চাহিদা ও পছন্দেরভিত্তিতে পরিচালিত হয়;
১৪. কমিউনিটি রেডিও মানে গ্রামীণ জনগণের সাহসী, স্বাধীন ও চাহিদা অনুযায়ী ও উন্মুক্ত কণ্ঠস্বর;
১৫. কৃষি রেডিওর ইলেক্ট্রনিক ঠিকানা-krishiradioais@gmail.com # krishiradioais@yahoo.com
১৬. কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা এটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০ প্রাপ্তদের তালিকা

স্বর্ণপদক

১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গাজীপুর
ক্ষেত্র : কৃষি গবেষণায় অবদান

২. মোছা. নূরুল্লাহর বেগম
স্বামী : মো. রবিউল ইসলাম বিশ্বাস
মাতা : মোছা. আনোয়ারা বেগম
গ্রাম : বজারপুর, ডাকঘর : জয়নগর
উপজেলা : ঈশ্বরদী, জেলা : পাবনা
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ

৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম মজুমদার
পিতা : মোহাম্মদ আবদুল মালেক মজুমদার
মাতা : কামরুল নাহার
উপজেলা কৃষি অফিসার
মতলব উত্তর, চাঁদপুর
ক্ষেত্র : কৃষি সম্প্রসারণে অবদান

৪. নিভা রানী বিশ্বাস
স্বামী : নিখিল কুমার বিশ্বাস
মাতা : মৃত ননীবালা বিশ্বাস
গ্রাম : রঘুনাথপুর, ডাকঘর : হেলাঞ্চি
উপজেলা : মনিরামপুর, জেলা : যশোর
ক্ষেত্র : কৃষিতে মহিলাদের অবদান

৫. শক্তি কিত্তুনীয়া
পিতা : মৃত শশধর কিত্তুনীয়া
মাতা : মৃত বকুল কিত্তুনীয়া
গ্রাম : মিত্রডাঙ্গা, ডাকঘর : জোয়ারিয়া
উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ
ক্ষেত্র : পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন-ব্যবহার

রৌপ্যপদক

১. মো. জাহাঙ্গীর আলম শাহ
পিতা : মৃত আব্দুর রশিদ শাহ
মাতা : জাহানারা বেগম
গ্রাম : কালীগ্রাম, ডাকঘর : কালীগ্রাম
উপজেলা : মান্দা, জেলা : নওগাঁ
ক্ষেত্র : কৃষি সম্প্রসারণে অবদান

২. মো. আমজাদ হোসেন
পিতা : মৃত মোবারক আলী
মাতা : মোছা. মাজেদা বেওয়া
গ্রাম : খয়রার পুকুর বাজার
ডাকঘর : শিয়ালীহাট, উপজেলা : শিবগঞ্জ

জেলা : বগুড়া
ক্ষেত্র : প্রাতিষ্ঠানিক-সমবায়-কৃষক পর্যায়ে
উচ্চমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও
নার্সারি স্থাপন

৩. ড. প্রকৌশলী মো. আবদুল হামিদ
পিতা : মরহুম মো. হাফিজ উদ্দিন
মাতা : মরহুমা মোছা. খাতেমুন হাফিজ
পদবি : পরিচালক
প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি,
কুমিল্লা
ক্ষেত্র : কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও
উদ্ভুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ

৪. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী, পাবনা
ক্ষেত্র : পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন-ব্যবহার

৫. ৭৩নং সৈকরচর সিআইজি (ফসল)
মহিলা সমবায় সমিতি লি.
গ্রাম : সৈকরচর
ডাকঘর : দক্ষিণ আগরপুর
উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী
ক্ষেত্র : পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন-ব্যবহার

৬. মো. আতিকুর রহমান
পিতা : মো. আবুল হোসেন
মাতা : মোছা. আছিয়া বেগম
গ্রাম : সেনবাগ লক্ষ্মীকোল
ডাকঘর : বৈদ্য বেলঘড়িয়া
উপজেলা : নলডাঙ্গা
জেলা : নাটোর
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিক ভিত্তিক খামার স্থাপন

৭. আলহাজ মো. আবদুস সালাম সরকার
পিতা : মৃত মমিন উদ্দিন সরকার
মাতা : মৃত সাহেবান নেছা
গ্রাম : বারঘরিয়া সর্দারপাড়া
ডাকঘর : লালপুর, উপজেলা : মিঠাপুকুর
জেলা : রংপুর
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন

৮. মো. আজমল হোসেন
পিতা : মো. রোসুম আলী ফকির
মাতা : মোছা. হাজেরা বেগম
গ্রাম : রায়নগর (পূর্বপাড়া)
ডাকঘর : শিবগঞ্জ, উপজেলা : শিবগঞ্জ
জেলা : বগুড়া
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন

৯. মো. সামসুদ্দীন মণ্ডল
পিতা : মৃত পছির উদ্দীন মণ্ডল
মাতা : মোছা. রূপজান বেগম
গ্রাম : বারবাকপুর, ডাকঘর : বারবাকপুর
উপজেলা : মহাদেবপুর, জেলা : নওগাঁ
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন

ব্রোঞ্জপদক

১. মনিন্দ্র নাথ সিংহ
পিতা : মৃত মতিলাল সিংহ
মাতা : নারায়নী সিংহ
উপসহকারী কৃষি অফিসার
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
ক্ষেত্র : কৃষি সম্প্রসারণে অবদান

২. মো. আকলু মিয়া চৌধুরী
পিতা : মো. তারা মিয়া চৌধুরী
মাতা : মালেকা খাতুন
গ্রাম : কর্ণিগ্রাম, ডাকঘর : কর্ণিগ্রাম
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার
ক্ষেত্র : কৃষি সম্প্রসারণে অবদান
৩. অতনু সরকার
পিতা : গৌরাঙ্গ চন্দ্র সরকার, মাতা : দুর্লন রানী সরকার
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস
গোদাগাড়ী, রাজশাহী
ক্ষেত্র : কৃষি সম্প্রসারণে অবদান

৪. বিপ্লব কুমার সেন
পিতা : মৃত সন্তোষ কুমার সেন
মাতা : মৃত প্রমিলা বালা সেন
গ্রাম : উত্তরচক, ডাকঘর : দেবোত্তর
উপজেলা : আটঘরিয়া, জেলা : পাবনা
ক্ষেত্র : প্রাতিষ্ঠানিক-সমবায়-কৃষক পর্যায়ে উচ্চমানসম্পন্ন
বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন

৫. কৃষিবিদ ফরহাদ আহাম্মেদ
পিতা : শরীফ উদ্দিন আহাম্মেদ
মাতা : হামিদা বেগম
১৫/বি, বটতলা
জেলা সদর রোড, টাঙ্গাইল
ক্ষেত্র : কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও
উদ্ভুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ

৬. আকলিমা
পিতা : মৃত সামসুদ্দীন সরকার
মাতা : মোছা. সুফিয়া খাতুন
গ্রাম : পাকুড়িয়া, ডাকঘর : খোরদো
উপজেলা : কলারোয়া
জেলা : সাতক্ষীরা

ক্ষেত্র : কৃষিতে মহিলাদের অবদান

৭. ফাতেমা খাতুন মজুমদার
স্বামী : মো. খলিলুর রহমান
মাতা : মৃত গোলনাহার চৌধুরী
গ্রাম : পশ্চিম সরডুবা
ডাকঘর : মিলনবাজার
উপজেলা : হাতীবান্ধা
জেলা : লালমনিরহাট
ক্ষেত্র : কৃষিতে মহিলাদের অবদান

৮. পাঞ্জরভাঙ্গা আইএপিপি মহিলা দুগ্ধ
উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড
গ্রাম : পাঞ্জরভাঙ্গা
ডাকঘর : কাউনিয়া, উপজেলা : কাউনিয়া
জেলা : রংপুর
ক্ষেত্র : কৃষিতে মহিলাদের অবদান
৯. মনমথ সরকার
পিতা : মৃত মনীন্দ্র চন্দ্র সরকার
মাতা : মৃত সুলেখা রানী সরকার
গ্রাম : আঙ্গারগাড়া
ডাকঘর : আঙ্গারগাড়া, উপজেলা : ভালুকা
জেলা : ময়মনসিংহ
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন

১০. মো. মনিরুজ্জামান মনির
পিতা : মো. মাহাবুব আলম
মাতা : মোসা. নাসিমা বেগম
গ্রাম : মহিষবাথান
ডাকঘর : রাজশাহী কেট
উপজেলা : রাজপাড়া, জেলা : রাজশাহী
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন

১১. চং রেং শো
পিতা : মেন তুই শো
মাতা : রুই রেং শো
পাড়া : ৯ মাইল বসন্তপাড়া
ডাকঘর : সুয়ালক বাজার
উপজেলা : বান্দরবান সদর
জেলা : বান্দরবান পার্বত্য জেলা
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন

১২. মো. রেজাউর রহমান
পিতা : আলহাজ মো. মোখলেছুর রহমান
মাতা : মোছা. জাহানারা বেগম
গ্রাম : সুরভী-১৬, সুলতানপুর আবাসিক এলাকা
ডাকঘর : সুনামগঞ্জ
উপজেলা : সুনামগঞ্জ সদর
জেলা : সুনামগঞ্জ
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিতে বনায়ন

১৩. মো. আকমল হোসেন
পিতা : মৃত আনার আলী প্রামাণিক
মাতা : মৃত সফুরা খাতুন
গ্রাম : কামালপুর
ডাকঘর : দাশুড়িয়া, উপজেলা : ঈশ্বরদী
জেলা : পাবনা
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ

১৪. মো. ইদ্রিস আলী
পিতা : মো. হোসেন জোয়ার্দার
মাতা : তল্লুরোন্নেছা
গ্রাম : লক্ষ্মীপুর
ডাকঘর : লক্ষ্মীপুর
উপজেলা : ঝিনাইদহ সদর
জেলা : ঝিনাইদহ
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ

১৫. মো. রাজিব মালিখা (পোলট্রি রনি)
পিতা : আলহাজ মোহাম্মদ আ. রহিম মালিখা (মন্টু)
মাতা : মোছা. রাশিদা খাতুন
গ্রাম : মুনসিদপুর
ডাকঘর : দাশুড়িয়া
উপজেলা : ঈশ্বরদী
জেলা : পাবনা
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ

১৬. আবিদুর নূর চৌধুরী (রিয়াদ)
পিতা : মরহুম শাহজাহান ওবায়দুন নূর চৌধুরী
মাতা : মরহুম খোরশেদ আরা বেগম
গ্রাম : বিজয়করা, ডাকঘর : বিজয় করা
উপজেলা : চৌদ্দগ্রাম, জেলা : কুমিল্লা
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্য চাষ

১৭. মো. মাহাবুবুর রহমান (ফুটিক)
পিতা : আলহাজ নুরুল ইসলাম
মাতা : মোছা. আকলিমা বিবি
গ্রাম : অন্তাহার
ডাকঘর : ছাতিয়ান গ্রাম
উপজেলা : আদমদীঘি
জেলা : বগুড়া
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ

১৮. জামিনুর ইসলাম
পিতা : আবু তাহের
মাতা : মোছা. ছামিনা বেগম
গ্রাম : খালিপ পুর (কাজিপাড়া)
ডাকঘর : স্বপ্নপুরী
উপজেলা : নবাবগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর
ক্ষেত্র : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার গড় পুষ্টি চাহিদা (দৈনিক মাথাপিছু)

পুষ্টি উপাদান	পুরুষ (মাঝারি শ্রম)	মহিলা		
		(মাঝারি শ্রম)	গর্ভবতী দুগ্ধদানকারী	
ক্যালরি (কিলোক্যালরি)	২৮০০	২২০০	+৩০০	+৫৫০-১০০০
আমিষ (গ্রাম)	৫৫	৫০	+১৫	+২০
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৪০০	৪০০	+৬০০	+৬০০
লৌহ (মিলিগ্রাম)	২৮	২৮	+৭	+৭
ভিটামিন-এ (রেটিনল) (মাইক্রোগ্রাম)	৬০০	৬০০	+০	+৩০০
ভিটামিন বি _১ (মিলিগ্রাম)	১.২	১.০	+০.২	+০.৩
ভিটামিন বি _২ (মিলিগ্রাম)	১.৬	১.৩	+০.২	+০.৩
ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)	৪০	৪০	+০	+৪০
নায়াসিন (মিলিগ্রাম)	১৮	১৪	+০২	+৪
ফলিক এসিড (মাইক্রোগ্রাম)	১০০	১০০	+৩০০	+৫০

পুরুষের ওজন-৬০ কেজি, মহিলার ওজন-৫০ কেজি হিসেবে ধরা হয়েছে

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পুষ্টি উপাদান (খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

খাদ্যের নাম	জরীর অংশ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	কার্বোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
শস্য জাতীয়												
সিদ্ধ চাল (টেকিছাঁটা)	১২.৬	০.৯	-	৩৪৯	৮.৫	০.৬	৭৭.৪	১০	২.৮	৯	০.২৭	০.১২
সিদ্ধ চাল (কেলেছাঁটা)	১৩.৩	০.৭	০.২	৩৬৫	৬.৪	০.৪	৭৯.০	৯	৪.০	-	০.২১	০.০৯
আতপ চাল (টেকিছাঁটা)	১৩.৩	০.৯	০.৬	৩৪৬	৭.৫	১.০	৭৬.৭	১০	৩.২	২	০.২১	০.১৬
আতপ চাল (কেলেছাঁটা)	১৩.৭	০.৬	০.২	৩৪৫	৬.৮	০.৫	৭৮.২	১০	৩.১	-	০.২৬	০.০৬
আটা	১২.২	২.৭	১.৯	৩৪১	১২.১	১.৭	৬৯.৪	৪৮	১১.৫	২.৯	০.৪৯	০.২৯
ময়দা	১৩.৩	০.৬	০.৩	৩৪৮	১১.০	০.৯	৭৩.৯	২৩	২.৫	২.৫	০.১২	০.০৭
সেমাই	১১.৭	০.৭	০.২	৩৫২	৮.৭	০.৪	৭৮.৩	২২	২.০	-	০.১৯	০.০৫
মুজি	-	-	০.২	৩৪৮	১০.৪	০.৭	৭৪.৩	১৬	১.৬	-	০.১২	০.০৩
চিড়া	১২.২	২.০	০.৭	৩৪৬	৬.৬	১.২	৭৭.৩	২০	২.০	-	০.২১	০.০৫
মুড়ি	৯.৪	১.৮	০.৩	৩৫৪	৭.৮	০.১	৮০.৬	২৩	৬.৬	-	০.২১	০.১২
ভুট্টা (কচি)	৬৭.১	০.৮	১.৯	১২৫	৪.৭	০.৯	২৪.৬	৯	১.১	৩২	০.১১	০.১৭
বব	১২.৫	১.২	৩.৯	৩৩৬	১১.৫	১.৩	৬৯.৬	২৬	৩.০	১০	০.৪৭	০.২০
ডাল জাতীয় খাবার												
হোলার ডাল	৯.৯	২.৭	১.২	৩৭২	২০.৮	৫.৬	৫৯.৮	৫৬	৯.১	১২.৯	০.৪৮	০.১২
মাসকলাই ডাল	১০.৯	৩.২	০.৯	৩৪৭	২৪.০	১.৪	৫৯.৬	১৫৪	৯.১	৩৮	০.৪২	০.৩৭
শিমের বিচি	৯.৬	৩.২	১.৪	৩৪৭	২৪.৯	০.৮	৬০.১	৬০	২.৭	-	০.৫২	০.১৬
মুগডাল	১০.১	৩.৫	০.৮	৩৪৮	২৪.৫	১.২	৫৯.৯	৭৫	৮.৫	৪৯	০.৭২	০.১৫
বেসারি ডাল	১০.০	২.৩	২.৩	৩৪৫	২৮.২	০.৬	৫৬.৬	৯০	৬.৩	১২.০	০.৩৯	০.৪০

খাদ্যের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	কার্বোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি- ১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
মসুর ডাল	১২.৪	২.১	০.৭	৩৪৩	২৫.১	০.৭	৫৯.০	৬৯	৪.৮	২৭০	০.৪৫	০.৪৯	-
মটর (শুকনা)	১৬.০	২.২	৪.৫	৩১৫	১৯.৭	১.১	৫৬.৫	৭৫	৫.১	৩৯	০.৪৭	০.১৯	-
ভাড়হর	১৩.৪	৩.৫	১.৫	৩৩৫	২২.৩	১.৭	৫৭.৬	৭৩	৫.৮	১৩২	০.৪৫	০.৫১	-
সয়াবিন	৮.১	৪.৬	৩.৭	৪৩২	৪৩.২	১৯.৫	২০.৯	২৪০	১১.৫	৪১১	০.৭৩	০.৭৬	-
শাকপাতা													
বুয়াশাক	৬৯.৬	২.৬	০.০	৩০	৩.৭	০.৪	২.৯	১৫০	৪.২	১৭৪০	০.০১	০.১৪	৩৫
লাউশাক	৮৭.৭.৯	১.৭	১.৩	৩৯	২.৩	০.৭	৬.১	০৮	-	৭১৯৬	-	-	৯০
ফুলকপি পাতা	০৮	৩.২	০.০	৬৬	৫.৯	১.৩	৭.৬	৬২৬	৪০.০	-	-	-	-
কালো কচুশাক	৭৮.৮	২.৫	১.৭	৭৬	৬.৮	২.০	৮.১	৪০৬	৩৮.৭	১২০০	০.০৬	০.৪৫	৬৩
সবুজ কচুশাক	৮২.৭	২.২	২.৯	৫৫	৩.৯	১.৫	৬.৭	২২৬	১০.০	১২২৭	০.২২	০.২৬	১২
ধনেপাতা	৮৩.৩	২.৩	১.২	৪৪	৩.৩	০.৬	৬.৩	৪৭১	১.৭	৬৯১০	০.০৫	০.০৬	১৩৫
মেথিশাক	৮৬.১	১.৫	১.১	৪৯	৪.৪	০.৯	৬.০	৩৯৫	১৬.৫	২৩৪০	০.০৪	০.৩১	৫২
সজনে পাতা	৭৫.৯	২.৩	০.৯	৯২	৬.৭	১.৭	১২.৫	৪৪০	৭.০	৬৭৮	০.০১	০.০৫	২২০
শোসারিশাক	৮৪.২	১.১	২.১	৫৫	৬.১	১.০	৫.৫	১৬০	৭.৩	৩৫৩০	০.০১	০.০৩	৪১
সরিষাশাক	৮৯.৮	১.৬	১.০	৩৪	৪.০	০.৬	৩.২	১৫৫	১৬.৩	২৬২২	০.০৩	-	৩৩
মিষ্টিআলুশাক	৮০.৬	২.২	২.৪	৩৬	৪.২	০.৮	৯.৭	৩৬	১০.০	৭০৮	০.০১	০.২৪	২৭
লালশাক	০৮৮	১.৬	-	৩৪	৫.৩	০.১	৫.০	৩৭৩	-	১১৪৪	০.১০	০.১৩	৪৩
কলমিশাক	৮৭.৬	১.১	১.২	৬৬	১.৮	০.১	৪৯	১০৭	৩.৯	১০৭৪০	০.১৪	০.৪০	৪২
পুঁইশাক	৯২.০	১.৪	-	২৬	২.২	০.২	৪.২	১৬৪	১০.০	১২৭৫০	০.০২	০.৩৬	৬৪
পাটশাক	৮৩.৫	১.৩	-	৬২	২.৬	০.১	১২.৬	১১৩	-	১১৭০০	০.১০	০.০৯	অল্প
হেলেঞ্চশাক	৮৯.৭	১.০	-	১৪	১.৯	০.১	৮.১	৩১	-	১৩৭০০	০.০১	০.১৬	অল্প

খাদ্যের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	কার্বোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি- ১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
উঁটশাক	৯৪.৩	০.৫	১.০	২২	১.৭	০.২	৩.৩	০৭	২৫.৫	১০১০	০.২৬	০.১৯	৭৭
থানকুনি পাতা	৭৯.৩	২.৭	-	৭৩	২.৬	০.১	১৫.৩	১০৫	-	১৩১০০	০.০৯	০.১০	২১
মিষ্টিকুমড়া শাক	৮৯.৪	১.৪	২.১	৩৮	২.১	০.২	০.৬	০৪	-	১২০০০	০.১২	০.২২	৬১
মুলাশাক	৯৪.৬	০.৬	১.০	৪২	১.৭	০.৯	২.৩	২২	৩.৬	১০৭৬	০.০১	০.০৯	১৪৮
পালংশাক	৯০.৬	১.১	০.৬	৩০	৩.৩	০.১	০.৪	৭৯	০.০১	০৬৪৮	০.০৩	০.০৯	৯৭
মূলজাতীয় খাবার													
শালগম	৯২.৯	০.৬	০.৯	২১	১.৪	অল্প	৩.৭	২৪	৪.০	-	০.০৩	০.০২	১৫
গাজর	৮৫.০	০.৯	১.২	৫৮	১.২	০.২	১২.৬	২৬	২.২	১০৫২০	০.০৪	০.০৫	৬
কচুরমুখী	৬৪.৪	১.৫	-	২৬৬	৭.১	অল্প	৩২.৪	২২	-	-	০.০৪	অল্প	অল্প
মুলা	৯২.৬	০.৫	০.৬	৭২	৩.১	০.১	৪.৮	১০	৮.০	-	০.৪৩	অল্প	৩৪
কচু	৭০.০	১.৭	০.১	১১৬	৩.০	৭.০	৪.৪	০৪	১.১	-	০.১৬	০.১১	৬
গোলআলু	৭৪.৭	০.৬	০.৪	৬৭	১.৬	০.৬	২২.৬	১১	১.০	-	০.০৩	০.০৩	১০
মিষ্টিআলু	৬৮.৫	০.১	০.০	১২১	১.২	০.৩	২.৭	০২	৭.০	-	০.০৬	০.০২	২
সবজি বা তরকারি													
উঁটা	৯২.৫	১.১	১.২	৬৭	০.৯	০.১	৩.৫	২৬	৭.১	২৫২	০.০০	০.১০	১০
চালকুমড়া	৯৬.৫	০.৩	১.০	০১	৪.০	০.১	১.৯	৩	৭.০	-	০.০৬	০.০১	১
উচ্ছে	৮৩.২	১.৭	১.১	৩৬	২.১	১.০	১০.৬	২৩	০.২	১২৬	০.০০	০.০৬	৯৬
শিম (কচি)	৮৬.১	০.৯	১.১	৭৪	১.৩	১.০	৬.৭	২৫	১.১	১৭৭	০.১০	০.০৫	৯
চিচিঙ্গা	৯৪.৬	০.৫	১.০	৭১	১.৩	০.৩	৩.৩	২৬	৩.০	৯৬	০.০০	০.০৬	-
শসা	৯৪.৯	৪.০	৪.০	২২	১.৬	০.১	৩.৫	১৪	১.৫	অল্প	০.১৬	০.০২	৮
মটরশুঁটি	৬৭.৫	১.২	০.৪	১২৬	৭.৪	০.৩	২৩.৬	২৬	১.৫	-	০.০১	০.১২	৫

খাদ্যের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	সোঁহ (মিলিগ্রাম)	কার্বোসি (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
লাউ	৮৩.১	০.৬	০.৬	৬৬	১.১	০.০১	১৫.১	২৬	০.৭	-	০.০১	০.০২	৪
টমেটো (কোঁচা)	৯৩.১	০.৬	০.৭	২৩	১.৯	০.১	৩.৬	২০	১.৮	১৯২	০.০৭	০.০১	৩১
কাঁচামরিচ	৭৩.৫	১.০	৬.৭	১০৩	১.৬	০.১	২৩.৭	১১	১.২	২৩৪০	০.১৭	০.১৬	১২৫
সজিনা	৮৩.৩	১.৯	৭.৪	৬০	৩.২	০.১	১১.৪	২১	৫.৩	৭৫০	০.০৪	০.০২	৪৫
বরবটি	৮৭.০	০.৮	৩.৭	৫০	৩.০	০.২	৯.০	৩৩	৫.৯	-	০.১৪	০.০৩	অল্প
বাঁধাকপি	৯৩.৩	০.৫	১.০	২৬	১.৩	০.২	৪.৭	৩১	০.৭	-	০.০৬	০.০৫	৩
কাঁচাকলা	৭৮.৭	১.০	০.৭	৮৩	২.৬	০.৪	১৭.৩	১১	০.৬	-	০.০৯	০.০৬	৪
বেগুন	৯২.৪	০.৮	১.৩	৪২	১.৮	২.৯	২.২	২৭	০.৯	৮৫০	০.১২	০.০৭	৫
কাঁকরোল	৭৯.৪	০.৯	-	০৭	২.১	০.৩	১৭.৪	৩৬	-	৪১০	০.০৭	০.০৬	-
তেঁতুল	৮৮.৩	১.১	১.২	৩৪	৭.৭	০.১	৮.৭	১১৬	১.৫	১৬৭০	০.০৪	০.১৬	১০
শিম	৮৯.৯	০.৭	১.৯	৩৭	৩.৯	০.১	৫.৫	২৭	২.৬	২৫৪০	০.০৫	০.০১	২
ফুলকপি	৮৯.০	০.৮	১.২	৪১	২.৬	০.১	৭.৫	৪১	১.৫	-	০.০২৭	০.০৩	৯১
মিষ্টিকুমড়া	৯৩.০	০.৭	০.৭	৩০	১.৪	০.৫	৪.৫	৭৪	০.৭	৭২০০	০.০৭	০.০৬	২৬
ফল													
পেয়ারা	৮১.৭	০.৭	৫.২	৫১	০.৯	০.৩	১১.২	১০	১.৪	১০০	০.২১	০.০৯	২১০
পাকা আম	৭৮.৬	০.৪	০.৭	৯০	১.০	০.৭	২০.০	১৬	১.৩	৮৩০০	০.১০	০.০৭	৪১
পাকা কাঁঠাল	৮৮.০	১.১	০.২	৭৪	১.৮	০.১	৯.৯	২০	০.৫	৪৭০০	০.১১	০.১৫	২১
কালো জাম	৯৬.৬	০.১	৩.৭	১১	১.০	০.৭	১.৪	২২	৪.৩	১২০	০.০৯	০.০২৪	৬০
আনারস (জলভূগী)	৯২.৪	০.২	-	৩০	০.৯	০.২	৬.২	১৭	-	১৮৩০	০.১১	০.০৪	২১
খেজুর (শুকনো)	১৮.০	১.৭	৩.৯	৩২৪	২.২	০.৬	৭.৭	৬৩	৭.৩	-	০.১০	০.০৪	অল্প
কামরাঙা	৮৮.৬	০.৪	১.০	৫০	০.৫	১.০	৯.৫	১১	১.২	অল্প	০.১২	০.০৪	৬১

খাদ্যের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	সোঁহ (মিলিগ্রাম)	কার্বোসি (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
আপেল	৮১.০	০.৩	১.০	৭৬	০.৪	০.৩	১৮.১	২০	১.০	-	০.১২	০.০৩	৪
আঁড়ুর	৭৫.৩	০.৫	২.৯	৯৭	০.৫	০.১	২৩.৬	২২	০.৫	-	০.১০	০.০৬	২৯
কমলা	৮৯.৪	০.১	০.৩	৪৩	০.৭	০.১	৯.৭	২২	০.৩	-	০.০৪	০.০১	৪০
বেল	৭৭.৫	০.৯	২.৯	৮৭	২.৬	০.২	৭.৭	৩৭	০.৬	-	০.০৩	০.০২	৯
বরই	৭৩.২	১.০	-	১০৪	২.৯	০.১	২৩.৭	১১	-	-	০.০২	০.০৫	৫১
খিরা	৯৫.৫	১.১	-	১১	০.৯	০.১	১.৬	১৭	-	অল্প	০.০১	০.০৩	৩
শিচু	৮৪.১	০.৫	০.৫	৬১	১.১	০.২	১৩.৬	১০	০.৭	-	০.০২	০.০৬	৩১
কাপাজিলেবু	৮৪.৬	০.৭	১.৩	৫৯	১.৫	১.০	১০.৯	৯০	০.৩	১৫	০.০২	০.০৩	৬৩
তরমুজ	৯৫.৮	০.৩	০.২	১৬	০.২	০.২	৩.৩	১১	৭.৯	-	০.০২	০.০৪	১
পাকা টমেটো	৯৪.০	০.৫	০.৮	২০	০.৯	০.২	৩.৬	৪৮	০.৪	৩৫১	০.১২	০.০৬	২৭
মাছ													
আইড়	৭৮.১	১.২	-	৮৯	১.৫.৯	১.৩	৩.৫	৩৮০	০.৭	-	-	-	১১
বাঁশ পাতা/কাজলি	৭৬.১	১.৪	-	১১২	১.৮.২	৪.৪	-	১৭৫	-	-	-	-	-
বাটা (ছোট)	৭৯.০	২.০	-	৮৯	১.৪.৩	২.৫	২.২	৭৯০	১.১	-	-	-	-
বোয়াল	৭৩.০	১.৩	-	১১৬	১.৫.৪	২.৭	৭.৬	১৬০	০.৬	-	-	-	৭
গলদা চিংড়ি (শুকনো)	১৪.৯	১.৭.৩	-	২৮৭	৬০.০	৩.২	৪.৬	৩৮৪৭	৪৬.৯	-	-	-	-
গুঁড়া (স্টিকি)	৮.৭	২.৩	-	৩৬৪	৮৮.৪	১.১	-	৯৭	২২.৬	-	-	-	-
ইলিশ	৫৩.৭	২.২	-	২৭৩	২১.৮	১.৯.৪	২.৯	১৮০	২.১	-	-	-	২৪
কালীবাউস	৮১.০	১.৩	-	৭৬	১.৪.৭	১.০	২.০	৩২০	০.৮	-	-	-	১১
কাতলা	৭৩.৭	১.৫	-	১১১	১.৯.৫	২.৪	২.৯	৫৩০	০.৯	-	-	-	-
খলসে	৭৫.০	১.৯	-	১১২	১.৬.১	৩.৯	৩.১	৪৬০	০.৯	-	-	-	-

খাদ্যের নাম	জন্মের অংশ (গ্রাম)	পালিত পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যপত্র (কিলোগ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চার্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	কার্বোনে (মাইক্রোগ্রাম)	ডিজিটালি বি-১ (মিলিগ্রাম)	ডিজিটালি বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
কই	৭০	২০	-	১২৬	৪৪১	৪৫	৪৫	১০১	১.৪	-	-	-	৩২
মুগ্ধ	৭৫	১৫	-	৪৯	১৯৫	৪০	৩২	৩৫	১.১	-	-	-	-
পাঙ্গাশ	৭২	০১	-	১৬১	১৪২	১০১	৫১	৩৩	১.০	-	-	-	৭
সিঁড়ি	৭৬	১৬	-	১৬১	১৪১	১০১	৪০	৩৩	১.০	-	০.১০	০.১০	০
বুই	৭৬	১৬	-	১৬১	১৪১	১০১	৪০	৩৩	১.০	-	০.১০	০.১০	২২
সরগুটি	৭৬	১৬	-	১৬১	১৪১	১০১	৪০	৩৩	১.০	-	-	-	১৪
শিং	৭৬	১৬	-	১৬১	১৪১	১০১	৪০	৩৩	১.০	-	-	-	৯
টেংরা (শুকনা)	১৩	৪	-	২৫	৫৪	৩৯	-	৩৩	৪.০	-	-	-	-
মাংস ও ডিম													
গরুর মাংস	৭৪	১০	-	৪১	২২	২৬	-	১০	৪.০	-	০.১৫	০.০৪	২
মহিষের মাংস	৭৪	১০	-	৪১	২২	২৬	-	১০	-	-	-	-	-
হাঁসের মাংস	৭২	১২	-	৩৩	২১	৪৪	-	৪	-	-	-	-	-
মুরগির মাংস	৭২	১৩	-	১০৯	২৫	৩৬	-	২৫	-	-	-	০.১৪	-
খাসির মাংস	৭৪	১১	-	১১৮	২১	৩৬	-	১২	-	-	-	-	-
কবুতরের মাংস	৭০	১৪	-	১৩৭	২৩	৪৯	-	১২	-	-	-	-	-
মুরগির ডিম	৭৩	১০	-	১৭৩	১৩	১৩	-	৩	২.১	-	০.১০	০.৪০	-
হাঁসের ডিম	৭১	১০	-	১৭১	১৩	১৩	-	৭	৩.০	-	০.১২	০.২৬	-
দুধ													
গরুর দুধ	৮	১০	-	৬৬	৩২	৪১	৪৪	১২০	০.২	৬.০	০.০৫	০.১৯	২
মহিষের দুধ	০	১০	-	৬১	৩৩	৪৫	৫০	২১০	০.২	-	০.০৪	০.৩০	১
ছাগলের দুধ	০	১০	-	৭২	৩৩	৪৫	৪৬	১৭০	০.৩	-	০.০৫	০.০৪	১
মায়ের দুধ	০	১০	-	৬৫	১১	৩৪	৪৭	২৪	০.১	-	০.০২	০.০২	৩

নোট : কি. ক. ল (কিলোক্যালোরি)। উৎস : দেশীয় খাদ্য দ্রব্যের র পুষ্টিমান, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ফোন-মোবাইল নম্বর)	যন্ত্রের নাম
১.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গাজীপুর ফোন : ৯২৯৪০৭৭	ক. বারি বেড পান্টার, বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, বারি শুকনো জমি নিড়ানি যন্ত্র, বারি পাচালিত চার সিলিডার পাম্প; খ. বারি শক্তিচালিত ঝাড়াই যন্ত্র, গ. বারি হস্তচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র; ঘ. বারি শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র; ঙ. বারি ফসল কাটা যন্ত্র; চ. বারি আলু তোলায় যন্ত্র; ছ. বারি আলু ধোঁড়ি যন্ত্র জ. বারি আলু রোপণ যন্ত্র; ঝ. বারি ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেচ যন্ত্র; ঞ. বারি আম পাড়া যন্ত্র; ট. বারি আম শোধন যন্ত্র; ঠ. বারি হাইব্রিড ড্রায়ার; ত. বারি কম্পোস্ট সেপারেটর যন্ত্র; থ. বারি বাদাম মাড়াই যন্ত্র; দ. বারি কপি ধাইন্ডার যন্ত্র। বারি হাইস্পিডটিলার।
২.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ফোন : ৯২৬৩৮১৫ ০১৭১৪২৩৬৯১১ ০১৫৫২৪৯৫৫১২	ক. ধান-গম কাটা যন্ত্র; খ. শস্য মাড়াই যন্ত্র; গ. শস্য ঝাড়াই যন্ত্র; ঘ. শস্য শুকানো যন্ত্র; ঙ. আগাছা দমন যন্ত্র; চ. গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র; ছ. ব্রি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র
৩.	বিএইউ, ময়মনসিংহ ফোন : ০৯১-৬৭৩৩৩ ০১৭১১১৯২৬৬৪	ক. সার বীজ ছিটানো যন্ত্র; খ. দানাশস্য কর্তন যন্ত্র; গ. গুটি ইউরিয়া এপ্রিকের।
৪.	বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ লি.) জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০ ফোন : ৯২০৫০৯১-৬, ৯০২৫০৯৭ (F)	ক. পাওয়ার টিলার; খ. গুঁটি ইউরিয়া উৎপাদন যন্ত্র; গ. শক্তি চালিত হার্ডেস্টার; ঘ. শক্তি চালিত আখ মাড়াই যন্ত্র; ঙ. ইঞ্জিনচালিত সেচপাম্প; চ. গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র; ছ. গভীর নলকূপের টারবাইন; জ. পাটের রিবনার
৫.	মেসার্স রহমান ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস প্রোগ্রাইটর : হাজী মো. ইউনুস আলী, গোড়াউন মোড়, ভেড়া মারা, কুষ্টিয়া, ফোন : ০১৭০২২৭১২৭২, ০১৭১৯৯৬৯৫১৯	ক. গম মাড়াই যন্ত্র; খ. ধান মাড়াই যন্ত্র; গ. ইউনার যন্ত্র; ঘ. ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র; ঙ. বীজ বপন যন্ত্র চ. ধান কাটার মেশিন (রিপার); ছ. এক্সসিয়েল পাম; জ. উইডার যন্ত্র
৬.	মিশুক ওয়েডিং ওয়ার্কসপ প্রোগ্রাইটর মো: মিঠু, কলেজ রোড, মেহেরপুর ফোন : ০১৯২৫৮২৯৩২১	ক. পাওয়ার ট্রিলারের বডি প্রস্তুতকারক খ. প্যাডেল থ্রেসার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ফোন-মোবাইল নম্বর)	যন্ত্রের নাম
৭.	মাহবুব ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ বিসিক শিল্পনগরী, টাঙ্গাইল রোড, জমালপুর, ফোন : ০১৭১১২৩৭৭৮৫	ক. বারি ধান মাড়াইযন্ত্র; খ. বারি ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র গ. ধান কাটা যন্ত্র; ঘ. বারি ধান ঝাড়াইযন্ত্র; ঙ. বারি হাইস্পিড রোটোরি টিলার; চ. বারি বীজ বপনযন্ত্র; ছ. বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র; বারি বেড পান্টার; শস্য কর্তনযন্ত্র। আম পাড়াযন্ত্র, আম শোধনযন্ত্র, বাদাম মাড়াইযন্ত্র, আলু উত্তোলন ও গ্রেডিংযন্ত্র।
০৮.	মো. জুলফিকার হায়দার (হায়দার আলী) পিতা মৃত : মনসুর রহমান সরকার গ্রাম : আটাবাড়ি, ব্লক : শিহাটা ৭নং বাণী পাকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর, ফোন : ০১৭৫০১৪৪২৩৫	ক. পাটের রিবন রেটিংযন্ত্র (পাটের আঁশ ছাড়ানো যন্ত্র)
৯.	আমিকশা এগ্রো লিমিটেড সতাল, উপজেলা সদর, জেলা কিশোরগঞ্জ, ফোন : ০৯৪১-৬২৪১১ ফোন : ০১৭১১৬৬৬৭১৫	ক. সোহান পাওয়ার টিলার খ. সোহান মাড়াই কল (ধান, গম ও ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র) পাওয়ার টিলার।
১০.	আওলাদ মাড়াই কল ইন্ডাস্ট্রিজ মুলসতাল, উপজেলা সদর, জেলা কিশোরগঞ্জ; ফোন: ০৯৪১-৬২৫৬১ ০১৭৩০৬৫৩০৮৮	ক. আওলাদ মাড়াই কল (ধান মাড়াই যন্ত্র)
১১.	মো. সুলতান মাহমুদ (অব.এসএএও) পিতা- হাজী নিয়ামত উল্লাহ গ্রাম- নারায়ণপুর, উপজেলা-সদর, জেলা : শেরপুর। ফোন : ০১৯১২৮৬৪৬০৪	ক. ইউর মারার ফাঁদ (২০ ধরনের)
১২.	ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ প্রো: হাজী মো. আব্দুর রাজ্জাক শ্যামগঞ্জ বাজার, উপজেলা পূর্বধলা জেলা : নেত্রকোনা ফোন: ০১৭১৩৫৪৭৭৪৮	ক. পাওয়ার প্রেসার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ফোন/মোবাইল নম্বর)	যন্ত্রের নাম
১৩.	আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লি. বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকার, কদমতলী, সিলেট ফোন ০৮৮২১-৮৪০৬৬৪, ৮৪০৬৯৮ ০১৭৩৩২০০১৩৪	ক. পাওয়ার টিলার, মই, পাওয়ার রিপার, ডিজেল ইঞ্জিন, খ. মাড়াই কল (ধান, গম ও ভুট্টা); গ. ট্রিলি (মাড়াই কলের জন্য); ঘ. উইনার মেশিন; ঙ. ডেন্টলেটিং ড্রয়ার, চ. কমবাইড হার্ভেস্টার; ছ. হেড কিপার; জ. রাইস ট্রান্সপান্টার ড্রাম সিডার; ঝ. বীজ বপন যন্ত্র; ঞ. পাওয়ার টিলার অপারেটর সিডার; ট. স্প্রে মেশিন; ঠ. গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র।
১৪.	মেসার্স আবুল ইন্ডাস্ট্রিজ চর মুহাম্মদপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট ফোন : ০১৭১২৯০৫০১৯	ক. পাওয়ার টিলার, খ. ধান মাড়াই কল, গ. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিকচার মেশিন; ঘ. বাইন্ডার মেশিন; ঙ. চিনি মাড়াইকল; চ. মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র।
১৫.	মেসার্স কামাল মেশিন টুলস প্রোঃ মোঃ কামাল মিয়া, সিলিমপুর, বগুড়া। ফোন : ০৫১-৬৪০০০ ০১৭১১০২৭২০৫	ব্রি অনুমোদিত সব কৃষি যন্ত্রাংশ তৈরি, মেরামত ও সরবরাহকারী। পাওয়ার প্রেসার, মেইজ স্পেলার, পুলি, লাইনার এবং শ্যালো মেশিনের বিভিন্ন পার্টস
১৬.	নিউ বর্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রোঃ মো. আব্দুল কাদের গোলাপ গোহাইল রোড, সূত্রাপুর, বগুড়া কারখানা : সিলিমপুর উত্তরপাড়া বগুড়া। ফোন : ০৫১-৬৪০৭২	পাওয়ার প্রেসার
১৭.	সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রো. মো. শাহীন সরকার, শেরপুর বাসস্ট্যান্ড, হাটখোলা রোড, সেন্যালপাড়া, শেরপুর, বগুড়া ফোন : ০১৭১২৯৭১৯৪১	পাওয়ার প্রেসার, মেইজ স্পেলার ও সব কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক, ধান মাড়াই যন্ত্র
১৮.	ফরিদা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, মো. জয়নাল আবেদীন (বাদল শেখ), আল-আমীন আয়রন মার্কেট, চক-জাদুরোড, বগুড়া কারখানা : উত্তর ঢেলোপাড়া, বগুড়া ফোন : ০১৭১২৭৪৩৩৭, ০৫১-৬৫৩০২	সর্বপ্রকার কৃষি যন্ত্রাংশ তৈরি, মেরামত এবং ট্রিলি, পাওয়ার টিলারের লোহার চাকা তৈরি, শ্যালো মেশিনের সাইলেনসার।
১৯.	কুমিলা ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস দেশওয়ালীপাট্রি, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা ফোন : ০১৭১১-৩৫৫৮০৩	প্যাডেল প্রেসার, উইডার, কাস্তে, নিড়ানি ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি, ধানমাড়াই যন্ত্র

ক্র : নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ফোন/মোবাইল নম্বর)	যন্ত্রের নাম
২০.	জামাল মিয়া গ্রীন ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস পশ্চিম পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ফোন : ০১৭১৫-৯৬৯০৭৩	উইডার, প্যাডেল থ্রেসার, পাওয়ার থ্রেসার
২১.	মেসার্স কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, থো : মো. মোকলেছুর রহমান বাসটার্মিনাল, মির্জাপুর সদর, দিনাজপুর। ফোন : ০১৭১২৪৬৭৬০৮	শক্তিশালিত ধান/গম মাড়াই যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, বাড়াই যন্ত্র, আলু প্লান্টার, সীজার মেশিন, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র
২২.	উত্তোরগ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থো: মো: আবদুস সামাদ, কালীতলা সদর, দিনাজপুর। ফোন : ০৫৩১-৫১৭০৮, ০১৭১২৪০৬০৮০	বারি শক্তিশালিত ধান/গম মাড়াই যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, বাড়াই যন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র (ব্রি, বারি), গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, আলু বপন-তোলা-থ্রেডিং যন্ত্র, চিনাবাদাম মাড়াই যন্ত্র।
২৩.	মেসার্স উম্মে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থো: মো. জহরুল হক, মির্জাপুর বাস টার্মিনাল, বিশ্বরোড, সদর, দিনাজপুর ফোন : ০১৭১৪৬০১২৮১, ০১৯১৩৬৩৫৪৯৭	শক্তিশালিত ধান/গম মাড়াই যন্ত্র, বাড়াই যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, থ্রেডিং যন্ত্র, রিপার যন্ত্র, সীডার বেড পাটার, আলু বপন ও উত্তোলন, গম ও ভুট্টা লাগানো যন্ত্র, ধান মাড়াই যন্ত্র।
২৪.	আফছার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থো: মো. আফছার আলী বিরল বাজার, বিরল, দিনাজপুর ফোন : ০১৭২১০১২৫২৭	ধান মাড়াই যন্ত্র, গম মাড়াই যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র বাড়াই যন্ত্র
২৫.	মেসার্স মোস্তফা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থো: মো. মোস্তফা পাকেরহাট, খানসামা, দিনাজপুর ফোন : ০১৮২৪-৬১৫৭৯৩	ধান মাড়াই যন্ত্র, গম মাড়াই যন্ত্র, পাটের যন্ত্র
২৬.	মেসার্স সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, থো. শাহীন সরকার, শেরপুর বাসস্ট্যান্ড, হাটখোলা রোড, সেন্যালপাড়া, শেরপুর, বগুড়া। ফোন : ০১৭১২৯৭১৯৪১	পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ স্পেলার ও সব প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক

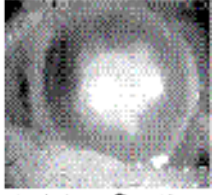
কৃষি কাজে সোখে আঘাতজনিত অস্বস্তি প্রতিরোধে চশমা ব্যবহার করুন
সোখের আঘাত অতি সামান্য হলেও দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান

কাজেরসে প্রতি বছর ধানের মৌসুমে বিশেষত মসুর উঠানোর মৌসুমে, নিড়ানি, ধান কাটা, মাড়াই, বাড়াই ও তরকারির সময় এমনকি ধান সিদ্ধ করার সময় সোখে আঘাত পেলে যন্ত্রের কৃষি মেশিনের (মসুরী ও পুস্তক) দৃষ্টি অস্বস্তি হয়ে দৃষ্টিহীন হয়। কোনো কোনো সময় সোখ উঠিয়ে সোখের মতো চিকিৎসা নিশ্চয়

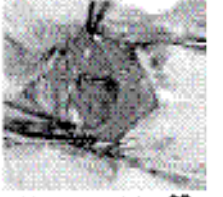
সুস্থতাকে হাবিয়ে কাজ না করতে পথশে মৌসুমের বসন্ত হয় চিকিৎসা ও ধানির ক্ষেত্রের জন্য যুগে টিকা বসে নিজে, শরীরিক ও মানসিক কষ্ট একটি দীর্ঘ পরিবারে নিঃস্বার্থ হয়ে আসে। অস্বাভাবিক এ অস্বস্তির প্রতিরোধ কঠিনে এসে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সোখের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন অধ্যয়ন কেন্দ্রের সেন্সিটিভ, কৃষি সম্প্রদায় পরিচালনা, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও ম্যানুয়াল আই কেয়ার (সোয়া পরিচালনা) একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সোখে আঘাতজনিত অস্বস্তি প্রতিরোধে তথ্য কৃষকের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রদায় পরিচালনায়ে সম্পৃক্ত করা উপায়গুলো সার্বজন্য এটি প্রথম প্রকাশ।



সোখের আঘাতজনিত সোখে যা ও পুঁজ



যা জরুরি পর মসুরীতে যাও যন্ত্রে সোখ দৃষ্টিহীন হয়ে যায়



সোখের কষ্টে সেন্সিটিভ কৃষি মসুরীতে সোখের কষ্ট হলে সোখের কষ্ট হলে সোখের কষ্ট হলে



কৃষি মসুরীতে সোখে চশমা দিয়ে সোখের কষ্ট হলে

কৃষক ও K... প্রতিরোধের বিশেষ ক্ষমতা

কৃষি কাজের সময় বিশেষত ধান মৌসুমে, নিড়ানি, কাটা, মাড়াই, বাড়াই, তরকারি, তরকারি ধান সিদ্ধ এবং স্টেকিংয়ের সময় ইত্যাদির সোখে সোখের আঘাত হতে পারে।

কৃষকদের সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের দৃষ্টি অস্বস্তি হতে পারে। সোখের আঘাত হলে সোখের আঘাত হতে পারে।

সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে।

সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে।

সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে।

সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে। সোখের আঘাত হতে পারে।

কৃষি কাজের সময় সোখে আঘাতজনিত অস্বস্তি প্রতিরোধে আন্দোলন



রিবন রেটিং বা পাটের ছালকরণ ও পচন পদ্ধতি

পাট আঁশের গুণাগুণ মূলত নির্ভর করে সঠিক পাট পচনের ওপর। আমরা জানি, আঁশের গুণাগুণের ওপর পাটের মূল্য নির্ধারিত হয়। যেসব এলাকায় প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়, অথচ প্রয়োজনীয় পচন পানির অভাবে চাষি ডাইয়েরা পাট সঠিকভাবে পচাতে পারছেন না, সেসব এলাকার পাট পচন সমস্যার সমাধানকল্পে দীর্ঘদিন পরবেশ্য পর বাংলাদেশ পাট পবেষণা ইনস্টিটিউট সর্বশেষ এলাকার চাষি ডাইয়ের জন্য 'রিবন রেটিং' বা পাটের ছালকরণ ও পচন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ পদ্ধতিতে পুরো পাট গাছ না পুটিয়ে কাঁচা গাছ হতে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ছাল পচাতে হয়। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং পচন সময় কমে যায়।

- ১০০ থেকে ১১০ দিন বয়সের পাট কাটতে হবে।
- পাট গাছের পাতা ঝড়িয়ে পোড়া খেঁড়লে নিতে হবে।
- ৬ ফুট বা তার ১৮০ সেন্টিমিটার লম্বা দুই ঝুড় বরাক বাঁশ শক্ত করে মাটিতে গাঁড়তে হবে।
- ইরেজি আকৃতির রিবনারকে শক্তভাবে বাঁশের দুই প্রান্তের সাথে বেঁধে নিতে হয়।
- ২-৩টি গাছের ছাল একসঙ্গে তবল রিবনারের সাহায্যে ছাল ছাড়িয়ে নেয়া যায়।
- ছালগুলোকে গোলাকার মুড়ি বা বাঁকিল বেঁধে নিতে হবে।
- মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে পাট গাছ থেকে ছাল আলাদা করা ভালো। এতে ছাল শুকিয়ে যায় না।
- গোলাকার মুড়িগুলোকে বাঁশে বুদিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।
- ১ বিঘা জমির পাটের ছাল পচানোর জন্য ১৮ ফুট লম্বা, ৬ ফুট পাশ এবং ৩ ফুট পতীর পরিমাপের গর্ত প্রয়োজন হয়।
- মোটা পলিধিন দিয়ে গর্তের তলা ও কিনারা ঢেকে দিতে হবে।
- ভারপূর্ণ গর্তে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে গর্তের ভেতরে মুড়ি বাঁধা ছালগুলোকে ফেলতে হবে।
- প্রতি ১ কেজি কাঁচা ছাল পচানোর জন্য আড়াই থেকে তিন সিটার পানির প্রয়োজন হয়।



- পাট কাটার ১০-১৫ দিন আগে গর্ত তৈরি করে তাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পারলে অনেকখানি শ্রমের সাশ্রয় হয়।
- তাড়াতাড়ি পচানোর জন্য প্রতি ১০০০ কেজি কাঁচা ছালের জন্য ১০০ গ্রাম ইউরিয়া গর্তের পানির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ইউরিয়া না দিতে পারলে অন্য জায়গা থেকে পাট পচন পানি সংগ্রহ করে গর্তের পানির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে পচন ত্রিন্দা দ্রুত হবে।
- মোড়ানো ছালগুলোকে কচুরিপানা অথবা ঝড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ১০ থেকে ১২ দিন পর ছাল ভালোভাবে পচলে ছালগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।
- পাট পচানোর দিন কম বেশি হতে পারে। ভালোভাবে ছাল পচে গেলে আঁশ একটি থেকে আরেকটি সহজেই আলাদা হয়ে যায়।
- পাট কাটির কোনো অংশে যেন পাট আঁশের সঙ্গে সেপে দ্বা থেকে সে লিকে লাক্য রাখতে হবে।
- পরিষ্কার ছালগুলোকে বাঁশের আড়ায় রোদে শুকাতে হবে।
- থোমা ছালগুলোকে কখনো মাটিতে শুকানো উচিত নয়। এতে আঁশের বস্তু ও মান হারান হয়।
- পাটের আঁশ ভালোভাবে শুকাতে হবে যেন অর্পুতা ৮-১০% এর বেশি না থাকে।
- ভালোভাবে শুকানো পাট জুপ করে রাখতে হবে।
- রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাটের ছাল পচাতে পানি কম লাগে, পচন সময় প্রায় অর্ধেক লাগে, আঁশ ছিড়ে যায় না এবং উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়।
- প্রতি বিঘা জমির পাটের ছাল করণে ৪-৬ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।



অত্যাবশ্যকীয় করণীয়

- ★ এ প্রযুক্তি শুধু যে এলাকায় পাট পচনের পানির অভাব রয়েছে সেই এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
- ★ পানির অভাবজনিত কারণে পাট পচনের জন্য বহু দূরে ত্যাগ গাড়ি বা মাথা দিয়ে পাটগাছ বহনের চেয়ে জমির আইলের পাশে গর্ত করে এ পদ্ধতি পাট পচানো লাভজনক।
- ★ পাট কাটার সাথে সাথে 'ছালকরণ' করতে হবে। বৌদ্রে পাট গাছ শুকিয়ে গেলে 'ছালকরণ' সমস্যা হবে। সম্ভব হলে মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।

টেলিভিশনে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান

টেলিভিশন চ্যানেল	কৃষি অনুষ্ঠান	সম্প্রচার দিন	সম্প্রচার সময়	পুনঃসম্প্রচার	পুনঃসম্প্রচার সময়
বাংলাদেশ টেলিভিশন	মাটি ও মানুষ	সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার	সন্ধ্যা ৭.০০	সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার	সকাল ৮.১০
	বাংলার কৃষি	প্রতিদিন	সন্ধ্যা ৭.২৫	সকাল ৭.২৫	
	কৃষি সংবাদ	প্রতিদিন	খবরের সঙ্গে নিয়মিত প্রচার করা হয়।	-	-
চ্যানেল আই	হৃদয়ে মাটি ও মানুষ	শনিবার	রাত ৯.৩৫	রোববার	দুপুর ১১.৩০
	হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক	বৃহস্পতিবার	বেলা ৩.০৫	-	-
	কৃষি সংবাদ	প্রতিদিন	খবরের সঙ্গে নিয়মিত প্রচার করা হয়	-	-
বাংলাভিশন	শ্যামল বাংলা	বৃহস্পতিবার	বিকাল ৫.৫০	বৃহস্পতিবার	রাত ৩.৩০
				শুক্রবার	সকাল ৮.৩০
				বুধবার	সকাল ৯.৩০
				বৃহস্পতিবার	রাত ৩.৩০
				শুক্রবার	সকাল ৮.৩০
				বুধবার	সকাল ৯.৩০
				শুক্রবার	সকাল ৯.৪৫
				শনিবার	সকাল ১১.৩০
				সোমবার	বিকাল ৫.৩০
				মঙ্গলবার	রাত ১.১৫
				বুধবার	রাত ১.১৫
দীপ্ত টিভি	দীপ্ত কৃষি	প্রতিদিন	বিকাল ৫.৩০	রাত ১.০০ তোর ৫.৩০	দুপুর ১২.৩০

বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সম্প্রচারের সময়	স্থায়িত্ব মিনিট	অনুষ্ঠান ধরন	মন্তব্য
ঢাকা	দেশ আমার মাটি আমার	সন্ধ্যা ০৭.০৫-৭.৩০	২৫	জাতীয়	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	সকাল ০৬.২৫-৬.৩০	০৫	জাতীয়	প্রতিদিন
	সোনালি ফসল	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	সবুজ প্রান্তর	সন্ধ্যা ০৫.৫০-৬.০০	১০	জাতীয়	প্রতি শুক্রবার
	শস্য শ্যামল	রাত ০৮.৩০-৯.০০	৩০	জাতীয়	মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার
	আমর দেশ	বিকাল ০৪.০৫-৪.৩৫	৩০	জাতীয়	প্রতিদিন
চট্টগ্রাম	কৃষি সমাচার	সকাল ০৬.২৫-৬.৩০	০৫	আঞ্চলিক	শ্রীঅ/শ্রীতকালীন
		৬.৫৫-৭.০০			
খুলনা	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-৬.৫০	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	সকাল ০৬.২৫-৬.৩০	০৫	আঞ্চলিক	শ্রীঅ/শ্রীতকালীন
		৬.৫৫-৭.০০			
রংপুর	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-৬.৫০	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	সকাল ০৬.২৫-৬.৩০	০৫	আঞ্চলিক	শ্রীঅ/শ্রীতকালীন
		৬.৫৫-৭.০০			
রাজশাহী	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.২৫-৬.৩০	০৫	আঞ্চলিক	শ্রীঅ/শ্রীতকালীন
		৬.৫৫-৭.০০			
সিলেট	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৪৫	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.২৫-৬.৩০	০৫	আঞ্চলিক	শ্রীঅ/শ্রীতকালীন
		৬.৫৫-৭.০০			
রাঙ্গামাটি	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৪৫	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া)
বরিশাল	খামারবাড়ি	বেলা ৩.২০-৩.৩০	১০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	কৃষিকথা	বেলা ০৩.১৫-৩.৩৫	২০	আঞ্চলিক	সোম ও বুধবার সপ্তাহে ৫ দিন
	কৃষিকথা	বেলা ৪.০৫-৪.২৫	২০	আঞ্চলিক	সোমবার-বুধবার সপ্তাহে ৪ দিন
কক্সবাজার	সোনালি প্রান্তর	বেলা ৩.০৫-৩.৩০	২০	আঞ্চলিক	শুক্র, শনি, রবি ও মঙ্গলবার সপ্তাহে ৪ দিন
ঠাকুরগাঁও	কিষান মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩০	২৫	আঞ্চলিক	শুক্র, শনি, সোম ও বুধ ৪ দিন সপ্তাহে
কুমিল্লা	সুজলা সুফলা	বিকাল ০৫.২০-৫.৩০	১০	আঞ্চলিক	রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবার সপ্তাহে ৩ দিন
রেডিও টুইন্ডে	ছিন্ন একএম	সকাল ৭.০০-৮.০০	১ ঘণ্টা	জাতীয়	প্রতিদিন
কুমিল্লা রেডিও	কমউনিটি রংগাল রেডিও	সকাল থেকে রাত অবধি	৮ ঘণ্টা	স্থানীয়	সপ্তাহে ৭ দিন ৩ বেলা

বিভিন্ন দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিক কৃষিবিষয়ক প্রকাশনা

পত্রিকার নাম	প্রকাশের বার/দিন পাক্ষিক/মাসিক	কত পৃষ্ঠা কত অংশ	কি কি বিষয়ের ওপর লেখা থাকে
দৈনিক নয়া দিগন্ত	শনিবার	অর্ধপৃষ্ঠা	বৃহত্তর কৃষি
দৈনিক ইত্তেফাক	রোববার	পূর্ণ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি
যায়যায়দিন	রোববার	পূর্ণ পৃষ্ঠা	বৃহত্তর কৃষি
কৃষি বিপ্লব	পাক্ষিক	ট্যাবলেটেড ৩২ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি
কৃষিকথা	মাসিক	৩২ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন	বৃহত্তর কৃষি ও গবেষণামূলক
ফার্ম হাউজ	মাসিক	৪৮ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন	সমন্বিত কৃষি
কৃষিবর্তা	মাসিক	৩২ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি
কৃষি কাগজ	মাসিক	৬০ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃষক

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	অবদান-সাফল্যের ক্ষেত্র	ফোন
উদ্যান ফসল			
০১	আলহাজ শাজাহান আলী বাদশা (পেঁটে বাদশা), মা-মনি কৃষি খামার, ইশ্বরদী, পাবনা	মাত্র ১.৫ বিঘা জমিতে পেঁপে চাষ শুরু করে বর্তমানে সে জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫ বিঘা। পেঁপে চাষে সাফল্যের জন্য ১৪০৩ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের রৌপ্যপদক এবং ১৪০৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের স্বর্ণপদক পান। বর্তমানে পেঁপে, পেয়ারা, আতা, কদবেলসহ প্রায় ৩২টি উদ্যান ফসলের বাগান গড়ে তুলেছেন।	০১৭১৫০৩২৫৯৮
০২	মিসেস কহিনুর কামাল পরিচালক, চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি. মেরিডিয়ান গ্রুপ, ১৩৬৭, সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম	বর্তমানে বান্দরবন জেলায় ৩৫০ একর এর মিশ্র ফল বাগান গড়ে তুলেছেন। যেখান থেকে তার বার্ষিক আয় হয় প্রায় ১ কোটি টাকা। কৃষি কাজের তার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ এ রৌপ্যপদক পান।	০১৯৭৫০০৯৯৮৮
০৩	মো. সিদ্দিকুর রহমান (কুল ময়েজ) ময়েজ উদ্দিন কৃষি খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার স্থাপন ও কুল চাষে সফলতার জন্য ১৪১৫ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের রৌপ্যপদক প্রাপ্ত। বর্তমানে তিনি ২০০ বিঘা জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে সাথি ফসল হিসেবে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করছেন। এছাড়া প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক কৃষককে কুল ও অন্যান্য ফসল চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।	০১৭৩৩১৮৭০১৮
০৪	মো. সৈয়দুর রহমান নন্দিরখলা (খালপাড়), ইউনিয়ন মোস্তাফাও দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	সিলেটের অন্তর্গত কৃষি কার্যক্রমকে গতিশীল করে বিভিন্ন কৃষিজ শস্য ক্যাপসিকাম, ব্রোকলি ও গ্রীষ্মকালীন শিম উৎপাদনে অসামান্য অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার কৃষি উন্নয়নে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ১৩৯৫ এ ব্রোঞ্জপদক প্রাপ্ত হন।	০১৭১৬৩৯৪৩৭৬

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	অবদান-সাফল্যের ক্ষেত্র	ফোন
০৫	মো. জাহিদুল ইসলাম আদর্শ কৃষি খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা	৩০০ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার খামারে প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে গাজর চাষ করেন। গাজর চাষে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য এলাকায় গাজর জাহিদ নামে পরিচিত। বর্তমানে তার খামারে ২০০টি গাভী রয়েছে এবং প্রতিদিন ৩০০ শমিক এখানে কাজ করছেন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি খামার স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮-এ ব্রোঞ্জপদক প্রাপ্ত হন।	০১৭১১২৩৮৭৪৮
০৬	আবদুল কাদের বেপারী (কলা কাদের) গ্রাম-বিঘাড়ি, ৭ নং ওয়ার্ড, চুয়াডাঙ্গা	জৈব প্রযুক্তিতে কলা চাষ করে জাতীয় ফল মেলা ২০১০ এ ২য় এবং জাতীয় ফল মেলা ২০১১ তে ৩য় পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ২০১৫ সালে কৃষি কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ার্ড পান। তিনি 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নে ১০০০টি বাড়িকে নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন করেন। বর্তমানে ৭০০-৮০০ জাতের রঙিন সাগর কলার প্রায় ৩ হাজার চারা সারা দেশব্যাপী বিতরণের কাজ করছেন। এছাড়া চুয়াডাঙ্গায় ২ একর জমিতে পেয়ারা, লিচু, লেবু ও পেঁপেসহ বিভিন্ন ফলের বাগান গড়ে তুলেছেন।	০১৭১৯৮১৮৬০৯
০৭	মো. শের আলী সরদার (ফুল শের আলী), গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর	প্রথমে ৩০ শতক জমিতে বিভিন্ন প্রকারের ফুল চাষ করেন। পরে চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে ফুলের বীজ-চারা কলম বিতরণ করে বাণিজ্যিক ফুল চাষ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখেন। এর ফলে বর্তমানে গদখালী এলাকায় ৫-৬ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হচ্ছে, যা দেশের ফুল চাষ ও বাণিজ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ।	০১৭১২১১৫৩৪
০৮	নারায়ণ চন্দ্র হালদার গোটাপাড়া, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	২০০৯ সালে মাত্র ১৮টি কুলের চারা রোপণ করে বাগান তৈরি শুরু করে বর্তমানে ৭৫ একর জমিতে মিশ্র ফল বাগান এবং ২০ একর জমিতে কুল চাষ করেছেন। নিজ এলাকায় তিনি কুল নারায়ণ হিসেবে পরিচিত।	০১৮১৫৮৪২৫৮৬
০৯	এস এম মনিরুজ্জামান তাফালবাড়ী, শরণখোলা, বাগেরহাট	পেশাগত জীবনে কলেজ শিক্ষক। তার ১৬ বিঘা বাগানে বাউকুল ২৬০টি, লেবু ৩৫০টি, লিচু ৩৮টি, হাইব্রিড জামরুল ২২টি, সাগর কলা ৫০০টি, পেঁপে ৭০০টি, মাল্টা ১১৫টি ও নারিকেল গাছ রয়েছে ৮৫টি। তা ফল বাগানের সাফল্য দেখে এলাকার অনেক কৃষক ও বেকার যুবক ফল বাগান চাষে অনুপ্রাণিত হয়েছে।	০১৭১১৫১৭৬০৩
১০	মো. নাজমুল হাসান রাঁজের, খোন্ডা কাটা ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট	কঁচো কম্পোস্ট, আলুসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করে ১২ বিঘা জমি থেকে বছরে ৪-৫ লাখ টাকা আয় করেন।	০১৭১০৬১৯৪৮৯
১১	মো. মঞ্জুর হোসেন মনা গ্রাম, আদর্শ সদর উপজেলা, কুমিল্লা	২০০৫ সন থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মালয়েশিয়া থেকে পাম অয়েলের বীজ সংগ্রহ করে চারা উৎপাদনে সফল হওয়ার পর অন্যদেরও উৎসাহিত করেন। এ কাজে একাধিকবার পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে মনা গ্রামে 'মঞ্জুর এগ্রোফার্ম' এর নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩ কোটি ৬২ লাখ টাকা অর্থায়নে একটি পাম প্লান্ট গড়ে তুলেছেন।	০১৯১৫৭৯৪১৯৫

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপের সঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতির সম্পর্ক

দৈর্ঘ্য

- ১ ইঞ্চি=২৫.৪ মিলিমিটার=২.৫৪ সেন্টিমিটার=০.০২৫৪ মিটার
 ১ ফুট=৩০৪.৮ মিলিমিটার=৩০.৪৮ সেন্টিমিটার = ০.৩০৪৮ মিটার=১২ ইঞ্চি
 ১ গজ=৯১৪.৪ মিলিমিটার = ৯১.৪৪ সেন্টিমিটার =০.৯১৪৪ মিটার= ৩ ফুট
 ১ মাইল=১৬০৯.৩৪৪ মি.=১.৬০৯ কিলোমিটার =১৭৬০ গজ
 ১ নটিক্যাল মাইল (ব্রিটিশ)=১৮৫৩.১৮ মিটার
 ১ সেন্টিমিটার=১০ মিলিমিটার=০.৩৯৩৭ ইঞ্চি(প্রায়)
 ১ মিটার=১০০ সেন্টিমিটার=১.০৯ গজ=৩.২৮১ ফুট=৩৯.৩৭ ইঞ্চি
 ১ কিলোমিটার=১০০০ মিটার=০.৬২১৪ মাইল

ওজন

- ১ মেট্রিক টন=১,০০০ কেজি=২৬ মণ ৩১ সের ১ ছটাক = ২২০৫ পাউন্ড
 ১ কুইন্টাল=১০০ কেজি=২.৬৮ মণ
 ১ বুশেল=০.৭৩ মণ=২৯.১৭ সের
 ১ মণ= ৪০ সের=৩৭.৩২৪১৭২ কেজি=০.৩৭৩২৪২ মেট্রিক টন
 ১ সের=০.৯৩৩১০৪ কেজি
 ১ কেজি=১০০০ গ্রাম =১.০৭১৬৩৬ সের=২.২০৪৬২৩ পাউন্ড
 ১ ছটাক=৫ তোলা=৫৮.৩১৯ গ্রাম
 ১ তোলা=১১.৬৬ গ্রাম (প্রায়)
 ১ বেল তুলা = ৩৯২ পাউন্ড = ১৭৭.৮১ কেজি
 ১ বেল পাট = ৪০০ পাউন্ড = ১৮১.৪৭ কেজি = ৫ মণ
 ১ আউন্স = ২.৪৩ তোলা = ২৮.৩৫ গ্রাম

আয়তক্ষেত্র

- ১ হেক্টর=২.৪৭ একর=০.০০৩৮৬১ বর্গমাইল = ১০,০০০ বর্গমিটার
 ১ একর=৩.০২৫ বিঘা=০.৪০৫ হেক্টর=৪৮৪০ বর্গগজ=৪৩৫৬০ বর্গফুট=৪০৪৭ বর্গমিটার
 ১ বর্গমাইল=৬৪০ একর=২৫৯ হেক্টর ১ বর্গ কিলো মিটার = ১০০০ হেক্টর = ০.৩৮৬ বর্গমাইল
 ১ কাঠা=৬৬.৬৭ বর্গমিটার (প্রায়) = ১.৬৫ শতক = ৮০ বর্গগজ
 ১ বিঘা = ০.৩৩০৬ শতক = ০.১৩৭৮ হেক্টর
 ১ বর্গগজ=০.৮৩৬ বর্গমিটার=৮৩৬ বর্গসেন্টিমিটার
 ১ বর্গফুট=০.০৯৩ বর্গমিটার=৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার
 ১ বর্গইঞ্চি=৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার

ঘনত্বের মাপ

- ১ ঘনফুট=৭.৪ গ্যালন (USA)=৬.২৩ গ্যালন (UK)=০.০২৮৩ ঘনমিটার
 ১ ঘনমিটার=৩৫.৩১৫ ঘনফুট = ১০০০ লিটার

তরল পদার্থের মাপ

- ১ গ্যালন (UK)=১.২০ গ্যালন (USA)=৪.৫৪২৫ লিটার
 ১ লিটার=১০০০.০২৮ কিউবিক সে. মি. =০.০৩৫ ঘনফুট=০.২২০ গ্যালন (ব্রিটিশ)
 ১ ব্যারেল (পেট্রোলজাত)=০.১৫৯ কিউ মি.=৩৪.৯৭ গ্যালন (ব্রিটিশ) =৪২ গ্যালন (USA)

তাপ

ফা. (ফারেনহাইট); সে. (সেন্টিগ্রেড/সেলসিয়াস)

ফা. = (সে.x১.৮)+৩২

$$\text{সে.} = \frac{\text{ফা.}-৩২}{১.৮}$$

বিবিধ

- ১ অশ্বশক্তি=৫৫০ ফুট পাউন্ড/সেকেন্ড=৭৪৫.৭০ ওয়াট (UK)
 ১ একর ইঞ্চি পানি = $\frac{৩}{৪}$ কিউসেক পাম্পের ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সরবরাহ
 = ১ " " ১ ঘণ্টার সরবরাহ
 = ২ " " $\frac{১}{২}$ " "
 ১ ফ্যাদম = ৬ ফুট = ১.৮৩ মিটার
 ১ ডিগ্রি অক্ষাংশ = ৬৯ মাইল = ১১১.০৪ কিলোমিটার
 ১ চেইন = ৬৬ ফুট; ৮০ চেইন = ১ মাইল = ১.৬ কিলোমিটার
 ১ বেল পাট = ০.১৮৬৬২০৫ মেট্রিক টন = ৫ মণ = ৪১১.৪৫ পাউন্ড।
 বর্গমাইল x ২.৫৮৯ = বর্গ কিলোমিটার
 বর্গমাইল x ২৫৮.৯৯৯ = হেক্টর
 বর্গ কি. মি. x ০.৩৮৬১ = বর্গমাইল
 বর্গ কি. মি. x ২৪৭.১০৫ = একর
 একর x ৪০৪৬.৮৫৬ = বর্গমিটার
 একর x ০.৪০৪৬ = হেক্টর
 মাইল/ঘণ্টা x ১.৬০৯৩৪৪ = কিলোমিটার/ঘণ্টা
 হর্সপাওয়ার x ০.৭৪৫৭ = কিলোওয়াট
 কিলোওয়াট x ১.৩৪১ = হর্সপাওয়ার
 $\frac{১}{৪}$ কিউসেক = ৭ লিটার/সেকেন্ড
 $\frac{১}{২}$ " = ১৪ " "
 ১ " = ২৮ " "
 ২ " = ৫৬ " "

ব্যক্তিগত জরুরি টেলিফোন নম্বরগুলো

নাম ও ঠিকানা	অফিস	বাসা	মোবাইল

মুদ্রণে
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
সুলভ মূল্য : ১৬০ (একশত ষাট) টাকা